পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 257 Saturday, 17 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৫৭ সংখ্যা ❋ ৩২ শ্রাবণ ১৪৩১, শনিবার, ১৭ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

# আরজি করে ভাঙচুর করেছে বিজেপি ও সিপিএম মমতা

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ** বুধবার রাতে আরজি করে যে তাণ্ডব চলেছে, সেখানে বিজেপি ও বামেদের পতাকা দেখা গিয়েছে। ঘটনার দু'দিন পর এমনই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন রাতে যেভাবে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তাতে বাম ও বিজেপিকেই নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে বাম-বিজেপি। কত কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, সে কথাও এদিন উল্লেখ করেন মমতা। গত বুধবার রাতে একদল দুষ্কৃতী আরজি করে ঢুকে প্রবল তাণ্ডব চালায়। ইমার্জেন্সিতে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দেয়। শুক্রবার অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে পথে নেমে মিছিল করার পর বাম-বিজেপিকেই আরও একবার নিশানা করলেন মমতা। তিনি বলেন, ''গিয়েছিলেন তো প্রমাণ লোপাট করতে। থার্ড ফ্লোর ভেবে রাতে আপনারা সেকেন্ড ফ্লোরে চলে গিয়েছিলেন। সিসিটিভি ভেঙে দিয়েছেন। জীবনদায়ী ওষুধ নষ্ট করে দিয়েছেন। আমি জানতে চেয়েছিলাম কত ক্ষতি হয়েছে। শুনেছি ৫০ কোটির থেকে বেশি টাকার ক্ষতি হয়েছে, ১০০ কোটিও হতে পারে।'' মমতার দাবি, সে দিন রাতে জাতীয় পতাকা ও ডিওয়াইএফআই-এর পতাকা দেখা গিয়েছে। মমতা বলেন, ''জাতীয় পতাকা নিয়ে গুণ্ডাগিরি করতে দেওয়া যায় না। এটা ক্রাইম। পতাকাকে স্যালুট জানাতে হয়।'' মমতার এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে বামেরা। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''শুধু মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে। এতদিন তো রাস্তায় কখন নামেননি, রাস্তায় কখন নামলেন, যখন একেবারে ধরা পড়ে গিয়েছেন।'' এদিকে, মমতার দাবি, আরজি কর-কাণ্ডে সত্যিটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। শুক্রবার ফাঁসির দাবিতে মিছিল করেন মমতা। সঙ্গে

ছিলেন তৃণমূলের একাধিক মহিলা নেত্রী। ডোরিনা ক্রসিং-এ মিছিল শেষ করার পর সভায় বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি দাবি করেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে চাপা পড়ে যাচ্ছে আসল সত্যি। সাইবার প্রযুক্তি ব্যবহার করে মিথ্যা কথা ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি করেন মমতা। তিনি বলেন, ''অসত্য ভিডিয়ো দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। মিথ্যেটা সামনে এনে সত্যি লুকনো হচ্ছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সব খবর সত্যি নয়। পয়সা কামানোর জন্য ডিজিটাল প্লাটফর্ম তৈরি করেছে। তাদের স্পনসর বিজেপি ও সিপিএম।'' আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা এআই ব্যবহার করেও এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন মমতা। তিনি বলেন, ''এআই হল সাইবার ক্রাইমের সবথেকে বড় ক্রাইম। ধরুন আমি গেলাম না, আমি বললাম না, অথচ আমার ছবি দেখিয়ে, গলা নকল করে নানা কথা বলে দিতে পারে। এটা কলিযুগ।'' মমতা এদিন মিছিল শেষে দাবি করেন, কলকাতা পুলিশ তদন্ত ঠিক পথেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অহেতুক তাড়াহুড়ো করে এই কেস সিবিআই-কে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এদিন তিনি বলেন, ''দোষীদের ফাঁসি হোক, আমরা ফাঁসির পক্ষে। রাজ্য সরকার কলকাতা পুলিশকে সবরকম সাহায্য করবে।'' এর পরে তদন্তের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের কথা শুনে কলকাতা পুলিশ কাজ করেছে। সবরকম পরীক্ষা করেছে, ডগ স্কোয়াড পাঠিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ থেকে শুরু করে, যত এভিডেন্স, সব সংগ্রহ করেছে। রাত দুটো পর্যন্ত আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম। আমি বলেছিলাম যতক্ষণ না শেষকৃত্য সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ আমাকে টাইম টু টাইম সব খবর দিতে হবে। আমার ভিতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল।'' তাঁর পাল্টা দাবি, তদন্তে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে বিরোধীরা। তাই দেহ নিয়ে যাওয়ার সময় মৃতার বাবা-মা নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন বিজেপি-র এক নেত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন দাবি করেন, আরজি করের তদন্ত কলকাতা পুলিশ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করছিল। তিনি বলেন, ''সেদিন রাতে যা ঘটেছিল, পুলিশের কাছে যা যা ছিল, পুলিশ দিয়ে দিয়েছে। পুলিশ ৯০ এভিডেন্স সংগ্রহ করেছিল, ১৬৪ জনের টিম তৈরি করেছিল। তদন্তের সব ভিডিও মেয়েটির বাবা-মাকে দেখিয়েছিল। মৃতার বাবা-মা বলেছিল, ভরসা আছে তদন্তে।'' মমতা জানান, তদন্তের গতিপ্রকৃতি দেখে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই রবিবার অবধি সময় চেয়েছিলেন। তার মধ্যে তদন্তের কিনারা না হলে সিবিআই ডাকার কথা বলেছিলেন। তবে সেই সময় ও সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। বলেন, ''আরও অনেককে ডাকার কথা ছিল, আপনারা সময় দিলেন না। ৩৪ জনকে ডেকেছিল, জিজ্ঞাসাবাদের সময় পায়নি। কারণ আপনাদের তর সইল না।'' তাঁর কথায়, ''আপনারা মমতা ব্যানার্জীকে অপমান করতে চাইলেন। লজ্জা করে না বিজেপি আর সিপিএম? একটা অমানবিক ঘটনা নিয়ে দানবিকতা করে চলেছেন।''

## মোদির সঙ্গে ফোনে কথা ইউনুসের

# বাংলাদেশি হিন্দুদের নিয়ে দিলেন বড় প্রতিশ্রুতি

**নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্টঃ** বাংলাদেশে পতন হয়েছে হাসিনা সরকারের। দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা। এই পরিস্থিতিতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ তথা বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহম্মদ ইউনুস। প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এই কথা জানিয়েছেন। এ দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'প্রফেসর মহম্মদ ইউনুসের ফোন করেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতি

নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। গণতান্ত্রিক, স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও উন্নয়নশীল বাংলাদেশের প্রতি ভারতের সমর্থন জানিয়েছি। বাংলাদেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উনি (ইউনুস)।' প্রসঙ্গত, গতকাল স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানেও, লালকেল্লা থেকে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন যে বাংলাদেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের অবস্থা নিয়ে দেশের ১৪০ কোটি মানুষ উদ্বিগ্ন। দ্রুত বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হোক, এই প্রার্থনা করেন তিনি। অন্যদিকে, চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার মহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও হিন্দুদের সঙ্গে দেখা করেন। ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে বাংলাদেশি হিন্দুদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাদের পরিস্থিতি শুনে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাদের উপরে হামলায় অভিযুক্তদের কড়া শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন ইউনুস।

# চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীরা আক্রান্ত হলে ৬ ঘণ্টার মধ্যে এফআইআর দায়ের

**নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্টঃ** আরজি কর কাণ্ডের জেরে উত্তাল গোটা দেশ। চিকিৎসক-পড়ুয়াকে নির্যাতন ও খুনের ঘটনার পরই কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। এবার থেকে কর্মরত অবস্থায় কোনও চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত হলে, ৬ ঘণ্টার মধ্যেই এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেওয়া হল স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে। এ দিন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বিভিন্ন সময়ে কর্তব্যরত থাকাকালীন হেনস্থা বা মারধরের শিকার হন। অনেক সময় গালিগালাজ বা মৌখিক হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘটনায় জড়িত থাকে রোগী বা রোগীর পরিবার। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশিকায় সাফ বলা হয়েছে যে হাসপাতালে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে, ৬ ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতে হবে। অভিযোগ জানানোর দায়িত্ব নিতে হবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেই। প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক-পড়ুয়ার দেহ উদ্ধারের পরও পুলিশে অভিযোগ জানাতে গরিমসি করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, এমনটাই অভিযোগ। জানা গিয়েছে, হাসপাতালের সেমিনার রুমের ভিতর থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পাঁচ ঘণ্টা পর পুলিশে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তাতে মাত্র পাঁচ লাইন লেখা ছিল। হাইকোর্টেও এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও প্রিন্সিপালের বক্তব্য, অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বহু হাসপাতালেই চিকিৎসকদের নানা সময়ে হেনস্থার মুখে পড়তে হয়। এমনকী, মারধরও করা হয় চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে। আরজি করে চিকিৎসক-পড়ুয়ার খুনের ঘটনার পরই আন্দোলনে পথে নেমেছেন রাজ্য তথা দেশের চিকিৎসকরা। 'তিলোত্তমা'র সুবিচারের দাবির পাশাপাশি হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, এই দাবিতেও সরব হয়েছেন চিকিৎসকরা।

# 'আরজি কর হাসপাতালটাই বন্ধ করে দিচ্ছি'

## কড়া পর্যবেক্ষণ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ** আরজি করে ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরই তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য তড়িঘড়ি সেমিনার হল ভাঙার কাজ শুরু করার অভিযোগ উঠেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে এবার রাজ্যের কাছে হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। একই সঙ্গে বুধবার মধ্যরাতের হামলার ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এদিন বড় প্রশ্ন তুলেছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ, ''পুলিশ নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। জনতাকে ঠেকাতে পারছে না। আইনশৃঙ্খলা কী ভাবে রক্ষা করবে?'' আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুন ও ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার মধ্যরাতের হামলা নিয়ে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। ওই মামলাতেই এদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, মামলায় তদন্তের স্বার্থে সিবিআই যা যা মনে করবে তাই করতে পারে। আন্দোলনকারীদেরও পর্যাপ্ত

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে আদালত এও জানিয়েছে, সিবিআই ডাকলে তাদের ওখানে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন আরজি করের সেমিনার হল ভাঙা নিয়ে রাজ্য এবং মামলার আবেদনকারীদের হলফনামা জমা দিতে বলেছে আদালত। একই সঙ্গে বুধবার মধ্যরাতের ঘটনা সামলাতে পুলিশ যেভাবে ব্যর্থ হয়েছে তাতে আগামীদিনে এমন ঘটনা নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পুলিশ কী পদক্ষেপ করবে তাও লিখিত আকারে জানতে চেয়েছে আদালত। এদিন মামললার শুনানিতে আদালত রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা নিয়েও প্রশ্ন তোলে। জানতে চাওয়া হয়, ''এভাবে হামলা হতে পারে, সে খবর কেন ছিল না গোয়েন্দা দফতরের কাছে? এত মানুষ জমায়েত হল, অথচ পুলিশ আগে থেকে তৈরি ছিল না? এটা বিশ্বাস করা কঠিন।'' আরজি করের ইমার্জেন্সি ভাঙচুরের ঘটনায় পুলিশ কার্যত দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে বলেই অভিযোগ। সেই ঘটনার পর এবার কড়া পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। ''আরজি কর হাসপাতালটাই বন্ধ করে দেওয়া ভাল। সব রোগীদের অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'' জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এমনটাই বললেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বুধবার রাতের ঘটনায় রাজ্য তথা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কার্যত বিরক্ত আদালত। এদিন শুনানির শুরু থেকেই প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা কোথায়? এভাবে কি আদৌ হাসপাতাল চালানো সম্ভব। এদিন প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট বলে দেন, আরজি করের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিন্দনীয়। আদালত প্রশ্ন তুলেছে, ১০০ জন লোক জড় হলেও পুলিশের কাছে খবর থাকা জরুরি, তাহলে ৭০০০ লোকের উপস্থিতি কেন জানতে পারল না হাইকোর্ট। এই বার্তা যে চিকিৎসক মহল তথা সমাজের কাছে খুব একটা ভাল বার্তা নয়, তেমনটাই মনে করছেন চিকিৎসকেরা। ভাইরোলজিস্ট ড. সুমন পোদ্দার বলেন, ''একটি হাসপাতাল বন্ধ করে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এটা ভাল বার্তা নয়। যেভাবে পরিস্থিতি পুলিশের হাতের বাইরে চলে গেল, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়।'' বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষ এই পর্যবেক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, ''আদালত জানে যে আরজি কর হাসপাতাল বন্ধ করা যাবে না, কিন্তু পরিস্থিতি বিচার করেই এ কথা বলেছেন প্রধান বিচারপতি। এটা রাজ্যের গালে থাপ্পড় বলতে পারেন। আমরা রাজ্যের কাছে আর কিছু আশা করছি না। মানুষ এবার এই সরকার পরিবর্তন করুক।'' প্রধান বিচারপতি বলেন, ''সাত হাজার লোক সামলাতে পারেনি রাজ্য।'' সেমিনার হল ভাঙা নিয়ে এদিন আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। রাজ্যের তরফে অবশ্য এদিন আদালতে দাবি করা হয়েছে, চারতলার সেমিনার হলের যে জায়গা থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, সেই স্থান সুরক্ষিত রয়েছে। চিকিৎসকদের দাবি মেনে তার পাশে একটি রেস্ট রুম তৈরি করা হচ্ছিল বলে জানান রাজ্যের আইনজীবী। যা শুনে তীব্র ভর্ৎসনা করে বিচারপতি বলেন, ''এখনই করতে হল? কী কারণে এত তাড়াহুড়ো?'' হামলার ঘটনার পর আরজি কর হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবী। আদালতের তরফে এদিন স্পষ্টভাবে একথাও বলা হয়, ''সবাইকে অনুরোধ করছি, মৃত মেয়েটির পরিচয়, ছবি সমাজ মাধ্যম থেকে তুলে নিন।''

# বিজেপির কর্মসূচিতে পুলিশি বাধার অভিযোগ

## অনেকে গ্রেফতার! প্রিজন ভ্যান থেকেই বার্তা রুদ্রর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ** আরজি কর হাসপাতালে হামলার ঘটনায় বিজেপি প্রতিবাদে নামে। শুক্রবার শ্যামবাজারে তাঁদের তরফ থেকে কর্মসূচি করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। পুলিশের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি হয় এবং বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রুদ্রনীল ঘোষ, সুকান্ত মজুমদাররা। এই ঘটনার পর তাপস রায়ের নেতৃত্বে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে নেতাজির মূর্তির সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বিজেপি সাংসদ তথা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ধর্না কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। তার জন্যই মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার সকালে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা দেখেন মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এরপর আবার মঞ্চের কাজ শুরু হলে তাতে পুলিশ বাধা দেয় বলে অভিযোগ। তাতেই শুরু হয় বচসা, গন্ডগোল। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী শুক্রবার নির্ধারিত সময়েই শ্যামবাজারে জড়ো হন বিজেপি নেতারা। নতুন মঞ্চ বেঁধে ধর্না শুরুর মুখেই তাঁরা পুলিশি বাধার সম্মুখীন হয় বলে অভিযোগ। প্রথমে বচসা এবং তারপর ধস্তাধস্তির ঘটনায় পুলিশ রুদ্রনীল ঘোষ, সুকান্ত মজুমদারদের আটক করে একে একে প্রিজন ভ্যানে তোলে। অন্তত ১৫ জন বিজেপি নেতা কর্মীকে আটক করা হয়েছে। প্রিজন ভ্যানে যেতে যেতেই একটি ভিডিও পোস্ট করেন রুদ্রনীল। তাতে তিনি বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের ভয় নিজে পেয়ে গিয়েছেন। বলছেন এই বোনটার দাম নাকি ১০ লক্ষ টাকা। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে প্রতিবাদ করা হয়।'' জনসাধারণকে তাঁর আহ্বান, দলমত নির্বিশেষে, ঝান্ডা ছাড়া, ঝান্ডা নিয়ে রাস্তায় নামুন। এরা খুন করে দেবে সবাইকে!

# মাঝ রাস্তা থেকেই সন্দীপ ঘোষকে পাকড়াও সিবিআইয়ের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ** মাঝ রাস্তা থেকে সিবিআই সন্দীপ ঘোষকে তুলে নিয়ে গেল শুক্রবার। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে শুক্রবার রাস্তা থেকে ধরে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুনের যে মামলা, তাতে সন্দীপ ঘোষের বয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিবিআইয়ের কাছে। সিবিআই তাঁকে ডেকেছিল বলে এদিনই কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছিলেন সন্দীপের আইনজীবী। ডাকলেও সিবিআইয়ের ডাকে সাড়া দেননি তিনি। এবার তাঁকে রাস্তা থেকেই তুলে নিয়ে যায় সিবিআই। এই সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে গুচ্ছের অভিযোগ গত কয়েক বছরে উঠেছে। একাধিকবার আরজি করের অধ্যক্ষ পদ থেকে সরানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করেও কোনও এক অদৃশ্য কারণে তাঁকে পদে রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে আরজি করে যা ঘটে, তার পর আর পদ বাঁচাতে পারেননি সন্দীপ। যদিও এরপর ন্যাশনাল মেডিক্যালের অধ্যক্ষ করেছিল স্বাস্থ্যভবন। তবে হাইকোর্টের গুঁতোয় সে পদে আর বসা হয়নি। ছুটিতে চলে যেতে হয়েছে। আর এবার সিবিআই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। সন্দীপ ঘোষ এদিনই হাইকোর্টে জানিয়েছিলেন, তাঁর বাড়িতে বিক্ষোভ চলছে। তাই সিবিআইয়ের সমন পেয়েও হাজিরা দিতে পারেননি। প্রাথমিকভাবে খবর, এরপরই সিবিআই আধিকারিকরা সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সল্টলেকের একটি জায়গা থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে সিবিআই দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সূত্রের খবর, সন্দীপ ঘোষ এদিন দুপুরে স্বাস্থ্যভবনে গিয়েছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে ছিলেন বলে খবর। সেখান থেকে ফেরার পথে তুলে নিয়ে যায় সিবিআই। এর আগে কলকাতা পুলিশ, সিবিআই উভয়ই ডেকেছিল। কারও ডাকেই সাড়া দেননি। উল্টে বলেন, নিরাপত্তার কারণে তিনি যেতে পারেননি। এরপর থেকে সন্দীপের বাড়ির সামনে সাদা উর্দিধারী পুলিশও মোতায়েন রয়েছে। এবার সিবিআই তাঁকে নিয়ে গেল। প্রশ্ন উঠছে, এভাবে মাঝরাস্তা থেকে সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে যাওয়া হল কেন? তাহলে কি সিবিআই কোনওভাবে মনে করছে, এই মামলায় আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বয়ান তাৎপর্যপূর্ণ? তাই তিনি আসতে না পারলে তাঁকে নিয়ে আসতে হবে? প্রশ্ন অনেক, আর উত্তর ধীরে ধীরে সামনে আসবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

# সেই রাতে আরজি করের হামলা কেন আটকাতে পারল না পুলিশ, উত্তর দিতে থমকালেন কমিশনার

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ** স্বাধীনতার মধ্যরাতে রাজপথের দখল নিয়েছিলেন মহিলারা। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে অরাজনৈতিক কর্মসূচি দেখেছিল রাজ্যবাসী। মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষ এমনকী বয়স্করাও সেই প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু শান্তিপূর্ণ জমায়েতের মাঝেই তাণ্ডবলীলা চলে আরজি করে। দুষ্কৃতী হামলায় তছনছ হয়ে যায় জরুরি বিভাগ। হাসপাতালের কর্মীদের হুমকি তো দেওয়াই হয়েছে, মারা হয়ে পুলিশকেও। কিন্তু কেন সেই রাতে আরজি করের হামলা আটকাতে পারল না পুলিশ? তার জবাব শুক্রবার দিয়েছেন সিপি বিনীত গোয়েল। আরজি কর নিয়ে প্রথম থেকে পুলিশ দাবি করে আসছিল যে, অনেক গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তার জেরে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। হাসপাতালে হামলার ঘটনায় এই গুজবকেই দায়ী করেছেন পুলিশ কমিশনার। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তিনি স্পষ্ট বলেন, ''এই ঘটনা ঘটেছে তার সবচেয়ে বড় কারণ, একাধিক গুজব রটেছে। ফলে দুষ্কৃতীরা হাসপাতালে ওইভাবে হামলা করে।'' কিন্তু পুলিশ প্রস্তুত থেকেও কেন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারল না? বিনীত গোয়েলের বক্তব্য, ''হামলায় ডিসিপির মাথা ফাটায় আমাদের ফোর্স বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, সামলে নিতে সময় লাগে। সেই সুযোগে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে হামলা হয়। ওরা পুলিশের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। ঘটনায় ১৫ জন পুলিশ কর্মী আহতও হন।'' বিনীত এও বলেন, ''কলকাতা পুলিশের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জায়গায় নেই। আরজি করে ছাত্রী খুনের ঘটনায় আমরা কোনও কিছু আড়াল করিনি।'' আরজি কর ইস্যুতে পুলিশের তদন্তের ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। সেই প্রেক্ষিতে সিপির জবাব, ''ছাত্রী খুনের ঘটনায়

কলকাতা পুলিশের দক্ষ অফিসাররা ছিলেন। ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যে আমরা প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করি। এখন এজেন্সি তদন্তে রয়েছে, তারা দেখবে কোথাও কোনও খামতি ছিল কিনা।'' তিনি এও প্রশ্ন তোলেন, ''স্বাভাবিক মৃত্যু না হলে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়। এটাই নিয়ম। এক্ষেত্রেও সেটাই করা হয়েছিল। এরপর তদন্তের ভিত্তিতে বাকি আইনের ধারা যুক্ত করা হয়। সেটার জন্য তদন্তের সময়টুকু প্রয়োজন। মানুষ কেন অধৈর্য্য হয়ে পড়ছেন?'' আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষকে পুলিশ কেন জেরা করেনি সেই প্রশ্ন গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার উঠছে। এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতও প্রশ্ন করেছে। শুক্রবার সেই সব প্রশ্নের জবাব দিতে চাইলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। এদিন লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠক করে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বলেন, ''আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার পর তদন্তের বিষয়টিই অগ্রাধিকার ছিল। যেখানে অপরাধ ঘটেছে, পুলিশ সেই ক্রাইম সিন প্রথমে সংরক্ষণ করেছে, সেখানে ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, তারও ভিডিওগ্রাফি হয়েছে। তা ছাড়া পরিস্থিতিগত কিছু প্রমাণও মিলেছে।'' পুলিশ কমিশনার জানান, ''এর পর ময়নাতদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি টিম তৈরি করে দেওয়া হয়। ময়নাতদন্তেরও ভিডিওগ্রাফি করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত একজনকে গ্রেফতারও করা হয়। এই অগ্রাধিকারের কারণেই সন্দীপ ঘোষকে প্রথমেই জিজ্ঞাসাবাদ করেনি পুলিশ। কারণ, অপরাধীকে খুঁজে বের করাকেই প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করা হয়েছিল।''

# আরজি করে হামলার ঘটনায় রাম-বাম যোগ তত্ত্ব খাঁড়া করতেই মমতাকে পাল্টা তোপ শুভেন্দু-সুজনের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ** আরজি কর কাণ্ডে পথে নেমে বাম-বিজেপির বিরুদ্ধে সুর আরও চড়া করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আরজি করে হামলার ঘটনাতে আরও একবার বাম বিজেপিকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তিনি। কারসাজি করে প্রমাণ লোপাট করেছে সিপিএম বিজেপিই, অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাল্টা তাতে সরব বাম-বিজেপি। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আবার সাংবাদিক বৈঠক করে দাবি করলেন, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খাম দিতেন। আরজিকরের হামলায় বামেরা যুক্ত নয় বলেও স্পষ্ট দাবি করলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, অশোকনগর থেকে গুন্ডা এনে হামলা চালানো হয়েছে। শুভেন্দুর কথায়, ''সন্দীপ ঘোষের তো গুণের শেষ নেই। ২০২১ সালে ভালো পা-টাকে ব্যান্ডেজে জড়িয়েছিলেন ওঁ। একটা সীমাহীন কৃতজ্ঞতা বোধ তো রয়েছে তাঁর। চিৎকার করে বলে বেড়াচ্ছেন রাম-বাম, বাম-রাম। রাম-বাম, সন্দীপ ঘোষ দিতেন খাম।'' এদিন মমতা বলেন, গেছিলেন তো আরজি করে প্রমাণ লুঠ করতে। রাতের বেলায়। কিন্তু ভুলক্রমে, ছোট্ট একটা ভুলে থার্ড ফ্লোর বলে সেকেন্ড ফ্লোরে চলে গিয়েছিলেন। আমি প্রেসের থেকে শুনেছি। সেখানে গিয়ে দুটো ফ্লোর ভাঙচুর করেছেন। জীবনদায়ী ওষুধ নষ্ট করেছেন। আপনারা জানেন না একটা হাসপাতাল তৈরি করতে রোগীর জন্য কত টাকা লাগে। ক্ষতির পরিমাণ ৫০ কোটি থেকে ১০০ কোটিও হতে পারে। দেবেন তো টাকাটা সিপিএম-বিজেপির বন্ধুরা?'' মমতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ''মিথ্যার পর মিথ্যা বলো, সত্য বলার যোগ্যতা নেই। যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে, দুর্ভাগ্য আমাদের, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তারপর থেকে রাস্তায় নামেননি। রাস্তায় নামলেন কখন? যখন একেবারেই ধরা পড়ে গিয়েছেন।''

## কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরিতে স্বাধীনতা দিবস পালন

দুরন্তবার্তা,১৬আগষ্টঃকাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরিতে মহাসমারোহে পালিত হল ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস। এ উপলক্ষে সকালে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার সুবীর কুমার সাহা । স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে কারখানার সকল স্তরের কর্মচারীরা যোগ দেন। ভারত সরকারের নির্দেশমতো 'মায়ের নামে একটি গাছ' অনুষ্ঠানে কর্মচারীরা বিপুল উৎসাহে যোগদান করেন। কারখানার বিভিন্ন জায়গায় এবং কর্মচারীরা তাদের আবাসস্থলে প্রায় তিন হাজার চারাগাছ রোপন করেন। এছাড়াও সকল স্তরের কর্মচারীরা মহা সমারোহে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে যোগ দেন গত ১৩ই আগস্ট থেকে। এই উপলক্ষে সকল স্তরের কর্মীবৃন্দ তাদের আবাসস্থলে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতীয় পতাকার সাথে সেলফি ছবি বিভিন্ন সমাজ মাধ্যমে পোস্ট করেন। গত ১২ ই আগস্ট কারখানাতে পালিত হয় 'নেশা মুক্ত ভারত অভিযান'। এই উপলক্ষে সকল স্তরের কর্মচারীরা নেশা মুক্ত ভারত গঠনের শপথ বাক্য পাঠ করেন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার সুবীর কুমার সাহা কারখানার সকল স্তরের কর্মীদের সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ভুয়সী প্রশংসা করেন।

## টালিগঞ্জে স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠে স্বাধীনতা দিবস পালন

নিজস্বসংবাদদাতা,১৬আগষ্টঃভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ পরিচালিত টালিগঞ্জে স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠে মহাসমারোহে পালিত হ'ল ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস। এউপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন স্কুলের সেক্রেটারি ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী সংঘাত্মানন্দজী মহারাজ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রনবানন্দ বিদ্যাপিঠের দিবা বিভাগের টিচার ইনচার্জ মৌসুমী গোস্বামী, প্রাতঃবিভাগের প্রধান সুপ্রিয়া তালুকদার ও ওই বিভাগের সহপ্রধান শিক্ষিকা অনুরাধা বসু ও গৌড়ীয় মঠের অচ্যুতানন্দ দাস ব্রম্ভচারী,ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অরিন্দমানন্দজী মহারাজ।স্বামী সংঘাত্মানন্দজী মহারাজ বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্ম বলিদানের মাধ্যমে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি। সেই স্বাধীনতাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে।স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠের পড়ুযারা এদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে বিবিধ বক্তৃতার মাধ্যমে। তাদের নৃত্য, গীত ও আবৃত্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারাও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন।

## স্কুল প্রাঙ্গণে ফলের গাছ লাগানোর কর্মসূচী

বাঁকুড়া,১৬আগষ্টঃ জেলাশাসক, বাঁকুড়া(পি. এম. পোষণ)এর এক নির্দেশ মোতাবেক আজ ১৪৮২০২৪ তারিখে ওন্দা ব্লকের ৩৪৪টি বিদ্যালয় কে পাঁচটি করে মোট ১৭২০ টি ফলের গাছ বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সেইমতো বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ টি ফলের গাছ লাগানো হচ্ছে , বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায়। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, স্কুল প্রাঙ্গণে যে ফলের চারা গাছ লাগানো হল আগামী দিনে তা ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির যোগানকে ত্বরান্বিত করবে।

# ফের রেকর্ড গড়ল ইসরো, ভূপর্যবেক্ষণ উপগ্রহ ইওএস-০৮-এর সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা, ১৬ আগস্ট ঃফের একবার রেকর্ড গড়ল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা(ইসরো)। শুক্রবার সকালে ভূপর্যবেক্ষণ উপগ্রহ এসএসএলভি-ডি-৩ইওএস'০৮ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এদিন সকাল ৯.১৭ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে এসএসএলভি এই উপগ্রহ নিয়ে

মহাকাশে পাড়ি দেয়।শুক্রবার ভোররাত ২.৪৭ মিনিটে শুরু হয় কাউন্টা ডাউন প্রক্রিয়া। 'স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেইকেল'- এসএসএলভির মাধ্যমে এটি তৃতীয় তথা চূড়ান্ত উৎক্ষেপণ। পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেইকেল (পিএসএলভি)'র তুলনায় এসএসএলভি রকেট অনেক ছোট আকারের, মাত্র ৩৪ মিটার লম্বা। পিএসএলভি'র দৈর্ঘ্য মাত্র ৪৪ মিটার। সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এসএসএলভি'র তৃতীয় উৎক্ষেপণ সফল। ইওএস০৮'কে সুনির্দিষ্টভাবে কক্ষপথে স্থাপন করেছে এসএসএলভিডি৩।এই সাফল্যের পর ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ বলেছেন, এসএস এলভিডি৩ ইওএস'০৮-এর তৃতীয় উৎক্ষেপণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রকেটটি মহাকাশযানকে পরিকল্পনা অনুযায়ী অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করেছে। কোনও বিচ্যুতি নেই।

## বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভারতের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ,বাঁকুড়াঃবাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কচিকাচা বাচ্চাদের নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের নিয়ে সকাল সাতটায় জাতীয় পতাকা ও বিপ্লবীদের ফটো সহযোগে প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রভাত ফেরী অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। গ্রামের আলো বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের দৃপ্ত কণ্ঠে বিপ্লবীদের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার অঙ্গীকার এর মধ্য দিয়ে। প্রভাত

ফেরী অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয়ে ফিরে এসে ছাত্রছাত্রী,শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রামের শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে শহিদ বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে প্রধান শিক্ষক। এরপর তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন। এরপর বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয়া শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন। গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে শ্রীমতী ফাল্গুনী ধল্ল মহাশয়া শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন। বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে তৃষাণজিৎ রায় ও ঈশিকা ঘোষ শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এরপর বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। তারপর প্রধান শিক্ষক স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে দু চার কথা বলেন। তিনি জানান যে, ইংরেজদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ব্যারাকপুর সামরিক ছাউনি তে মঙ্গল পান্ডের গুলি চালানো কতটা দুঃসাহসিক ছিল। বাংলার দুই দামাল ছেলে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীর কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ।ক্ষুদিরাম বসুর হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আত্ম বলিদান। বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর নিজের পিস্তলের গুলিতে আত্ম বলিদান। বুড়িবালাম নদীর তীরে বাঘা যতীনের লড়াই আজও আমরা ভুলতে পারি না। প্রধান শিক্ষকের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে ভাষণের পর সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। সবশেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের জন্য মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা করা হয়। চাইল্ড ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের কন্ঠে শোনা গেলঃ শতশহিদের রক্ত, হবে নাকো ব্যর্থ। ভারত মাতা! তুমি মোদের লহ প্রণাম।

## আর জি কর-কাণ্ডে দেশজুড়ে ডাক্তারদের বিক্ষোভ অব্যাহত, বড় ঘোষণা আইএমএ-র

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা দেশ। দেশজুড়ে চিকিৎসকদের আন্দোলনও অব্যাহত। আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার সকালে কেরলের তিরুবনন্তপুরমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন চিকিৎসকরা। শ্রী চিত্রা তিরুনাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিকেল সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনোলজির রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।দিল্লিতে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক ও মেডিকেল কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে গান্ধী হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার এবং মেডিকেল পড়ুয়ারা আর জি করকাণ্ডে বিক্ষোভে সামিল হন। মুম্বইয়ে নায়ার

হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তাররা আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান। মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, পঞ্জাবের জলন্ধরেও বিক্ষোভ সামিল হয়েছেন চিকিৎসক ও মেডিকেল পড়ুয়ারা।এদিকে, আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদআন্দোলনের নয়া মোড়। এবার ২৪ ঘণ্টা দেশজুড়ে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের ডাক দিল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ( আইএমএ)। শনিবার, ১৭ আগস্ট থেকে রবিবার ১৮ আগস্ট ভোর পর্যন্ত দেশজুড়ে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ থাকবে। শনিবার সকাল ৬ টা থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে। চলবে পরের দিন রবিবার ভোর ৬টা পর্যন্ত। এই ২৪ ঘণ্টা আইএম এ-র তরফ থেকে দেশের সব সরকারি, বেসরকারি চিকিৎসকদের কাছে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধের আবেদন জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, দেশের রেডিওলজিক্যাল ইমেজিং অ্যাশোসিয়েশনও (আই আর আই এ) কর্মবিরতির এই কর্মসূচিতে আইএমএর পাশে দাঁড়িয়েছে। ফলে আগামীকাল শনিবার একদিকে যেমন দেশজুড়ে হাসপাতালগুলিতে ওপিডি পরিষেবা পাওয়া যাবে না, এবং জরুরি নয় এমন সার্জারিও হবে না। তেমনই দেশের রোগ পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিও সব বন্ধ থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে সারা দেশে চরম দুর্ভোগে পড়তে চলেছেন রোগী ও রোগীর পরিজনেরা।

## পাকিস্তানে মাঙ্কিপক্সের থাবা, সৌদি ফেরত ৩ জনের শরীরে মিলল ভাইরাস

ইসলামাবাদ, ১৬ আগস্ট ঃ পাকিস্তানে মিললো মাঙ্কিপক্স। ৩ জনের শরীরে মিলেছে এই ভাইরাস। পাকিস্তানে ৩ জন রোগীর শরীরে মাঙ্কিপক্স ভাইরাস ধরা পড়েছে, শুক্রবার খাইবার পাখতুনখওয়ার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এমনটাই জানিয়েছে। যে ৩ জনের শরীরে মাঙ্কিপক্সের সন্ধান মিলেছে, সবাই সৌদি আরব থেকে পাকিস্তানে এসেছে।পাকিস্তানে প্রথম মাঙ্কিপক্সের সন্ধান মিলতেই বিমানমবন্দর গুলিতে নজরদারি

জোরদার করা হয়েছিল। এদিকে, পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চি মাঞ্চলীয় প্রদেশে মাঙ্কিপক্স ভাইরাসের হদিশ পাওয়ার পর বর্ডার হেলথ সার্ভিসেস (বিএইচএস) এবং প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষকেও উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে জানা যায়।

## খুলে গেল অমৃত উদ্যান, সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনের অমৃত উদ্যান সর্বসাধারণের জন্য শুক্রবার থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের দর্শনের জন্য আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে অমৃত উদ্যান। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গত বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনে বার্ষিকগ্রীষ্মকালীন অমৃত উদ্যানের সূচনা করেছেন।দর্শকরা এই উদ্যান থেকে পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন স্মারকও সংগ্রহ করতে পারবেন।

## বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনকঃবাঁশুরি স্বরাজ

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃবাংলাদেশে হিন্দু সহ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে শুক্রবার দিল্লিতে প্রতিবাদ মিছিল করলো নারী শক্তি ফোরাম। মান্ডি হাউস থেকে যন্তর মন্তর পর্যন্ত এই প্রতিবাদ মিছিল যায়। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন। বাংলাদেশে হিন্দুসহ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বলেছেন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এই অস্থিতিশীলতার সবচেয়ে বড় শিকার বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুরা। নারীরা ধর্ষিত হচ্ছেন এবং পুরুষরা নির্যাতনের শিকার

হচ্ছেন। আমাদের ধর্মীয় উপাসনালয়গুলিও ভাঙচুর করা হচ্ছে। এই প্রতিবাদ মিছিলের মাধ্যমে আমরা বিশ্বকে বলতে চাই, হিন্দু সম্প্রদায় শান্তিপ্রিয়। বিশেষ করে বাংলাদেশি হিন্দু সম্প্রদায় নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রেখেছে। আমরা বাংলাদেশি হিন্দু এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বলতে চাই, আমরা তাঁদের পাশে আছি।

# হরিয়ানায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন প্রস্তুতি পর্যালোচনা নির্বাচন কমিশনের

**নয়াদিল্লি(পিআইবি),** ১৬ অগাস্টঃ হরিয়ানায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখল নির্বাচন কমিশন। দুই নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং ডঃএস এস সান্ধুকে নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার চণ্ডিগড়ে দুদিনের বৈঠকে নির্বাচন প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন। ৯০ আসন বিশিষ্ট হরিয়ানা বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৪-এর ৩ নভেম্বর। দু'দিনের বৈঠকে নির্বাচন কমিশন জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আম আদমী পার্টি, বিজেপি, সিপিআইএম, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জাতীয় লোক দল এবং জননায়ক জনতা পার্টি কমিশনের ডাকা বৈঠকে যোগ দেয়। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সহ রাজনৈতিক দলগুলি কমিশনের সামনে ৯ দফা দাবি পেশ করে। অন্য দাবিগুলির মধ্যে ছিল, স্পর্শকাতর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, মৃত এবং অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে ভোটার তালিকার সংশোধন, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির দূরত্ব কমিয়ে আনার পাশাপাশি প্রবীণ এবং মহিলা ভোটারদের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা। কোনওরকম অভিযোগ থাকলে যাতে তা নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের সত্বর জানানো যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করারও দাবি জানান তাঁরা। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলিকে জানিয়েছে, সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন করানোয় কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভোটার তালিকা সংশোধন যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হয় সেজন্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। হরিয়ানা রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন এই প্রথমবার ৮৫ বছরের বেশি প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য বাড়িতে বসে ভোট দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। তবে তা ব্যক্তির পছন্দের ওপরে নির্ভরশীল, কেউ যদি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে চান তাহলে তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি সার্বিক আইনশৃঙ্খলার বিষয়ে পর্যালোচনা করতে নির্বাচন কমিশন, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ সুপার, মহকুমা কমিশনার, আইজিদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। ইভিএম ব্যবস্থাপনা, ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ, ভোটগ্রহণকেন্দ্র ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিষয় এবং ভোটার সচেতনতার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা ২৭ অগাস্ট, ২০২৪। প্রকাশিত হওয়ার পর সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তা পৌঁছে দিতে হবে। নির্বাচন কমিশন এর পাশাপাশি মুখ্য সচিব এবং রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও বৈঠক করেছেন। হরিয়ানায় মোট ভোটার সংখ্যা ২ কোটি ১ হাজার। এরমধ্যে ১ কোটি ৬ হাজার পুরুষ, ৯৫ লক্ষ মহিলা, প্রথমবার ভোটদাতার সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫২ হাজার, ৮৫ উর্ধ এবং প্রবীণ ভোটারদের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৫ হাজার। অন্যভাবে সক্ষম ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ৫০ হাজার। হরিয়ানায় ১০০-এর বেশি বয়স্ক ভোটার রয়েছেন ১০ হাজারেরও বেশি। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে, ২০,৬২৯টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। ২০১৯-এর তুলনায় এই সংখ্যা ৮১৭টি বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির মধ্যে ১৩,৪৯৭ টি গ্রামীণ এলাকায় এবং ৭,১৩২টি শহরাঞ্চলে রয়েছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নির্বাচন কমিশনকে আরও জানান, ১০০ শতাংশ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই ওয়েব কাস্টিং-এর ব্যবস্থা করা হবে। প্রত্যেকটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই ভোটদাতাদের জন্য পানীয় জল, শৌচালয়, বসার চেয়ার প্রভৃতি ন্যূনতম সুবিধার বন্দোবস্ত করা হবে। এছাড়াও ভোটদাতাদের সুবিধার্থে সিভিজিল, সুবিধা, কেওয়াইসি, সক্ষম প্রভৃতি অ্যাপেরও সংস্থান থাকছে। অর্থশক্তি এবং পেশীশক্তির ব্যবহার রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলেছে কমিশন। দাগী অপরাধীদের শনাক্তকরণের পাশাপাশি ড্রাগ ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চেক পোস্টগুলিতে ২৪ ঘন্টা নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ওয়ালেটের মাধ্যমে বেআইনী আর্থিক লেনদেন যাতে না হয় সেদিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে। কমিশনের পদস্থ আধিকারিকেরাও পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

## দেশ গঠনে অতুলনীয় অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন অটলজি ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ঃ প্রয়াণ দিবসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শুক্রবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, দেশ গঠনে অতুলনীয় অবদানের জন্য অসংখ্য মানুষ অটলবিহারী বাজপেয়ীকে স্মরণ করেন।শুক্রবার সকালে বাজপেয়ীর সমাধিস্থল সদাইভ অটল-এ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় প্রমুখ। এছাড়াও সদাইভ অটলএ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, অটল জিকে তাঁর পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। দেশ গঠনে তাঁর অতুলনীয় অবদানের জন্য অসংখ্য মানুষ তাঁকে স্মরণ করেন। আমাদের সহ নাগরিকরা যাতে উন্নত মানের জীবনযাপন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য অটলজি নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমরা তাঁর স্বপ্ন পূরণে কাজ করে যাব। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে প্রয়াণ দিবসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল সমগ্র দেশ। শুক্রবার সকালে বাজপেয়ীর সমাধিস্থল সদাইভ অটলএ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় প্রমুখ।এছাড়াও সদাইভ অটলএ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যরা। যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে এদিন পালিত হয়েছে বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবস।

## ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তান, কম্পন অনুভূত তাইওয়ানেও

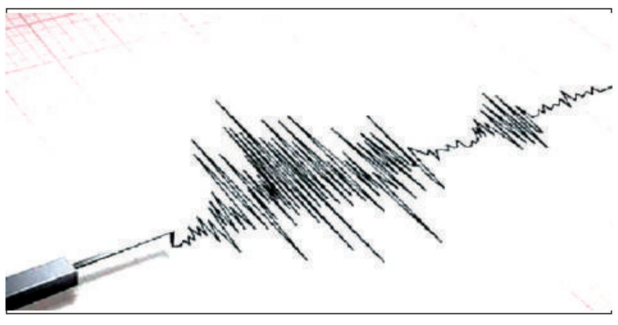

কাবুল ও তাইপেই, ১৬ আগস্টঃ ভূমিকম্প অনুভূত হল আফগানিস্তান এবং তাইওয়ানের উত্তর পূর্ব উপকূল ও তাইওয়ানে। শুক্রবার ভোর ৬.৩৫ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৮। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৩০ কিমি গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল।অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রথমে তাইওয়ানের উত্তরপূর্ব উপকূলে কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৫.৭। এরপর শুক্রবার ভোরে রাজধানী তাইপেতে ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে যার তীব্রতা ছিল ৬.৩। এর জেরে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও ক্ষতি হয়েছে বহু বাড়িতে।

## এসইউসিআইএর ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া পূর্ব মেদিনীপুরে, নানা স্থানে পথ অবরোধ

তমলুক, ১৬ আগস্ট ঃ এসইউসিআই দলের আহ্বানে শুক্রবার ১২ ঘণ্টার সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সকাল ছ'টা থেকেই শুরু হয় বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং। ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে দেউলিয়ায় সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে ধর্মঘটীরা।এছাড়াও ১১৬ বি জাতীয় সড়কের রামতারকে, হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়কের পাঁচ মাথার মোড়ে, হলদিয়া-মেচেদা রাজ্য সড়কে মানিকতলা নোনাকুড়িতে পথ অবরোধ করে বনধ সমর্থকরা। এছাড়াও ময়না নিমতৌড়ি মানিকতলা হলদিয়ার দুর্গাচকচৈতন্যপুর পাঁশকুড়া প্রভৃতি স্থানে পিকেটিং চলছে। বেসরকারি বাস চলছে না বললেই চলে। ট্রেন চললেও যাত্রীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পূর্ব মেদিনীপুর কমিটির মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক সারা জেলা জুড়ে সাধারণ ধর্মঘট সফল কর বার জন্য জেলা বাসীকে অভিনন্দন জানান।

## কংগ্রেস অথবা এনসিপি (এসসিপি)'র মুখ্যমন্ত্রী মুখকে সমর্থন জানাবোঃউদ্ধব ঠাকরে

মুম্বই, ১৬ আগস্ট ঃ কংগ্রেস অথবা এনসিপি (এসসিপি)'র মুখ্যমন্ত্রী মুখকে তিনি সমর্থন জানাবেন বলে জানিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। শুক্রবার মুম্বইয়ে মহাবিকাশ আঘাড়ির পদাধিকারীদের সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, আসুন মহাবিকাশ আঘাড়ির মুখ্যমন্ত্রীর মুখের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক, আমি সমর্থন জানাবো। কংগ্রেস, এনসিপি-এসসিপিকে তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীর মুখের পরামর্শ দেওয়া হোক, আমি তা সমর্থন করব, কারণ আমাদের মহারাষ্ট্রের উন্নতির জন্য কাজ করতে হবে।উদ্ধব ঠাকরে আরও বলেছেন, আমি ঘোষণা করছি, ওয়াকফ বোর্ড হোক অথবা

কোনও মন্দির কিংবা অন্য ধর্মীয় সম্পত্তি, আমি কাউকে কোনও মূল্যে সেই সম্পত্তিগুলিকে স্পর্শ করতে দেব না। এটাই আমার প্রতিশ্রুতি। এটি শুধুমাত্র ওয়াকফ বোর্ডের প্রশ্ন নয়, এটি আমাদের মন্দিরের বিষয়ও। এছাড়াও, শঙ্করাচার্য বলেছেন, কেদারনাথ থেকে ২০০ কেজি সোনা চুরি হয়েছে তারও তদন্ত হওয়া উচিত।

## খেলা দিবসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কবাডি প্রতিযোগিতা

বাঁকুড়া,১৬আগষ্টঃজেলা স্তরে খেলাধুলার প্রসারের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার ১৬ আগস্ট ২০২৪ তারিখ কে রাজ্যজুড়ে খেলা দিবস পালন করার নির্দেশ দিয়েছে। সেই মোতাবেক ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে সব জেলার জেলাশাসক কে খেলা দিবস পালনের সুপারিশ করা হয়েছে। খেলা দিবসে ফুটবল খেলার মাঠ না থাকার জন্যএকদিনের কবাডি প্রতিযোগিতা হল বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয় খেলা ছিল কবাডি। কাকতালীয়ভাবে মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের প্রিয় খেলা কবাডি। চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র এবং ছাত্রীদের মধ্যে খেলা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক মধুসূদন দে জানান, স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য খেলার মাঠ নেই। বিদ্যালয় এর বাগানের ফাঁকা জায়গাতে কবাডি প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতার শেষে প্রধান শিক্ষক আরো জানান যে, ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও আনন্দ তাঁকে দারুণ ভাবে আপ্লুত করেছে।

## পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৩১ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ১৬ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৩২ শ্রাবন, চান্দ্রঃ১১ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৫ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১১ হাবান, আসামঃ ৩১ শাওন, মুসলিমঃ ১০ সফর ১৪৪৬ হিজরী শ্রীপবিত্রারোপনীপুত্রদা একাদশীশ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা শুরুসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১৬ঃ৪০ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ০৩ঃ৫২।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৩ঃ২৮ঃ৪৩(১৬) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০২ঃ১১ঃ২৬(১৬)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ দ্বাদশী (ভদ্রা) সকাল ঘ ০৫ঃ০১ঃ০০ দং ৫৯১৯৪২.৫ পর্যন্ত , দ্বাদশীর পারনাঃসকালঃ০৫ঃ১৬-সকালঃ ০৯ঃ৩২ পর্যন্তনক্ষত্রঃমূলা সকাল ঘ ১০ঃ১০ঃ৩৭ দং ১২১৪৩৭.৫ পর্যন্ত পরে পূর্বাষাঢ়াকরণঃবব বিকাল ঘ ০৫ঃ২৪ঃ০২ দং ৩০১৮১০ পর্যন্ত পরে বালবযোগঃবিস্কুম্ভ সকাল ঘ ১১ঃ৪৯ঃ১৪ দং ১৬২১১০ পর্যন্ত পরে প্রীতিঅমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ১৬ঃ৪৬ থেকে ০৬ঃ৫৯ঃ০৪ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫০ঃ১২ থেকে ১০ঃ২৩ঃ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ০৫ থেকে ০২ঃ৩৯ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ২১ঃ৪০ থেকে ০৬ঃ০৩ঃ৫৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩৩ঃ৪০ থেকে ০৯ঃ০৩ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০২ঃ১২ থেকে ০৩ঃ৪৭ঃ০৪ পর্যন্ত। মহেন্দ্র যোগঃরাত্রি ১০ঃ৩৩ঃ০৫ থেকে ১১ঃ১৭ঃ৫৬ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৭ঃ০৪ থেকে ০৫ঃ১৬ঃ৪৬ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ৫০ঃ১২ থেকে ০৮ঃ৪১ঃ২১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ ০৭ঃ৩৩ঃ৪০ থেকে ০৮ঃ১৮ঃ৩১ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ৩৪ থেকে -১০ঃ০৪ঃ২৮ পর্যন্ত। কালবেলঃ দিন ১০ঃ০৪ঃ২৮ থেকে ১১ঃ৪০ঃ২২ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫২ঃ১০ থেকে ১০ঃ১৬ঃ১৬ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৩২৯৪২১ (৯) ৪ পদচন্দ্রঃ ৮২২৩৮২ (২০) ৩ পদমঙ্গলঃ ১২১২৩৪১ (৪) ৪ পদবুধঃ ৩২৩৪৬২ (৯) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ১২৩৪১৪৮ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৪২০০৩৮ (১১) ৩ পদশনিঃ ১০২০২৩০ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৬৫০৪০ (২৭) ১ পদকেতুঃ ৫১৬৫০৪০ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ২৭ঃ২৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৯ঃ৩৭ঃ৪০ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১১ঃ৫১ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ১২ঃ৫১ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৪৬ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৩ঃ০৯ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ০৪ঃ১৩ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১০ঃ৪৪ঃ৪৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১২ঃ৪৩ঃ০৯ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫৬ঃ৩০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ১২ঃ১১ পর্যন্ত।

## আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতকরা এবং ৭৭ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ১১ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ১২মিনিট ।

## রাশিফল

**মেষ রাশিঃ** পারিবারিক সমস্যার সমাধানের জন্য অল্পবিস্তর ঝুঁকি নিতে পারেন। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হোন।
**বৃষ রাশিঃ** কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সান্নিধ্যে থেকে নতুন অর্থ রোজগারের পথ খুঁজে পাবেন।
**মিথুন রাশিঃ**এই সময় পুরনো বন্ধুর সঙ্গে নতুনভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সপ্তাহের শেষে চাকরিস্থানে ভালো খবর আশা করতে পারেন।
**কর্কট রাশি** ঃছোট ব্যবসায় কোনও কর্মচারীর আচার-আচরণের জন্য লোকসান দেখা দিতে পারে।
**সিংহ রাশিঃ** দুর্জন প্রতিবেশীদের এড়িয়ে চলুন।
**কন্যা রাশিঃ**সম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনদের সঙ্গে গন্ডগোল বহুদূর অবধি গড়াতে পারে।
**তুলারাশিঃ** সন্তানের লেখাপড়ায় মনোযোগ না থাকার ফলে পরীক্ষার ফল খুব একটা ভালো হবে না।।
**বৃশ্চিক রাশিঃ** কর্মপ্রার্থীরা নতুন উদ্যম নিয়ে কর্মের চেষ্টা করুন।
**ধনু রাশিঃ** তাদের সঙ্গে বাক্-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়বেন না।।
**মকর রাশিঃ** সংসারে শান্তি হবে।
**কুম্ভ রাশি** ঃ বাড়িতে অতিথি আসবে
**মীন রাশিঃ** আর্থিক উন্নতি হবে আজ

# এস ইউ সি আই এর ডাকে সাধারণ ধর্মঘটে মিশ্র প্রভাব পড়লো দঃ ২৪ পরগণায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৬ আগস্ট ঃ আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক কে ধর্ষণ ও খুনের কান্ডে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি,রাতের অন্ধকারে হাসপাতাল ভাঙচুর করে প্রমান লোপাট এর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই এর ডাকে শুক্রবার সারা রাজ্যে ১২ ঘন্টার সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গেল এদিন সকাল ৬ টা থেকে। এদিন এই ধর্মঘটের মিশ্র প্রভাব পড়েছে দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর, কুলতলি, রায়দীঘি, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, মন্দির বাজার, কুলপি, সাগর, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং,বারুইপুর, মগরাহাট, সোনারপুর সহ সর্বত্র। এদিন সকালে অবরোধকারীরা জয়নগর থানার বহড়ু,দক্ষিন বারাশত, জয়নগর, রায়দীঘি, ক্যানিং এলাকায় রাস্তা অবরোধে সামিল হন। আর এই অবরোধের ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। দক্ষিন বারাশত, জয়নগর, বহড়ু, রায়দীঘি এলাকায় পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে বাঁধার সম্মুখীন হয়। তীব্র বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পরে পুলিশ ও অবরোধকারীরা। এদিনঅবরোধ কারীরা মিছিল সহকারে সরকারি অফিস, ব্যাংক,এল আই সি অফিস, পৌরভবন, পঞ্চায়েত বন্ধ করতে গেলে পুলিশের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পরে। তবে জয়নগর থানা এলাকার জয়নগর, বহড়ু,দঃ বারাশত,রায়দীঘি, মথুরাপুর এলাকায় বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ ছিলো। তবে এদিন একটু দেরীতে হলে ও লোকাল ট্রেন পরিষেবা চালু ছিলো। শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার নামখানা, ক্যানিং,বারুইপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর, ডায়মন্ডহারবার বজবজ, সোনারপুর শাখায় ট্রেন চলাচল মোটের ওপর স্বাভাবিক ছিলো। এব্যাপারে এদিন এস ইউ সি আই এর রাজ্য কমিটির সদস্য তথা জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর বলেন, সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ দিনেরই এই সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হয়েছিল। আমরা এই ধর্মঘটে স্কুল কলেজ ও রেল পরিষেবা এবং ইমারজেন্সি সার্ভিসকে বাইরে রেখেছিলাম। সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে এদিন দোকানপাট বন্ধ রেখে এই ঘৃণ্যতম নারকীয় ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে, আর তাই এর জন্য সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানাই। এসইউসিআই-এর ডাকা বনধের বিশেষ কোনও প্রভাব লক্ষ্য করা গেল না। শুক্রবার ভোরে শিয়ালদহ দক্ষিণের লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় সামান্য বিঘ্নিত হয় রেল পরিষেবা। এদিন এই শাখার জয়নগর স্টেশনের কাছে ওভারহেডে কলাপাতা ফেলেছিল বনধ সমর্থকরা। এর জেরে মিনিট ২০ এই লাইনে বন্ধ ছিল ট্রেন চলাচল। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা স্বাভাবিক হয়ে যায়। অন্যদিকে, জয়নগরের বহরু, দক্ষিণ বারাসত, ঢিবের হাট রাস্তাও অবরোধ করে এসইউসিআই।ভোরের দিকে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ডায়মন্ড হারবার শাখায় ট্রেন পরিষেবা সামান্য বিঘ্নিত হলেও, পরে তা স্বাভাবিক হয়ে যায়।

# মধ্যরাতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান বানচালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা মন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৬ আগস্ট ঃ আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার রাতে মহিলাদের 'রাত দখল' কর্মসূচির মধ্যেই হাওড়ায় প্রাক স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে ঘটে যায়ের ধুন্ধুমার কান্ড। হাওড়ায় শিবপুর মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আচমকা হামলা চালিয়ে অনুষ্ঠান বানচাল করে দেয় 'প্রতিবাদকারী' একদল 'উচ্ছৃঙ্খল' জনতা। অনুষ্ঠানের দর্শকদের চেয়ার ছুঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। হুলুস্থুল পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানে। বিশাল পুলিশ বাহিনী সেখানে ছুটে এসে ওই পরিস্থিতি সামাল দেয়। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেখানেই একটি প্রতিবাদ সভা করেন মন্ত্রী অরূপ রায়। প্রসঙ্গত, দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বুধবার সন্ধ্যায় হাওড়া জেলা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন কমিটির উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ গুণীজন সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। হাওড়ার মন্দিরতলা বাসস্ট্যান্ডে ওই অনুষ্ঠান চলাকালীন রাতে ওই ঘটনা ঘটে। রাতের হামলার ঘটনা প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, আমাদের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বানচাল করার জন্যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই ঘৃণ্য কাজ করা হয়েছে। এটা ঠিক কথা যে আমরা আরজি করের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু তাই বলে সিপিএম-বিজেপি এটাকে নিয়ে বুধবার রাতে যে রাজনীতি করেছে সেটাও কখনোই মেনে নেওয়া যায়না। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মন্দিরতলায় ঠিক ওই স্থানেই আমরা একটি প্রতিবাদ সভা করেছি। অরূপ রায় আরও বলেন, বুধবার রাত পৌনে ১২টা পর্যন্ত আমরা অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলাম।

**R.K.WIRE PRODUCTS LTD**
**CIN: L17233WB1983PLC036948**
**Regd. Off.:** Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Kolkata - 700091
**Email Id:** info@rkwire.com
**Website:** www.rkwire.com

**NOTICE**

Notice is hereby given that the 41st Annual General Meeting of the Company will be held at the Registered Office of the Company at Unit No. 1507, 15th Floor, Tower 1, PS. Srijan Corporate Park, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Kolkata - 700 091 on Saturday, the 28th September, 2024 at 11.00 a.m.

Further, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 22nd September, 2024 to 28th September, 2024 (both days inclusive).

For R.K.Wire Products Ltd
Sd/-
Chetan Bagaria
Director
DIN: 01226808

Place: Kolkata
Date: 14.08.2024

**পূর্ব রেলওয়ে**

**সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নম্বর: এএনএস/১/০৪ অফ ২০২৪-২৫, তারিখ: ১৪.০৮.২০২৪।** ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়র/কন/১/পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নম্বর: ০৪ ডব্লুটি-ডিসিই-১-এএসএন-ইআর-২৪-২৫। কাজের নাম:** ডেপুটি সিই/কন/১/ইআর/আসানসোল-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় মাল্টি ট্র্যাকিং প্রকল্প, সীতারামপুর বাইপাস লাইন, ডিসিওপি- দুর্গাপুর ৫ম লাইন এবং কালীপাহাড়ি-নিমচা প্রকল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে জঙ্গল, সরকারি, রেলওয়ে ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে প্রস্তাবিত আরওডব্লু-এর মধ্যে এসে পড়া কাঠসমূহের পরিবহন, বৃক্ষ রোপণ, প্রতিস্থাপন, গণনা ও যন্ত্রপাতি ভাড়ায় নেওয়া, বর্তমান কাঠামোর ডিসম্যান্টলিং তথা গাছ ছাঁটা, কাটা, ফেলিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্য:** ১.৫২ কোটি টাকা; টেন্ডারের প্রকার- সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **বিড সুরক্ষা:** ২,২৬,২০০ টাকা; **কাজ শেষ করার সময়কাল:** ৬ মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ৬.৯.২০২৪ তারিখ বেলা ৩টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। টেন্ডারটির জন্য উপরিউক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য নয় এবং যদি কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা পড়ে তা গ্রাহ্য হবে না এবং অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

(CON-48/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

# নিউবারাকপুর পুরসভার ৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ১৬ আগস্ট ঃ শুক্রবার সকালে নব বারাকপুর পুরসভার ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হল পুরসভা প্রাঙ্গণে। পুরসভার পতাকা উত্তোলন করে স্রষ্টা কর্মবীর হরিপদ বিশ্বাসের মর্মর মূর্তি তে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা। এরপর অন্যান্য পুর প্রতিনিধি ও পুর আধিকারিক কর্মচারীরা হরিপদ বিশ্বাসের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্বার্ঘ জানান। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন আজ গর্বের এবং আনঃেদর দিন। পুরসভার ৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৬৫ সনের ১৬ আগস্ট পুরসভা স্থাপন করেছেন কর্মবীর রূপকার হরিপদ বিশ্বাস। পুরসভার প্রথম পুরপ্রধান। সংবিধানের শপথ নিয়ে বর্তমানে ২০ জন জনপ্রতিনিধি পৌরবোর্ড সিদ্ধান্ত মোতাবেক এলাকার উন্নয়নের কাজ করে চলেছি। হরিপদ বিশ্বাস ৩৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তিনটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। শহরে স্বাক্ষরতার হার বেশি।পুর কর্মচারীদের প্রতি পুরপ্রধানের নিদান পুরসভায় ওয়ার্ক কালচার টা বজায় রাখুন। সু ন্দর গতিমুখী পৌরসভা চালাতে সময়ের প্রতি মনোনিবেশ এবং শৃঙ্খলাবোধ জোর দেবেন। পুরসভা স্রষ্টার পুন্য জন্মদিনে কর্মবীরকে স্মরণীয় বরনীয় করে রাখতে পতাকা উত্তোলন, মর্মর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা তার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হল। শতকোটি প্রণাম ও শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে পেরে নিজেরা গৌরবান্বিত হলাম। উনি ছিলেন কর্মবীর।

**RDB RASAYANS LIMITED**
**CIN: L36999WB1995PLC074860**
**Regd. Office :** Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 3rd Floor, Room No-9 , Kolkata-700001,**Phone:** 033-44500500
**Email id**- info@rdbindia.com; **Website -** www.rdbgroup.in

**শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সকাল ১১.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিংঅন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ভিসিওএভিএম) এর মাধ্যমে ব্যবসায় লেনদেন করার জন্য, এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যা সদস্যদের আলাদাভাবে ইমেল করা হবে। ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১০ / ২০২২ অনুযায়ী ০৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সার্কুলার নং ১৭ / ২০২০ দ্বারা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় দ্বারা জারি করা সার্কুলার অনুসরণ করে নং ২০ / ২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০ এবং সার্কুলার নং ০২ / ২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১ এবং সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক সার্কুলার ভিডিও কনফারেন্সিং অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপায়গুলির মাধ্যমে এজিএম অনুষ্ঠিত হওয়ার অনুমতি দেয় ( ভিসিওএভিএম), একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। তদনুসারে, এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারগুলির বিধানগুলি মেনে, কোম্পানির এজিএম-ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই, সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশ নিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে। ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন সহ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র সেই সদস্যদের ইলেকট্রনিক মোডে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। সদস্যরা মনে রাখবেন যে ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত বছরের জন্য এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbgroup.in এবং বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে যোগ দিতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের নির্দেশনা এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানকারী সদস্যদের গণনা করা হবে। কোম্পানিটি তার সমস্ত সদস্যদের শেয়ার ধারণকারী সকল সদস্যকে, বৃহস্পতিবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর নোটিশে নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) প্রদান করছে। এজিএম উপরন্তু, কোম্পানি এজিএম (ই-ভোটিং) চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করছে। এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের জন্য, ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে এবং সদস্যদের জন্য যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। যদি কোনো সদস্য ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন না করে থাকে এবং অথবা কোম্পানিডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট না করে, অনুগ্রহ করে নিচের নির্দেশাবলী অনুসরণ করুনঃ

ক) এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি, ৩১শে মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন শংসাপত্র পেতে আপনার ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করুন।
খ) আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ আপডেট করুন।

| | |
|---|---|
| শারীরিক আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা | অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Niche Technologies Pvt.Ltd, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট nichetechpl@nichetechpl.com এ এবং আপনার ইমেল ঠিকানা এবং অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিশদ নিবন্ধন করতে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিন। |
| ডিমাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা | আপনার ডিপির পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে আপনার ইমেল ঠিকানা এবং অথবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করতে অনুগ্রহ করে আপনার ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করুন। |

বোর্ড এজিএমে সদস্যদের অনুমোদনের জন্য ৩১শে মার্চ, ২০২৪ সমাপ্ত বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ সুপারিশ করেনি। যাইহোক, সদস্যদের যেকোন ক্ষেত্রে তাদের ব্যাঙ্কের বিশদ আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে ঘোষিত হিসাবে ভবিষ্যতে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরডিবি রিসেয়ানস লিমিটেড-র জন্য
সাক্ষর-শ্রদ্ধা জালান
কোম্পানি সচিব

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৭.০৮.২০২৪

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.

(Please scan this QR Code to view the Prospectus)

# QVC EXPORTS LIMITED

**CIN: U27109WB2005PLC104672**

QVC Exports Limited (the "**Company**") was incorporated on August 9, 2005 as a private limited company under the name and style of 'QVC Exports Private Limited', under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. Further, our Company was converted into a public limited company pursuant to a resolution passed by our Shareholders in an Extraordinary General Meeting held on February 14, 2022 and consequently the name of our Company was changed to 'QVC Exports Limited' and a fresh certificate of incorporation dated March 1, 2022 was issued by the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata. For details of change in Registered Office of our Company, please refer to the chapter titled ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 123 of the Prospectus.

**Registered Office:** 6th Floor, South City Business Park 770, EM Bypass, Anandapur, Adarsha Nagar, E.K.T, Kolkata- 700 107, West Bengal, India; **Telephone:** +91 33 2419 7677
**Corproate Office (where books of accounts are maintained):** 2nd FR 6, Southern Avenue, Kalighat, Kolkata – 700 026, West Bengal, India; **Telephone:** +91 33 4849 8782
**E-mail:** office@qvcgroup.com; **Website:** www.qvcgroup.com; **Contact Person:** Khushboo Singh, Company Secretary and Compliance Officer

**PROMOTERS OF OUR COMPANY : NILESH KUMAR SHARMA, MADHU SHARMA, PRITI SHARMA, MATASHREE MERCANTILE PRIVATE LIMITED AND UNITY VYAPAAR PRIVATE LIMITED**

**THE OFFER**

**PUBLIC OFFER OF 27,98,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF THE COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 86/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ 76/- PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 2,406.62 LACS ("OFFER"), COMPRISING A FRESH ISSUE OF 20,49,600 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 1,762.66 LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 7,48,800 EQUITY SHARES BY MATASHREE MERCANTILE PRIVATE LIMITED ("THE SELLING SHAREHOLDER") ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ 643.97 LAKHS, OUT OF WHICH 1,40,800 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ 121.09 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF 26,57,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT AN OFFER PRICE OF ₹ 86/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 2285.54 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 26.78% AND 25.43%, RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, SEE *"TERMS OF THE OFFER"* ON PAGE 237 OF THE PROSPECTUS.**

**In terms of Rule 19(2)(b)(i) of the SCRR this Offer is being made for at least 25% of the post- Offer paid-up Equity Share capital of our Company. This Offer is being made through Fixed Price process in accordance and compliance with Chapter IX and other applicable provisions of SEBI ICDR Regulations wherein a minimum 50% of the Net Offer is allocated for Retail Individual Applicants and the balance shall be offered to individual applicants other than Retail Individual Applicants and other investors including corporate bodies or institutions, QIBs and Non-Institutional Applicants. However, if the aggregate demand from the Retail Individual Applicants is less than 50%, then the balance Equity Shares in that portion will be added to the non-retail portion offered to the remaining investors including QIBs and NIIs and vice-versa subject to valid Applications being received from them at or above the Offer Price. Additionally, if the Retail Individual Applicants category is entitled to more than fifty per cent on proportionate basis, the Retail Individual Applicants shall be allocated that higher percentage. For further details please refer the section titled – *"Offer Information"* beginning on page 237 of the Prospectus.**

| | |
|---|---|
| **OFFER PROGRAMME** | **OFFER OPENS ON : WEDNESDAY, AUGUST 21, 2024** |
| | **OFFER CLOSES ON: FRIDAY, AUGUST 23, 2024** |

**FIXED PRICE OFFER AT ₹86/- PER EQUITY SHARE.**
**THE OFFER PRICE OF ₹86/- IS 8.6 TIMES OF THE FACE VALUE.**

| | |
|---|---|
| **MINIMUM LOT SIZE** | **1,600 EQUITY SHARES FOR RETAIL INDIVIDUAL INVESTORS** |
| | **3,200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,600 EQUITY SHARES THEREAFTER FOR OTHER INVESTORS INCLUDING NII/QIB CATEGORY** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASBA*** | Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!! | *Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below. | MANDATORY IN PUBLIC ISSUES FROM JANUARY 01, 2016. NO CHEQUE WILL BE ACCEPTED. |

UPI — UNIFIED PAYMENTS INTERFACE
**UPI now available in ASBA for individual UPI Applicants, whose application sizes are up to ₹5.00 lakhs, applying through Registered Brokers, DPs, & RTAs. Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being blocked by ASBA Bank. List of Banks supporting UPI is also available on SEBI at www.sebi.gov.in**

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and Abridged Prospectus and also please refer to the section ***"Offer Procedure"*** beginning on page 246 of the Prospectus. The process is also available on the website of the Association of Investment Bankers of India and Stock Exchange in the General Information Document. ASBA Forms can be downloaded from the website of NSE at www.nseindia.com and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

**LISTING:** The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**"). Our Company has received an 'inprinciple' approval letter dated July 26, 2024 from NSE for using its name in this offer document for listing our shares on the Emerge Platform of the NSE. For the purpose of this Offer, the Designated Stock Exchange will be NSE. A signed copy of the Prospectus has been delivered for registration to the RoC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Prospectus up to the Offer Closing Date, see ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 326 of the Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI:** Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, the Draft Prospectus was not filed with SEBI and the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. However, it was furnished to SEBI in soft copy only for your records. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 229 of the Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE:** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the 'Disclaimer Clause of NSE' on page 231 of the Prospectus.

| LEAD MANAGER TO THE OFFER | REGISTRAR TO THE OFFER | COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER |
|---|---|---|
| KHANDWALA SECURITIES LIMITED<br>**KHANDWALA SECURITIES LIMITED**<br>Vikas Building, Ground Floor, Green Street, Fort, Mumbai – 400 023, Maharashtra, India.<br>**Telephone:** +91 22 4076 7373;<br>**Facsimile:** +91 22 4076 7377;<br>**Contact Person:** Rinav Manseta / Sanket Sharma<br>**Email:** ipo@kslindia.com, rinav@kslindia.com;<br>**Website:** www.kslindia.com;<br>**SEBI Registration Number:** INM000001899<br>**CIN No.:** L67120MH1993PLC070709 | CAMEO<br>**CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED**<br>"Subramanian Building", No. 1, Club House Road, Chennai - 600 002, Tamil Nadu, India.<br>**Telephone:** +91 444 002 0700, 442 846 0390<br>**Facsimile:** N.A.; **Email:** ipo@cameoindia.com<br>**Contact Person:** Ms. K. Sreepriya<br>**Website:** www.cameoindia.com<br>**Online Investor Portal:** https://wisdom.camcoindia.com<br>**SEBI Registration Number:** INR000003753<br>**CIN No:** U67120TN1998PLC041613 | **Khushboo Singh, QVC EXPORTS LIMITED**<br>6th Floor, South City Business Park 770, EM Bypass, Anandapur, Adarsha Nagar, E.K.T, Kolkata- 700 107, West Bengal, India;<br>**Telephone:** +91 827 293 9734; **Facsimile:** N.A.<br>**E-mail:** cs@qvcgroup.com; **Website:** www.qvcgroup.com<br>Applicants can contact the Compliance Officer or the Lead Manager or the Registrar to the Offer in case of any pre-Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc. All complaints, queries or comments received by Stock Exchange / SEBI shall be forwarded to the Lead Manager, who shall respond to the same. |

**CREDIT RATING:** As this is an Offer of Equity Shares, credit rating is not required.

**DEBENTURE TRUSTEES:** As this is an Offer is of Equity Shares, the appointment of Debenture trustees is not required.

**IPO GRADING:** Since the Offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

**BASIS FOR OFFER PRICE:** The Offer Price is determined by our Company in consultation with the Lead Manager. The financial data presented in the section ***"Basis for Offer Price"*** on page 79 of the Prospectus, are based on our Company's restated financial statements. Investors should also refer to the sections titled ***"Risk Factors"*** and ***"Restated Financial Information"*** on pages 22 and 164, respectively, to get a more informed view before making the investment decision.

**BANKER TO THE OFFER/ REFUND BANK/ SPONSOR BANK:** ICICI BANK LIMITED

**AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS:** The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of the Company, QVC Exports Limited; the Office of the Lead Manager, Khandwala Securities Limited. Application Forms will also be available at the selected location of Registered Brokers, Banker to the Offer, RTA and Depository Participants. Application Forms can also be obtained from the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Application Forms can also be downloaded from the website of NSE at www.nseindia.com.

**AVAILABILITY OF PROSPECTUS:** Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Offer. A full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of NSE at www.nseindia.com, the website of Lead Manager at www.kslindia.com and the website of the Issuer Company at www.qvcgroup.com.

**GENERAL RISKS:** Investments in Equity and Equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer including the risks involved. The Equity Shares offered in the Offer have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited of the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on Page No. 22 of the Prospectus.

**PRECAUTIONARY NOTICE TO INVESTORS**

**Investors are advised to read the Prospectus including the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Offer, including the risk factors on page no. 22 involved. Specific attention of the investors is invited to THAT ANY News/Advertisements/ SMS/ Messages/ Articles and Videos, if any, being circulated in the digital media and/or print media, speculating about the investment opportunity in our Company's issue and about equity shares of our Company being available at premium and/or discount to the Issue price ("Message") during the issue period IS AND/ OR WILL NOT AND/ OR has not been issued by our Company or any of our Directors, Key Managerial Personnel, Promoters, Promoter Group or Group Companies. ANY SUCH MESSAGE IN circulation is misleading & fraudulent advertisement and issued by a third party to sabotage the IPO, our Company or any of our Directors, Key Managerial Personnel, Promoters, Promoter Group or Group Companies and the intermediaries are not involved in any manner whatsoever.**

**ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013:**

**Main Objects of the Company as per MoA:** For information on the main objects and other objects of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 123 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section ***"Material Contracts and Documents for Inspection"*** on page 326 of the Prospectus.

**Liability of Members as per MoA:** The Liability of the members of the Company is Limited.

**Capital Structure:** Authorized Capital of ₹1,200 Lakhs consisting of 1,20,00,000 (One Crore Twenty Lakh) Equity shares of ₹10 each. Issued, Subscribed and Paid-up Capital ₹840.17 Lakhs consisting of 84,01,692 Equity Shares of ₹10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled ***"Capital Structure"*** beginning on page 58 of the Prospectus.

**Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them:** The names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association: Initial allotment to Mr. Nilesh Kumar Sharma (5,000 Equity Shares) and Ms. Madhu Sharma (5,000 Equity Shares) being the subscribers to the MOA of our Company.

**All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated August 15, 2024.**

**Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 22 of the Prospectus before making any investment decision.**

For **QVC EXPORTS LIMITED**
**On behalf of the Board of Directors**
**Sd/-**
**Mr. Nilesh Kumar Sharma**
**Chairman and Managing Director**
**DIN: 01630995**

**Place : Kolkata**
**Date : August 16, 2024**

**QVC EXPORTS LIMITED** is proposing, subject to market conditions, an initial public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus dated August 15, 2024 with the Registrar of Companies, West Bengal at Kolkata ("**ROC**"). The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.kslindia.com, the website of the NSE i.e. www.nseindia.com, and website of the Issuer Company at www.qvcgroup.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 22 of the Prospectus, which has been filed with the ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act, 1933 ("**Securities Act**") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. Persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act.

KIRIN ADVISORS

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৫৭ সংখ্যা, শনিবার , ৩২ শ্রাবণ, ১৪৩১

## বাংলার টেরাকোটা শিল্পচর্চা

এক ইংরেজ সাহেব। কেমব্রিজে পড়াশোনা শেষ করে ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন ভারতবর্ষে। গিয়েছিলেন বীরভূমের রবীন্দ্র তীর্থে। কিন্তু শান্তিনিকেতনের তৎকালীন জটিল পরিস্থিতিতে থাকতে পারলেন না। তুলনামূলক সাহিত্য (তুসা) বিভাগে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে তিনি চলে এসেছিলেন যাদবপুরে। থাকতেন কলকাতার মেসবাড়িতে। সাইকেল চালিয়ে আসা-যাওয়া। পথের লোকেরা তাঁকে ডাকত সাইকেল সাহেব নামে। হঠাৎই তাঁকে এক নেশায় পেয়ে বসল। বাংলার স্থাপত্য ঐতিহ্যের অসামান্য স্মারকের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অবশিষ্ট কিছু স্মৃতিচিহ্নের অনুসন্ধান। বাংলার টেরাকোটা মন্দির। আর এই টেরাকোটা অনুসন্ধানীটি হলেন ডেভিড ম্যাককাচন/ম্যাকাচ্চিয়ন/ম্যাকাচ্চন। ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় গ্রাম গঞ্জে দূর দূরান্তে রোগা পাতলা শীর্ণ চেহারার এক সাহেবকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। কখনও সাইকেলে, কখনো বাসে-ট্রেনে আবার কখনও বা মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে তিনি টেরাকোটা মন্দিরের খোঁজে অনুসন্ধান চালাতেন। বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, চব্বিশ পরগনা, হাওড়া, হুগলি তাঁর পদচারণায় মুখর ছিল। টেরাকোটা স্থাপত্যের সন্ধান পেলে তার ছবি তুলতেন, তথ্য সংগ্রহ করতেন, আশপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করতেন, অসীম ধৈর্যের সাথে স্থানীয় লোকজনদের ডেকে বোঝাতেন টেরাকোটা স্থাপত্য সম্পদের গুরুত্বের কথা, কি করে একে রক্ষণাবক্ষেণ করা যায় তা যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতেন। লোকেরা পোড়ামাটির মন্দির নিয়ে বিলেতি সাহেবের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখে অবাক হতো, ভাবত, হাসত। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো সাহেবটিকে পাগল বলে ভেবে বসতো। তাঁর ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলা কথাগুলোয় বিশেষ আমল প্রায় কেউই দিতে চাইত না। তবুও এ ব্যাপারে সাহেব ছিলেন অসীম ধৈর্যশীল, কঠোর পরিশ্রমী আর নিরলস প্রয়াসী। এই সাহেবটি হলেন ডেভিড জে. ম্যাককাচন। আজকের বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিমবাংলা থেকে এক সাহেব এসে পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। উদ্দেশ্য সেই একই। বাংলার মন্দির মসজিদ টেরাকোটা। যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুরে সাহেব বহু ঝুঁকি নিয়ে বহু কষ্ট স্বীকার করে পোড়ামাটির স্থাপত্য নিদর্শনের খোঁজে ঘুরে বেড়ালেন। প্রচুর ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করে এ নিয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ লিখলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। তবে সে অঞ্চলের প্রত্যন্ত প্রান্তে ঘুরে ফিরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এক নতুন দেশের জন্ম লগ্ন আসন্ন। আজ বাংলাদেশের মন্দির টেরাকোটার চর্চায় সাহেবের সেদিনের সেই পরিশ্রমের জুড়ি নেই। সেই সাহেবটি হলেন ডেভিড ম্যাককাচন। বাংলা সাহিত্যে ফেলুদার জবানিতে টেরাকোটা সাহেবকে নিয়ে বলা কথায় বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা সাহিত্যের বিরাট ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রিয় বন্ধুর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য রেখে গেছেন। ভুলো মন বাঙালীদের কাছে মানিকবাবু তাঁর নাম স্মরণ করিয়ে দিলেন।

## বাংলা সঙ্গীত জগতে ত্রিমূর্তি

মান্না দে এবং হেমন্তত্তমুখোপাধ্যায়কে নিয়ে স্মৃতিচারণে আরতিত্তমুখোপাধ্যায়। সেই সময় সারা বছর গানের জলসা লেগেই থাকত। বড় মাপের অনুষ্ঠান হতো রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন আর কলামন্দিরে। দু'জনেই আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা। ভারতবিখ্যাত শিল্পী হলেও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল দেখার মতো, শেখার মতো। সেই কারণেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর কন্যা রাণুকে মান্না দে'র কাছে গান শিখতে পাঠিয়েছিলেন। আবার মঞ্চে কে আগে অনুষ্ঠান করবেন, তাই নিয়ে ছিল সহযোগিতার মনোভাব। সারাজীবন আনন্দের সঙ্গে গান করেছেন দু'জনে। অথচ মঞ্চে অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় দু'জনের মধ্যে তফাৎ ছিল। সেই প্রজন্মের অন্যান্য শিল্পী, যেমন শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো হেমন্তদাও সঙ্গীতপিপাসু শ্রোতাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করে মঞ্চ থেকে নেমে আসতেন। আমরা মহিলা শিল্পীরা এই প্রথাই অনুসরণ করতাম। কিন্তু মান্নাদার গানের স্টাইলের মতো মঞ্চে উপস্থাপনার ধরন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। গানের ফাঁকে শ্রোতাদের সঙ্গে গল্প করে একটু একটু করে সম্পর্ক পাতিয়ে নিতেন। এই প্রজন্মের অনেক শিল্পীকে দেখি সেই ধারাই অনুসরণ করতে। সেই সময় সারা বছর গানের জলসা লেগেই থাকত। বড় মাপের অনুষ্ঠান হতো রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন আর কলামন্দিরে। এ রকমই এক অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ছে। সেটা ১৯৭৪ বা ১৯৭৫ হবে। কলামন্দিরেই এই আয়োজন করেছিলেন চিত্র পরিচালক অরিন্দম শীলের বাবা। শিল্পী ছিলাম মান্নাদা, হেমন্তদা আর আরতি। দু'ঘণ্টার মধ্যে সব টিকিট শেষ। গান গেয়েছিলাম শুধু সুধীন দাশগুপ্ত আর নচিকেতা ঘোষের সুরে গান। দুর্দান্ত সফল হয়েছিল সেই অনুষ্ঠান। মান্নাদার সঙ্গে অসংখ্য বাংলা ও হিন্দি ছবিতে দ্বৈতকণ্ঠে গান গেয়েছি। তাতে সুর দিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আনন্দশঙ্কর, নীতা সেন, জয়দেব, বাপ্পি লাহিড়ীর মতো দিকপালরা। তবু একটা আক্ষেপ থেকেই যাবে। দু'জনেতে আলাদা করে মান্নাদার সুরে আমার বেশি গাওয়া হয়নি। ছবির গান কিছু হলেও, বেসিক গান হয়নি। মান্নাদার সঙ্গে ডুয়েটে প্রসঙ্গে মনে পড়বে 'বিলম্বিত লয়' ছবির গানের কথা। 'বেঁধো না ফুলমালা ডোরে' এবং 'আরে মন কাঁহা লাগো'। প্রথমটির গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয়টির গুলজার। সঙ্গীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। আলাদা আলাদা দিনে রেকর্ডিং হয়েছিল টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে। বাদ্যযন্ত্রীদের মধ্যে ছিলেন আমার গুরু, উস্তাদ সাগিরুদ্দিন খানও। তিনি সুন্দর সারেঙ্গি বাজাতেন।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

জগতে সবাই কাজ করতে এসেছে। সবার কাজ করা উচিত। কাজকে অবহেলা করা একেবারে উচিত নয়। যিনি কাজকে অবহেলা করেন তিনি বিপদে পড়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছিলেন কর্মহীন ব্যক্তির জগত অন্ধকার। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মকে কোনও রকম ভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত নয়। কর্মবীরকে সবাই সম্মান করে। কেউ কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না। বরঞ্চ সবাই কর্ম করতে হয়। যিনি সারা জীবন কাজ করেন তাকে পীড়া বেগ দিতে পারে না। তিনি সবচেয়ে সুখী মানুষ। ঈশ্বর কর্মবীরের পাশে থাকেন। তাকে সব রকমের সাহায্য করেন।

## তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

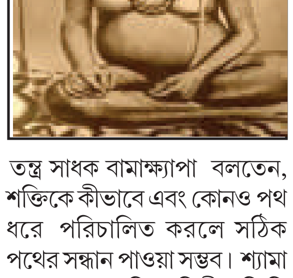

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। তিনি আবার ভুক্তি দান করেন। তিনি অভয় দান করেন। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে তন্ত্র এবং ভক্তি রসে নিয়ে এলেন

তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি জগদ্ধাত্রী। করালবদনী। তিনি ধ্যানযোগিনী। তিনি বিশ্বের ধারক এবং বাহক। তিনি সাধিকা। তিনি মন্ত্র সৃষ্টিকারিণী। ভক্তদের মনকে জাগ্রত করতে হবে। এক যোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনার দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের মাঝে থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। তারাপীঠের মা কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মাতৃশক্তি বড় শক্তি।

# প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক সঙ্গীতের কৌশলকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বর্তমান সঙ্গীতে নতুনত্বের পথপ্রদর্শক ছিলেন কিশোরকুমার

**বিশেষ প্রতিবেদক**

কিশোর কুমারকে নিয়ে কয়েকটা কথা। সুরকার কল্যাণজি আনন্দজি কিশোর কুমারকে নিয়ে একবার একটা গল্প শুনিয়েছিলেন। 'সুহাগ রাত' ছবির একটা গান রেকর্ডিং হচ্ছে। খানিকটা কাওয়ালি আর কিছুটা ভজন মিশিয়ে সুর করা। গানের নাম 'ধরতি কী তরা হর দুখ সহনে।' রিহার্সাল হওয়ার পর নেওয়া হল প্রথম টেক। কিশোর কুমার খুবই ভাল গাইলেন। কিন্তু শেষ হওয়ার পর কিশোর বললেন ঠিক হল না। সুরকাররা বললেন, কেন? ঠিকই তো আছে। কিশোর বললেন, ধুর গানের আসল মুডটাই আসছে না। এক কাজ করো। তাড়াতাড়ি যেখান থেকে পারো, একটা কুর্তা-পাজামা নিয়ে এস। কিন্তু তখন অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। কিশোর বললেন, হোক দেরি, গানটাকে ভালো করতে হবে। এত সুন্দর সুর হয়েছে। যাও, যাও কুর্তা পাজামা নিয়ে এসো। এবারে হুবহু কল্যাণজির বয়ানই তুলে দেওয়া যাক। নিয়ে আসা হল কুর্তা পাজামা। কিশোরদা ওই পরে সেকেন্ড টেক নিলেন। গান শেষ হতেই বললেন, কী অনেকটা বেটার হয়েছে না? সত্যিই বেটার হয়েছিল। আমি বললাম, দারুণ হয়েছে কিশোরদা। কিশোর বললেন, 'থার্ড একটা টেক নাও। আর একটা জ্যাকেট আর চপ্পল নিয়ে এস। আমি বললাম, 'জ্যাকেট চপ্পল আবার কী হবে? 'কুর্তা পাজামার সঙ্গে জ্যাকেট আর মুজরা গায়কের মতো চপ্পল হলে ব্যাপারটা জমমে ভালো।'---বললেন কিশোরদা। জ্যাকেট, চপ্পল আনা হল। থার্ড টেক শেষ হতেই কিশোরদা লাফাতে লাফাতে বেরলেন 'তোদের এই গান হিট হয়ে যাবে রে।' আমরা তো আনন্দে আত্মহারা, এত ভালো গেয়েছেন, সত্যিই হিট হবে। বললাম, দাদা তাহলে পরের গানটা শোনাই?' অবাক কিশোরদা বললেন, 'সে কি, এই না বললাম যে এই গানটা হিট হয়ে যাবে। আমি বললাম, হ্যাঁ, সে তো হবেই। কিশোরদা বললেন, 'কোথায় হল, আমি তো ফিউচার টেন্সে কথা বলেছি। কুর্তা পাজামা হল, জ্যাকেট হল এবার একটা টুপি হলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়। গান হিট। আবার টুপি কিনতে যাওয়া হল। সাদা টুপি এল। ফেজ। কিশোরদা পরলেন। আয়নায় ভালো করে নিজেকে দেখলেন। গান সত্যিই হিট এবং সব থেকে ভালো হল ওই শেষ টেকটাই। এই হচ্ছে কিশোরদা। খুব প্রিয় কোনো মানুষকে নিয়ে হুট করে লেখা খুবই কঠিন। যাঁকে নিয়ে প্রায় রোজের দিন রাত কেটে যায়, তাঁকে নিয়ে লিখতে গেলে হয় লেখা আসে না, নয়তো জোর করে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হয়। যেমন কেউ আমাকে শিবরাম চক্রবর্তীকে নিয়ে লিখতে দিলে কিংবা আড্ডা মারতে চাইলে ফাঁপরে পড়ি। সদ্যপ্রয়াত গায়ক প্রতীক চৌধুরী কিশোর কুমারকে নিয়ে খুব দামি একটা কথা বলেছিলেন - 'ভারতীয় সঙ্গীত জগৎকে তিনি অনেককিছু দিয়ে গেছেন। কিন্তু সঙ্গে একটা অপকারও করে গেছেন। প্রথাগত শিক্ষা না পেয়েও গান যে এই পর্যায়ে

গাওয়া সম্ভব, এই ধারণাটা উনি দেশের মানুষের মনে গেঁথে দিয়ে গেছেন।' এই গান না শেখার ব্যাপারটা একেবারে মিথের পর্যায়ে চলে গেছে। ওস্তাদ মৌজুদ্দিন খান ছিলেন কিংবদন্তি। এঁর নামেও শোনা যায় কোনোরকম প্রথাগত শিক্ষা কিংবা তালিম ছাড়াও ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতের এক বড়ো ওজনদার নাম হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি ওস্তাদ ফৈয়াজ খান, ওস্তাদ আব্দুল করিম খানকেও নাকি তিনি প্রভাবিত করেছিলেন।

কিশোরের গান 'না শেখার' ব্যাপারটা একটু ভাবা যাক। এখনকার বহু উঠতি গায়ক যেমন গান তো দূর অস্ত, একটা কথা বলতে গেলে তাতেও সুর-তাল নেই, তবু বিশ্রী কণ্ঠে গেয়ে দিচ্ছেন, সফটওয়্যারের জাদুতে সেটাই হয়ে যাচ্ছে একেবারে কোকিল কণ্ঠ। গানও হিট। কিশোর কুমারকে কি এরকম জায়গায় কল্পনা করে নেওয়া যায়? যায় না। তাঁর একদম গোড়ার দিককার কেরিয়ারে গানের ক্ষেত্রে অনেকটাই তাঁর খামখেয়াল কাজ করেছে। অতটা সিরিয়াসনেস নেই, মজা করে গেয়েছেন। একবার 'নৌকরি' ছবিতে অভিনয়ের জন্য বিমল রায় কিশোর কুমারকে বাছলেন, ওদিকে সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী গাওয়ার জন্য ভেবেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর তখনকার সিগনেচার গায়ক-নায়ক হতে পারবেন না? ভ্যাবাচ্যাকা কিশোর ছুটলেন আন্ধেরির মোহন স্টুডিতে সলিলের খোঁজে। সলিল সব শুনে বললেন- 'তোমার গান তো শুনিই নি, গাইতে বলি কোন আক্কেলে', কিশোর বলতে গেছিলেন 'নিজেই নিজের গান গাই', কিন্তু সলিল পাত্তাই দিলেন না।

তখন কিশোরকে সলিল বললেন দু'কলি গেয়ে শোনাতে। সবে গাইতে শুরু করেছেন কি করেননি, সলিল একেবারে সটান বলে দিলেন -' কিশোর তুমি গানের অ আ ক খ-ও বোঝো না, ও হেমন্তই গাইবে, তুমি বরং লিপ দিও।' কিশোরও ছাড়ার পাত্র নন। বিমল রায়কে বললেন তাঁকে গাইতে দেওয়া হচ্ছে না। বিমলবাবু সাফ জানালেন সলিল চৌধুরী সঙ্গীত পরিচালক, তিনি কাকে দিয়ে গান গাওয়াবেন, সে সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। কিশোর ফের চেষ্টা করলেন। নিজের গাওয়া ছোট দুটো রেকর্ড নিয়ে আবার গেলেন সলিলের কাছে। সেই গানও সলিলের 'সাবলীল' লাগেনি। কিশোরের হয়ে তখন কয়েকজন সলিলকে বললেন - 'বেচারা সবে কেরিয়ার শুরু করেছে, প্লেব্যাকে বাধা পেলে মন ভেঙে যাবে।' শেষে নিমরাজি হলেন সলিল, কিন্তু বলতেও ছাড়লেন না- 'আমি কিন্তু আগে থেকে বলে রাখছি, কিশোর ছোকরাটি একেবারেই গাইতে পারে না।' দুটো গান অবশ্য গাওয়ালেনও। এর ১৭ বছর পরে সলিল একেবারে থমকে যান 'কোই হোতা জিসকো আপনা' শুনে। বলেন, একদম গোড়াতেই শচীন কত্তা চিনেছিলেন কিশোরকে, যখন আমরা সবাই বুঝতে ভুল করি।

কিন্তু কিশোর কি তাই বলে চেষ্টা ছেড়ে বসে থাকতেন? যা খুশি গেয়ে দিতেন আর হিট করত? না। শচীনকত্তা, সলিল চৌধুরী বাঘা বাঘা সব মিউজিক ডিরেক্টররা তাঁকে দিয়ে যে যে গান গাওয়াতে চাইতেন সেগুলো একেবারে নাড়া বাঁধার মতো করে শিখতেন, বার বার ফোন করে শোনাতেন। জিগ্যেস করতেন ঠিক হচ্ছে কিনা! প্রপ্র্যাকটিস করতেন বারবার। তাবড় তাবড় মানুষদের সঙ্গে কাজ করে করে তিনি একপ্রকার নিজেকে রিবুট করেছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো জিনিস যেটা ছিল সেটা হ'ল কণ্ঠ, আর অসামান্য থ্রো বাঘা বাঘা গায়ক সেটার কাছেই হেরে যাবেন। পন্ডিত ভীমসেন যোশি কিশোরের গান পছন্দ করতেন। পন্ডিত উল্লাস কাসালকর আইটিসি সঙ্গীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে এক আলাপ চারিতায় বলেছিলেন, ' কিশোরের গান যে ভালোবাসেনি, সে আসলে সঙ্গীতকে ভালোবাসেনি। ' আরেকবার কলকাতায় এক বড় মাপের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসেছিল। অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেছিলেন দেশের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রথী-মহারথীরা। একটা ইন্টারভ্যাল চলাকালীন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী লক্ষ্য করেছিলেন সেইসব রথী-মহারথীরা একমনে 'কুছ তো লোগো কহেঙ্গে' শুনছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি অবাক হয়ে বলেছিলেন 'সেদিন বুঝেছিলাম কত উচ্চ দরের শিল্পী হতে পারলে একজন গায়ক এরকম রথী-মহারথীদের আচ্ছন্ন করে রাখা যায়।' মান্না দে বলতেন নিজের একাধিক পারফরম্যান্সে তিনি তুষ্ট হননি, কিন্তু কিশোরের মতো সব সময় এত সুরে গাইতে আর কাউকে দেখেননি। বলতেন - 'কিশোর যে গানের মধ্যে কখন কী করে দেবে, কেউ বলতে পারে না। পুরো চেঞ্জ করে দেবে গানের গতি দেবে। জিনিয়াস।'

একবার কিশোরেরই প্রযোজিত একটা ছবিতে তাঁরই সুরে মান্না-রফি-কিশোরের একসঙ্গে গাওয়ার কথা। মান্নাবাবু আর রফি সাহেব খুব সিরিয়াসলি রিহার্সাল করেন, কিন্তু কিশোর চলেন খেয়াল খুশিমতো। মান্নাবাবু ভাবেন কিশোরটা না ঝোলায়! কিন্তু ফাইনাল টেকের দিন কিশোর একেবারে জড়তা ছাড়া ঠিকঠাক গেয়ে জমিয়ে দিয়েছিলেন। খুব সাধারণ,অপ্রচলিত একটা গানের উদাহরণ দিচ্ছি। হরিহরণের সঙ্গে একটা ডুয়েট গেয়েছিলেন কিশোর। গানটার নাম 'ঝটপট ঘুঙ্ঘট খোল। 'এক চতুর নার' এর খুব খারাপ ইমিটেশন। গানটা ছিল ভূপালী রাগে - রবীন্দ্রনাথের 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন' গানের সঙ্গে চলনে বেশ মিল। গানটা শুনলে অনেক জায়গায় আমি এখনও ধরতে পারি না কোনটা হরিহরণের গলা আর কোনটা কিশোরের। কি সাবলীলভাবে ক্লাসিক্যাল টাচ দিয়ে গেছেন একেকটা। আমি আমার স্বল্প জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে এটুকু বুঝি যে গানের শ্রোতার কাছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট গায়কের কণ্ঠ, তারপরেই মড্যুলেশন আর থ্রোয়িং। এই দুটোর অভাবে বহু সুশিক্ষিত গায়কই কল্কে পাননি। তবে একেবারে গানের ব্যাকরণ গুলে খাওয়া অনেক বড়ো বড়ো মেজাজি সঙ্গীত পরিচালকের খুব ফেভারিট গায়ক কিশোর ছিলেন না, যেহেতু কিশোরের শাস্ত্রীয় শিক্ষা ছিল না। নচিকেতা ঘোষ কিশোরকে পত্রপাঠ একরকম বারই করে দিয়েছিলেন। তবে একটা গান গাইয়েছিলেন - ' বলো হরি হরিবোল'। তাতেই ধুন্ধুমার হয়ে যায়। গানটা সুপারহিট হয়েছিল। নচিকেতা ঘোষ ছাড়াও আরও এক স্বনামধন্য সুরকার সুধীন দাশগুপ্তর সাহায্যও কিশোর সেভাবে পাননি। একবার নচিকেতা 'র সুরে কিশোর রেকর্ডিং করতে আসেননি, মেজাজি নচিকেতাও আর কখনও কিশোরের সঙ্গে গান করেননি। নচিকেতা ঘোষের শ্যামবাজারের বাড়ির কাছের এক পাইস হোটেলে উঁকি মেরে কিশোর খদ্দেরদের বলেছিলেন - 'কী মাছ খাচ্ছেন দাদা?' তারপর নচিবাবুকে বলেছিলেন আপনার সুরে গান চাই। শেষ অবধি তা আর পাননি। কিশোরের স্বপ্ন ছিল নৌশাদের সুরে গাওয়া। কিন্তু তাঁর সুরে কিশোর গান পান কেরিয়ারের প্রায় ২৭ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর। যদিও ছবিতে সেই গানটা ব্যবহার করা হয়নি। সলিল চৌধুরীর সুরে কিশোর খুব অল্প গেয়েছেন। কিন্তু যে ক'টা গেয়েছেন একেবারে সোনা। কমল হাসানের একমাত্র বাংলা সিনেমা 'কবিতা' সবাই মনে রেখেছে সলিল চৌধুরীর সুরে কিশোরের ' 'শুন শুন গো সবে শুন দিয়া মন'। সলিল একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন কিশোর স্রেফ কণ্ঠের জোরেই এতকিছু, যদি ক্লাসিক্যাল ট্রেনিংটা থাকত কী না জানি হত। তাঁর আক্ষেপটা সম্ভবত কিশোরের তালিম না থাকার জন্য।

বারাসাতের বিখ্যাত সিঙ্গেল স্ক্রিনের সিনেমাহল 'লালী'তে ছোটবেলায় একবার সিনেমা দেখতে গেছিলাম। সিনেমা শুরুর আগে বাপি লাহিড়ীর সুরে ' ওয়ক্ত কী আওয়াজ-এর ' লড়কি আকেলি তু ভি আকেলা' গানটা চালিয়েছিল।একদম মধ্যমমানের চটুল গান। আটের দশকের ফসল। কিন্তু স্রেফ কিশোর সেই গানটা এমন ভাবে গেয়েছেন যে পুরো হলের পরিবেশ এক নিমেষে বদলে গেছিল। কী ভরাট আর দরদী গলা! কিশোরের শেষ দিকের গানগুলো নিয়ে বিশেষ চর্চা হয় না। আটের দশক নাকি মুম্বাই - বাংলা দুই ইন্ডাস্ট্রির পক্ষেই অন্ধকার সময়। কিশোর কুমার কিন্তু একদম হারিয়ে যাননি, প্রচুর খারাপ গীতিকার, সুরকারের হাতে পড়েছেন বটে কিন্তু অনেকে ঠিক এই সময়েই তাঁকে দারুণ ভাবে ব্যবহারও করে নিয়েছেন। বাপি লাহিড়ীর সুরে অজস্র গান সেই সময় গেয়েছেন। অনেকগুলো এখনও নাকি আনরিলিজড।

তার মধ্যেই কয়েকটা গান অসম্ভব কঠিন আর অসাধারণ। বিভিন্ন সুরকারের সুরে বিভিন্ন ইংরেজি গানের ভারতীয়করণ( সবগুলো যে কপি পেস্ট তা নয়) গুলো কিশোর যেভাবে গেয়েছেন অরিজিনালের চেয়ে বহুগুণে তা ভালো। রাহুলদেব বর্মনের সুরে - 'এ মেহেকি মেহেকি' ( হেল্প মি রন্ডা, বীচ বয়েস), 'মিল গয়া হামকো সাথী মিল গয়া' (মামা মিয়া, এবিবিএ), বাপি লাহিড়ীর সুরে 'পাপ কি দুনিয়া ' ছবিতে' চোরি চোরি য়ুঁ জবকো '( ওয়াক লাইক অ্যান ইজিপশিয়ান, ব্যাঞ্জেলস) কিংবা লক্ষ্মীকান্ত -প্যারেলাল জুটির 'ওম শান্তি ওম' ( ওম শান্তি ওম, লর্ড শর্টি) যা ই গেয়েছেন, তাঁর গলার জাদু অরিজিনালগুলোকে ছাপিয়ে গেছে। অমিতাভ বচ্চন আর মিঠুনের লিপে( যোগিতা বালি কিশোরের সঙ্গে ডিভোর্সের পর মিঠুনকে বিয়ে করেছিলেন) তো গাওয়াই বন্ধ করে দিলেন। খানি অতলকে স্পর্শ করতে পারে বোঝা যায়। অমল পালেকরের লিপে 'চেয়েছি যারে আমি' ছাড়াও মেগাফোনেই কিশোর গান মুকুল দত্তের কথায়।

# মার্টিন রেল বাংলার প্রথম রেলপথ লাইন

**বিশেষ প্রতিবেদক**

১৮৫৪ সালের এই দিনে বাংলায় প্রথম রেলপথ স্থাপন। আজও সে স্মৃতিপথে। মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি। মালিক টমাস মার্টিন অংশীদার হলেন বাঙালি উদ্যোগ পতি স্যর রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের। চালু হল মার্টিন রেল। বদলে গেল পশ্চিমবঙ্গের যান চলাচলের ইতিহাস।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলায় রেলপথ প্রতিষ্ঠা এবং রেল-চলাচলের সূচনা সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল। ১৮৫৪ সালের ১৫ অগস্ট, প্রথম পরীক্ষামূলক ভাবে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত ২৪ মাইলের রেললাইন ব্যবহৃত হয়। এর পর প্রথমে হাওড়া থেকে পাণ্ডুয়া, পরে ১৮৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাওড়া থেকে রানিগঞ্জ পর্যন্ত নিয়মিত ট্রেন চালু হয়। প্রথমে পণ্য পরিবহণের জন্য চালু হলেও অচিরেই আরও বহু রেললাইন বসে এবং মানুষের যাতায়াতের অঙ্গ হয়ে ওঠে রেলগাড়ি। 'সম্বাদ প্রভাকর' কাগজে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'শারদ্বর্ণন' কবিতায় লিখলেন; 'টাকা ছেড়ে থাবড়ায়/ পার হয়ে হাবড়ায়/ চালিয়েছে রেলওয়ে পথে। হুগলির যাত্রী যত/ যাত্রা করি জ্ঞান হত/ কলে চলে স্থলে জলে সুখ। বাড়ী নহে বড়ো দূর/ অবিলম্বে পায় পুর/ হয় দূর সমুদয় দুখ'। ১৮৮৪ সালে দুর্গাচরণ রায়ের লেখা 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' বইয়ে দেবতা বরুণ, ব্রহ্মাকে ভারতে রেলপত্তনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেছেন; 'যে দিন প্রথমে চলে অনেকে সাহস করিয়া উঠে নাই। তৎপরদিন আরোহীর সংখ্যা দেখে কে?'। দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ কামিনী দাসী, রূপচাঁদ পক্ষী থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ বহু লেখকের লেখায় এই নতুন আশ্চর্য যানের উল্লেখ ছিল। তা থেকে জনজীবনে এই দ্রুতগতির ট্রেনগাড়ির ভূমিকা ও অভিঘাত কী বিপুল ছিল, আন্দাজ করা যায়।

স্ট্যান্ডার্ড গেজ বা ব্রড গেজ রেললাইন ছাড়াও অজস্র ছোট আকারের মিটার গেজ ও ন্যারো গেজ রেললাইন ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। বাংলায় ছোট রেললাইনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল 'ম্যাকলিয়ড রাসেল অ্যান্ড কোম্পানি' এবং 'মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানি'। স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প মূলধনে, কম পুঁজি ও গ্যারান্টি

মানির সাহায্যে এই ফিডার লাইনগুলো বসানো সম্ভব ছিল বলে ১৮৯০ থেকে ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা পর্যন্ত এই প্রাইভেট কোম্পানির অজস্র ছোট রেলগাড়ির স্বর্ণযুগ হয়ে ওঠে ভারতবর্ষ। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'মার্টিন রেল'। হাওড়া, হুগলির গ্রামাঞ্চলের বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে তো বটেই, পরবর্তী কালে বারাসত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে চালু করে তিনটি জেলার মানুষের কাছে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল এই লাইট রেলওয়ে। আজও হয়তো হাওড়া, হুগলি, বারাসত, বসিরহাটের জায়গায় জায়গায় এই ন্যারো গেজ রেললাইনের অবশিষ্টাংশ কোথাও কোথাও রয়ে গিয়েছে, তার উপরে উঠেছে দোকানপাট, তৈরি হয়েছে বাস রুট। কিন্তু মানুষের স্মৃতিতে আজও অমলিন এই ট্রেন। বিশেষত যাদের জন্ম পঞ্চাশের দশকে, তারা ছেলেবেলার স্মৃতি হিসেবে আজও রোমন্থন করেন এই ট্রেনে চড়ার কাহিনি। ষাটের দশকের শেষ অবধি মার্টিন রেল চলেছিল। সত্তর দশকের গোড়ায় পৌঁছে আস্তে আস্তে উঠে যায় এই লাইট ট্রেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০-৫১ সালে চালু লাইট রেলওয়ের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে হাওড়া-আমতা, হাওড়া-শিয়াখালা এবং বারাসত -বসিরহাট লাইনের মার্টিন রেলওয়ের বিবরণ। অথচ আজ তা ধূসর ইতিহাস, বিস্মৃতির আবরণে ঢাকা।

ব্রিটিশ-বাঙালি যৌথ মালিকানায় গড়ে উঠেছিল মার্টিন লাইট রেলওয়ে। ইংরেজ ব্যবসায়ী টমাস অ্যাকুইনাস মার্টিনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই রেল-পরিষেবা গড়ে তুলেছিলেন বাঙালি উদ্যোগপতি স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৯০ সালে তাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের কোম্পানি 'মার্টিন অ্যান্ড কোং'। ব্রিটিশ ভারতে, ইউরোপীয় পার্টনারদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ছেড়ে টমাস মার্টিন যে ভাবে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন এক জন বাঙালি ভাগ্যান্বেষী শিল্পপতির সঙ্গে, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৫৪ সালের ২৩ জুন, বসিরহাটের ভ্যাবলা গ্রামের এক অতি সাধারণ পরিবারে রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় এই কঠোর পরিশ্রমী ও সৎ বাঙালি এক জন শীর্ষস্থানীয় সফল ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র বীরেন মুখোপাধ্যায় বাবার মৃত্যুর পর ব্যবসার হাল ধরেন এবং ১৯৪৬ সালে যখন 'মার্টিন অ্যান্ড বার্ন' কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন। বীরেন মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ স্নেহভাজন। বীরেন মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৯৪৫ সালে মার্টিন কোম্পানির ট্রেনের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল ইঞ্জিন চালু হল। হাওড়া -আমতা, হাওড়া-শিয়াখালা, বারাসত-বসিরহাট; সব ক'টি শাখারই ডিরেক্টর ছিলেন স্যর বীরেন মুখোপাধ্যায়। তুখোড় ব্যবসায়িক বুদ্ধির অধিকারী রাজেন্দ্রনাথ টের পেয়েছিলেন যে, হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগনার বিস্তৃত অঞ্চলের প্রচুর মানুষজন কাজের সূত্রে কলকাতা যাতায়াত করেন, কিন্তু তাঁদের জন্য কোনও সস্তা সুগম যাতায়াত-ব্যবস্থা নেই। সেই অভাব দূর করতেই হাওড়া -আমতা লাইট রেলওয়েজ (এইচ এ এল আর) এবং হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলওয়েজ (এইচ এস এল আর) গড়ে ওঠে। এর পর এই দুই প্রধান রেলপথের আরও শাখাপথ বেরিয়েছিল। মার্টিন রেলের অপর গুরুত্বপূর্ণ শাখা ছিল বারাসত -বসিরহাট লাইট রেলওয়ে (বি বি এল আর)। চব্বিশ পরগনা জেলার এই বর্ধিষ্ণু জনপদকে রেললাইনের মাধ্যমে যুক্ত করার এই প্রয়াস ছিল ঐতিহাসিক। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৫, বারাসত থেকে বসিরহাট, ২৬ মাইল দীর্ঘ এই রেলপথের সূচনা হয়। এর পর টাকি এবং ইছামতী -তীরবর্তী হাসনাবাদ পর্যন্ত দু'টি এক্সটেনশন লাইন খোলা হয়েছিল। শ্যামবাজার - পাতিপুকুর, বাগুইআটি, হাতিয়ারা, রাজারহাট, লাঙলপোতা, হাড়োয়াখোল, খড়িবেড়ি, আমিনপুর, বেলেঘাটা জংশন হয়ে এই ট্রেন পৌঁছত হাসনাবাদ। **(লেখকঃ অর্ণব সাহা।**

# সম্পাদক সমীপেষু

## প্রকৃত দেশসেবক কাকে বলে জানেন?

বাঙালি হয়ে জন্মেছেন যখন তখন উত্তম-সুচিত্রার এক দুটো সিনেমা দেখেছেন নিশ্চয়ই..? আচ্ছা বলুন তো নায়ক উত্তম যখন সুচিত্রাকে বাইকের পেছনে বসিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছেন, ওই দৃশ্যটাকে লেন্সবন্দী করেছেন কে..? লজ্জা পাবার কিছু নেই, আমিও জানি না..। দেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এরকম বহু মানুষের অবদান রয়েছে, যারা এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু নেপথ্যে থেকে তাঁরা যদি এই সংগ্রামে সহযোগিতা না করতেন তবে স্বাধীনতা অর্জন হয়তো পিছিয়ে যেত আরও বেশ কয়েকটি বছর। তেমনিই নেপথ্যচারী বাঙলার মানুষদের নিয়ে আলোচনা।

সন ১৯৩৪, বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন স্যার জন এন্ডারসন। যে সে লোক নন, এর আগে আইরিশ বিপ্লবীদের জব্দ করতে সেখানে চালু করেছিলেন

কঠোর তাঁর নীতি ।ধন্য ধন্য পড়ে গেছিল সাম্রাজ্যবাদী মহলে। বাংলার বিপ্লবীদের সমাজের মূল স্রোত থেকে আলাদা করতে এখানে এসে চালু করলেন ডিভাইড এন্ড রুল। গ্রামে গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজবিরোধীদের নিয়ে তৈরি করালেন ভিলেজ গার্ড বাহিনী। এখন থেকে তোমরাই গাঁয়ের মাতব্বর, সন্দেহজনক কিছু দেখলেই থানায় খবর দাও, হাতে হাতে পুরস্কার!

ব্যাস আর তাদের পায় কে? শুরু হলো গাঁয়ের হিন্দু যুবকদের ওপর চোটপাট, থানায় নিয়ে গিয়ে হয়রানি, মারধর। বেশিদিন মেনে নেওয়া সম্ভব হলো না বাংলার বিপ্লবীদের।

১০ই এপ্রিল ১৯৩৪, নারায়ণগঞ্জের কাছে দেওভোগ গ্রাম। একটা জরুরী মিটিং শেষ করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরছিলেন বিপ্লবী দলের এর দুই নেতা মধু ব্যানার্জী ও সুকুমার ঘোষ সাথে এক বিশ্বস্ত কর্মী মতি মল্লিক। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হলো একদল লোক। সামনের জন চীৎকার করে বললো আমি রমজান মিঞা, ভিলেজ গার্ডের হাবিলদার সাহেব। তোমাদের গ্রেফতার করা হলো। এই এদের তালাশী নে আগে।

এদিকে দুই নেতার পকেটেই রয়েছে রিভলবার। নতুন আইনে অস্ত্র নিয়ে ধরা পড়লে একটাই শাস্তি, প্রাণদন্ড। শুরু হলো ঐ অন্ধকারে তুমুল লড়াই। সুকুমারের নিখুঁত নিশানায় একসময় মাটি নিলো রমজান, সেই ফাঁকে তারা পগার পার। ধরা পড়ে গেলেন কিন্তু মতি মল্লিক। ধস্তাধস্তিতে পড়ে গেছিলেন রাস্তার পাশে একটা খালে।

হৈহৈ পড়ে গেল পরদিন, এন্ডারসন সাহেবের পোষ্যপুত্র কিনা খুন! এদিকে হাজার অত্যাচারেও মুখ খুললেন না মতি। শেষমেশ ধরে আনা হলো তার বাবা রাজকুমার মল্লিককে। ভদ্রলোক গ্রামে একটা ছোটখাটো কাপড়ের দোকান চালান। নেহাতই ছাপোষা গৃহস্থ। ছেলেকে সব বলে রাজসাক্ষী হতে বলুন। কথা দিচ্ছি পড়াশোনা করার জন্য বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হবে আর নগদ দশ হাজার টাকা। আকাশ থেকে পড়লেন সেই মাঝবয়সী দোকানী। বলেন কি কত্তা, ছেলেকে বেইমানি করতে শেখাবো? মাপ করবেন, এটা পারবো না। তাহলে কিন্তু ছেলেকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। সবই তাঁর ইচ্ছা। অল্প শিক্ষিত মানুষটি কার উদ্দেশ্য হাতজোড় করে প্রণাম করলেন। তারপর ধরা গলায় বললেন, আজ থেকে মনে করবো ছেলেকে আমি দেশের কাজে বলি দিয়েছি। তবু এ অধর্ম আমি করতে পারবো না। সন্তানের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও অন্যায় লোভের সাথে আপোষ করতে রাজি হলেন না পরাধীন দেশের এক অতি সাধারণ বঙ্গসন্তান। তারপর। যা হবার সেটাই হলো। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৪, কনকনে এক শীতের ভোরে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি হয়ে গেল বিভি কর্মী মতি মল্লিকের।

# প্রাক্তনীদের উপস্থিতিতে পুনর্মিলন উৎসবে মেতে উঠল রুকুনপুর গ্রাম

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ আগস্ট ঃ কেউ থাকেন সুদুর আমেরিকায়, কেউবা ঝাড়খণ্ড কিংবা কলকাতায়। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে তাদের মিলিয়ে দিল এক মঞ্চে। প্রাক্তনীদের নিয়ে এই পুনর্মিলন উৎসব যেন চাঁদের হাটে বসেছিল হয়েছিল বীরভূমের মল্লারপুর থানার রুকুনপুর গ্রামে। মানোয়ার আলি, মনসুর আলি, সরফুল ইসলাম সকলেরই প্রাথমিক পাঠ হয়েছে মল্লারপুরের রুকুনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তাঁরা সকলেই এখন প্রতিষ্ঠিত। এরকমই শতাধিক প্রতিষ্ঠিত প্রাক্তনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে স্বাধীনতা দিবসের সকালে পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন গ্রামের কয়েকজন। গ্রামের বাসিন্দা, স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে ওই স্কুলের সহ শিক্ষক আয়ুব হোসেনের প্রচেষ্টায় প্রাক্তনীদের উপস্থিতি এবং কচিকাঁচাদের দেশাত্মবোধক নাচ গানে মনোরম হয়ে উঠেছিল গোটা গ্রাম। ছোট্ট একটি গ্রামে এরকম মনোরম অনুষ্ঠান প্রথম বলে জানান আয়ুব হোসেন। তিনি বলেন, ছোট্ট গ্রাম হলেও এই গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক ভিত তৈরি করে বহু ছেলেমেয়ে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। গ্রামের বর্তমান প্রজন্ম তাদের সম্পর্কে জানেই না। হয়তো বিক্ষিপ্তভাবে অভিভাবকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের প্রাক্তনীদের উত্তরণের গল্প শুনিয়েছেন। কিন্তু প্রাক্তনীদের উপস্থিতিতে তাদের মুখ থেকেই স্কুল জীবনের দিনগুলি থেকে বর্তমানে উত্তরণের গল্প বর্তমান প্রজন্মের কাছে রূপকথার গল্পের মতো হয়ে উঠবে। বর্তমান প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। গ্রামের মানুষের সাহায্যে অনুষ্ঠান সফল হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠানে এসেছিলেন ঝাড়খণ্ডের একটি হাইস্কুলের শিক্ষক সরফুল ইসলাম। তিনি বলেন, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা করে ধীরে ধীরে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছি। গ্রামের মাটিতে এসে সেই অভিজ্ঞতার কথা বর্তমান প্রজন্মের কাছে শেয়ার করতে পেরে ভালো লাগছে। বর্তমানে আমেরিকার বাসিন্দা মানোয়ার আলি সশরীরে হাজির হতে না পারলেও তিনি বর্তমান প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ হতে বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, গ্রামে এরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আমি খুশি। গ্রামে ফিরতে পারলে ভালো লাগত। তবে আগামী দিনে গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছে রইল। বর্তমান প্রজন্মকে বলব ঠিক থাক পড়াশোনা করলে আরও উন্নত হবে গ্রাম। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান প্রলয় নায়েক, ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও আবুল আলা মামুদ আনসারি, মল্লারপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌরভ চক্রবর্তী সহ অনেকে।

## আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে নদীয়া জুড়ে পথ অবরোধ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৬ আগস্ট ঃ কলকাতার আরজি করের নিশংস ঘটনা ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তুলে সারা রাজ্যের পাশাপাশি নদীয়া জেলা জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক, রাজ্য স।ক অবরোধ করে বিক্ষোভ বিজেপির। শুক্রবার সারা রাজ্যের পাশাপাশি নদীয়ার শান্তিপুর, রানাঘাট, নাকাশিপাড়া এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হতে দেখা গেলো বিজেপিকে। এ ছাড়াও এদিন নদীয়ার কৃষ্ণ নগরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড় এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপির নেতা কর্মীরা। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শহরের ব্যাস্ততম ও প্রাণকেন্দ্র এলাকায় অবরোধ করায় যানযট সৃষ্টি হয়, পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে বিজেপি নেতা কর্মীদের সাথে সাময়িক বচসারও সৃষ্টি হয়। যদিও পরে বিজেপির তরফেই অবরোধ তুলে নেয়। একই ভাবে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ও মূখ্য মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবীতে নবদ্বীপ কৃষ্ণ নগরের রাজ্য স।কে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির তরফে। শুভ এদিন বেলা আনুমানিক তিনটের সময় নবদ্বীপ ব্লকের কানাইনগর বটতলা এলাকায় বিজেপির তরফে কৃষ্ণ নগর নবদ্বীপ রাজ্য স।কে পথ অবরোধের মাধ্যমে বিক্ষোভ দেখায়। এদিনের কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ শহর ও ব্লকের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থক। পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নবদ্বীপ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরে পুলিশ আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভ কারীরা। দীর্ঘ প্রায় তিরুশ মিনিট যান চলাচল সম্পুর্ন স্তব্ধ হয়ে পরে পথ অবরোধের জেরে। পরে অবরোধ উঠলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এই অবস্থান বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে বিজেপি কর্মীদের দাবি,, আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়ার সাথে যে নৃশংসতা হয়েছে তার সাথে একা নয় অধিক জড়িত রয়েছে,, আর সেখানেই তাদেরকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে,, এর আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ১৩ বছর ধরে রাজ্যের শাসকদলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সব দেখেও না দেখার ভান করছেন,, তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি করছি।

## কৃষি দফতরের কাজকর্মে গতি আনতে কেন্দ্রীয় নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ

কলকাতা, ১৬ আগস্ট ঃ কৃষি দফতরের কাজ কর্মে গতি এবং স্বচ্ছতা আনতে রাজ্য সরকার আঞ্চলিক অফিসগুলির কাজকর্মের উপর কেন্দ্রীয়ভাবে নজরদারি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি বিশেষ করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে চলা প্রকল্পগুলির কাজ যথাসময়ে শেষ করতেই এই উদ্যোগ বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এই উদ্দ্যেশ্যে কৃষি দফতরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে আরকেভিওয়াই, এটিএমএ, পিকেভিওয়াই এর মতো প্রকল্পগুলির সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া জেলায় সার সরবরাহ ও বন্টন সম্পর্কেও নিয়মিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে । রবি ও খরিফ চাষের মরশুমে সার নিয়ে প্রায়শই সমস্যা তৈরি হয়। সারের অভাবে বা কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি হওয়ার জন্য চাষিদের সঙ্কটে প।তে হয়। এই কারণে জেলগুলিতে সারের প্রকৃত পরিস্থিতি কি সেব্যাপারে অবহিত থাকতে চাইছে দফতর। এছাড়া বিভিন্ন জেলায় কৃষি দফতরের শতাধিক খামারের পরিস্থিতি নিয়েও নিয়মিত রিপোর্ট নিতে বলা হয়েছে। কৃষি ডিরেক্টরেট থেকে কোনও আধিকারিক বা আধিকারিকদের দল কোনও নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে জেলা পরিদর্শনে গেলেও তাঁদের আরও কি কি কাজ করতে হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনেব উদ্যোগ এই প্রথম বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে।

**ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE**
**SNIT No.-EE/MID/SNIT-14/ 2024-25**

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **21/08/ 2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in**

**Sd/- Executive Engineer**
**Malda Irrigation Division**
**Green Park, Malda**

**NARUGRAM GRAM PANCHAYAT**
**(Raina-I Panchayat Samity)**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
**No.::WB/RAINA-I/NGP/eNIT-13**

E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity,for 2(Two)different works. Date of closing of Submission Technical Bid & Financial Bid(Online): **20/08/2024 at 18:00 Hrs**. Bid Opening Date & Time for Technical Bid (online): **22/08/2024 18:00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Narugram Gram Panchayat**

**ম্যাথু এসো রিসার্চ সিকিউরিটিস লিমিটেড**
রেজি অফিস ঃ 'রাজকমল ভবন', ১২৮ রাসবিহারী এভিনিউ, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০২৯
ইমেইলঃ mers.ltd@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.mersl.co.in
CIN: L74910WB1994PLC064483

**নোটিশ**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ দুপুর ১২.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মানে (ওএভিএম) এর মাধ্যমে।

আরও, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এর অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী এবং SEBI এর রেগুলেশন ৪২ (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস ২০১৫ এর ধারা অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ থাকবে , ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (উভয়দিনই অন্তর্ভুক্ত)।

ম্যাথু এসো রিসার্চ সিকিউরিটিস লিমিটেড-র জন্য
স্বা /-
রাজশ্রী মুন্দ্ধরা
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৪.০৮.২০২৪

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
**PARA :: PURULIA**
**TENDER NOTICE**

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- NIT No.:- 06/EO/PPS of 2024-25 (Sl. No.-01 to 04)
- No. of Work:- 04 (Four) nos.
- Last Date of Application:- 26.08.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 28.08.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 30.08.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 30.08.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayet Samity**

**JANGIPUR MUNICIPALITY**
**P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad**
**e-TENDER NOTICE**

**NIeT No: MAD/ULB/JM/GCM_ELEC/NIeT1/24-25 (1st Call)**, e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 02 Nos Illumination of street light with GI octagonal pole with 30 Watt LED luminaries within Jangipur Municipality, **Tender ID: 2024_MAD_735207_1 & _2**, Publish Date: **17/08/2024 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **17/08/2024 at at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **31/08/2024 at 18:00 IST**.The detail e-Tender notice may be seen www.wbtenders.gov.in

**Sd/-Chairman**
**Jangipur Municipality**

# VEDIKA CREDIT CAPITAL LIMITED

**(CIN : U67120WB1995PLC069424)**
**Regd. Office:** VILLAGE - COLLAGE PALLY P.O. - SHIULI TELINI PARA, TITAGAR, KOLKATA - 700121
**Tel.:** 9135001217, 18001236108 (Toll Free), **Website :** www.teamvedika.com

**STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2024**

(Amount in Rs. In lakhs)

| S. No. | Particulars | Quarter ended June 30, 2024 (Unaudited) | Quarter ended March 31, 2024 (Audited) | Quarter ended June 30, 2023 (Unaudited) | Year ended March 31, 2024 (Audited) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Income from Operations | 6304.90 | 7214.23 | 5219.86 | 22921.15 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional, and/or Extraordinary items) | 1309.19 | 1440.73 | 1016.70 | 3698.80 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 1309.19 | 1440.73 | 1016.70 | 3698.80 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 981.90 | 1103.63 | 751.40 | 2785.88 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 981.90 | 1103.63 | 751.40 | 2785.88 |
| 6 | Paid up Equity Share Capital | 3709.52 | 3329.08 | 3213.94 | 3329.08 |
| 7 | Security Premium Account | 14867.60 | 10226.23 | 8323.01 | 10226.23 |
| 8 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) | 7956.45 | 6974.55 | 4940.07 | 6974.55 |
| 9 | Net worth | 26533.57 | 20529.85 | 16477.02 | 20529.85 |
| 10 | Paid up Debt Capital / Outstanding Debt | 89873.04 | 94287.06 | 73966.76 | 94287.06 |
| 11 | Outstanding Redeemable Preference Shares | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 12 | Debt Equity Ratio | 3.39 | 4.59 | 4.49 | 4.59 |
| 13 | Annualized Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - | | | | |
| | 1. Basic: | 2.65 | 3.32 | 2.32 | 8.37 |
| | 2. Diluted: | 2.65 | 3.32 | 2.32 | 8.37 |
| 14 | Capital Redemption Reserve | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| 15 | Debenture Redemption Reserve | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| 16 | Debt Service Coverage Ratio | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
| 17 | Interest Service Coverage Ratio | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |

*Figures for the quarter ended are not annualized.*

**Notes:**
1. The above is in extract of the detailed format of quarterly financial statements filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed on the websites of the BSE Limited www.bseindia.com and website of the company.

**For and on behalf of the Board of Directors**
**Vedika Credit Capital Limited**
**Vikram Jain**
(Whole Time Director)
**DIN:** 00367570

**Place :** Ranchi
**Date :** August 14, 2024

SAI/2024/01

**PUBLIC NOTICE**

**NOTICE** is hereby given that Share Certificate Nos. 262790, 262791, 142809, 142810, 142812, 134431, 134432, 262786, 134429, 262789, 262785, 134428, 262792, 134417, 1654, 134430, 142808, 142811, 262787, 262788 for 918 shares bearing Folio No. RNB048, and distinctive nos. 38603191 to 38603240, 38603241 to 38603290, 21584893 to 21584942, 21584943 to 21584992, 21585043 to 21585092, 17912533 to 17912582, 16852330 to 16852339, 38602991 to 38603040, 17912433 to 17912482, 38603141 to 38603190, 38602941 to 38602990, 17912383 to 17912432, 38603291 to 38603298, 17911833 to 17911882, 3070921 to 3070970, 17912483 to 17912532, 21584843 to 21584892, 21584993 to 21585042, 38603041 to 38603090, 38603091 to 38603140 (both inclusive) of Akzo Nobel India Ltd, having its registered office at Geetanjali Apartment, 1st Floor, 8-B, Middleton Street, Kolkata, West Bengal, 700071, registered in the name of late Rustom Nowrojee Burjorjee have been lost. The shares have been transferred to the Investor Education & Protection Fund (IEPF) Authority.

I, being the Claimant shall be applying to the IEPF Authority/Company for re-credit of the shares transferred as per the IEPF rules. Any person having any objection to the re-credit of the shares covered in the said original share certificates to the applicant/claimant, is requested to lodge his/her objection thereto with the company at the above address or with their registrars, C B MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LTD., Rasoi Court, 5th Floor, 20, Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata, West Bengal, 700001, in writing, within 15 days from the date of publication of this notice.

**Name Applicant:**
**Mrs. Zenobya Sarosh Burjorjee,**
**& Address: 288, 18th D Main, 6th Block, Koramangala, Bangalore South, Bangalore 560095**

**Place: Kolkata, Date: 17.08.2024,**

**DHAVAL EXPORTS LIMITED**
**CIN : L51900WB2005PLC101305**
Regd. Office : P-9, Shibtolla Street, 4th Floor, Kolkata-700 007

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2024**
**[ In terms of Regulation 47(1)(b) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015 ]**

(IN ₹ Lakhs except Equity and EPS)

| Sl No. | Particulars | STANDALONE | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Quarter ending 30.06.2024 | Year to date figures/previous year ending 30.06.2023 | Correspon. 3 months in previous year 30.06.2023 |
| 1 | Total Income from Operations | - | - | - |
| 2 | Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items"#) | (5.735) | (5.735) | (4.140) |
| 3 | Net Profit /(Loss) for the period (before Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#) | (5.735) | (5.735) | (4.140) |
| 4 | Net Profit /(Loss) for the period (after Tax after Exceptional and / or Extraordinary items"#) | (5.735) | (5.735) | (4.140) |
| 5 | The Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))] | (5.735) | (5.735) | (4.140) |
| 6 | Equity Share Capital | 99.600 | 99.600 | 99.600 |
| 7 | Reserve (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year. | 179.646 | 179.646 | |
| 8 | Earning Per Share ( of Rs.10 /- each) (for continuing and discontinued operations)- 1, Basic : | (0.576) | (0.576) | (0.416) |
| | 2. Diluted: | (0.576) | (0.576) | (0.416) |

**Notes :**
a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly /Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity.
b) The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote.
c) #- Exceptional an/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind -AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.

**FOR DHAVAL EXPORTS LIMITED**
**Sd/- Nitesh Jain**
**Director**

**Place : Kolkata**
**Date : 14.08.2024**

# KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Electrical), Ltg/Z-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: LTG/11/333/BR-III/Z-1/24-25**

Name of the Work: **Operation and maintenance of Electrical installation in all labour quarters under BR-III, KMC**. Estimated Amount: **Rs. 3,46,420.41**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid: **31.08.2024 at 1 p.m.**

**(2) NIT No.: LTG/142/WD-14/BR-III/Z-1/24-25**

Name of the Work: **Improvement of street lighting system at Muraripukur Road, Canal East Road and different places in Ward No. 14 under Br.-III**. Estimated Amount: **Rs. 4,88,991.11**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **03.09.2024 at 1 p.m.**

**(3) NIT No.: LTG/94/WD-13/BR-III/Z-1/24-25**

Name of the Work: **Repairing and maintenance of street light at U.M. Road, Krittibas Mukherjee Road and other places in Ward No. 13 under Br.-III**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,766.59**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **45 days**.

**(4) NIT No.: LTG/121/COM/BR-III/Z-1/24-25**

Name of the Work: **Supply and delivery of LED Street Light Fittings at EM Bypass (from HUDCO More to Bengal Chemical) under Br.-III, KMC**. Estimated Amount: **Rs. 4,74,714.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **04.09.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 3 & 4]**. The bid forms and other details are available on and from **16.08.2024 (4 p.m.)**

**(5) NIT No.: LTG/122/WD-10/BR-II/Z-1/24-25**

Name of the Work: **Repairing and replacement works of Street Lighting Arrangement at Balaram Ghosh Street and other places within Ward No.-10 under Br.-II**. Estimated Amount: **Rs. 1,97,724.19**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **28.08.2024 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2024 (5 p.m.) [For Sl. No. 1 to 3 & 5]**

**(6) NIT No. : LTG/22/WD-16/BR-II/Z-1/24-25**

Name of the Work: **Repairing of lighting system at Goabagan Lane, Sahitya Parisad Street, Beadon Street in Ward No.-16**. Estimated Amount: **Rs. 1,98,717.50**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **29.08.2024 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **17.08.2024 (2 p.m.)**

**(7) NIT No.: LTG/87/WD-11/BR-II/Z-1/24-25**

Name of the Work: **Supply and delivery of LED Street light fittings at Nalini Sarker Street and other places in Ward No.-11 Under BR.- II**. Estimated Amount: **Rs. 4,99,150.76**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **30.08.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.08.2024 at 5 p.m.** The **Website: https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 7]**

**The Executive Engineer (Electrical), Ltg/Z-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: LTG/75/V/Z-II/24-25**

Name of the Work: **Improvement of lighting system at various areas of riverfront areas from Judges Ghat to Bajekadamtala Ghat and other surrounding areas with LED light fittings and other allied Electrical works**. Estimated Amount: **Rs. 2,49,221.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

**(2) NIT No.: LTG/91/V/Z-II/24-25**

Name of the Work: **Temporary lighting system at Princep Ghat, Judges Ghat, Bajekadamtala Ghat, Babughat, Armenian Ghat and other surrounding areas during immersion purpose from Biswakarma Puja to Saraswati Puja Festival under Br.-V**. Estimated Amount: **Rs. 4,78,060.00**. Earnest Money: **Rs. 9,600.00**. Period of Completion: **165 days**.

**(3) NIT No.: LTG/93/V/Z-II/24-25**

Name of the Work: **Temporary lighting system at riverfront site and other surrounding areas from Panighat Ghat to Rani Rashmoni Ghat and other Ghats for other festive purpose under Br.-V**. Estimated Amount: **Rs. 3,96,242.00**. Earnest Money: **Rs. 7,940.00**. Period of Completion: **65 days**. Last date and time of submission of bid: **24.08.2024 up to 12 noon [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2024 at 6 p.m.** from the **Website: https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

**The Executive Engineer (Electrical), Ltg/Z-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/68/24-25**

Name of the Work: **Improvement of street lighting system with 200W LED fittings at SPD Block, Baghajatin Place etc. areas in Ward No.-101, Br-XII**. Estimated Amount: **Rs. 4,93,628.29**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 days**.

**(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/22-R/24-25 (for 2nd call)**

Name of the Work: **Installation of street lighting system with LED fittings at the no light areas of VIP Bazar Metro Statioin to Matonghini Sporting Club in Ward No. 108, Br-XII**. Estimated Amount: **Rs. 2,55,167.49**. Earnest Money: **Rs. 5,200.00**. Period of Completion: **25 days**. Last date and time of Completion of bid: **30.08.2024 up to 3 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2024 from 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].**

**(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/84/24-25**

Name of the Work: **Miscellaneous works to restore defunct fittings along the Eastern and Western side of Baghajatin Rob to VIP Bazar Bypass**. Estimated Amount: **Rs. 2,20,259.79**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of submission of bid: **02.09.2024 up to 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.08.2024 from 3 p.m.** The **Website: https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

**The Executive Engineer (Electrical), Ltg/Z-V/ G.R.U., KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/LTG/CM/12/24-25/20**

Name of the Work: **Repairing and renovation of street lighting arrangement at Tantipara, T.G. Road, D.M. Bagan, Kashmiri Para, Paharpur Road and its surrounding areas in Ward No. - 133**. Estimated Amount: **Rs. 2,95,555.24**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

**(2) NIT No.: KMC/LTG/CM/13/24-25/21**

Name of the Work: **Electrical repairing and renovation work at Br.-XV Office Building, GRU**. Estimated Amount: **Rs. 4,96,331.17**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

**(3) NIT No.: KMC/LTG/CM/14/24-25/22**

Name of the Work: **Installation of Air Conditioner Machine, Fan, Light and allied Electrical work at SWUPA Department and BSK Room, GRU, Br.-XV**. Estimated Amount: **Rs. 4,95,375.71**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 days**.

**(4) NIT No.: KMC/LTG/CM/15/24-25/23**

Name of the Work: **Repairing and renovation of street lighting arrangement at Kasai Para, Tukra Patti, Sikra Goli, Lidhi Para, Tikia Para and its surrounding areas in Ward No. 135**. Estimated Amount: **Rs. 2,96,758.15**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

**(5) NIT No.: KMC/LTG/CM/16/24-25/24**

Name of the Work: **Comprehensive annual maintenance and servicing of Air Conditioning Machine at Br.- XV Office Complex, GRU**. Estimated Amount: **Rs. 1,96,887.23**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **365 days**.

**(6) NIT No.: KMC/LTG/CM/17/24-25/25**

Name of the Work: **Annual maintenance contract (A.M.C) for 10 nos. of water cooler cum purifier at Br.- XV Office Complex, GRU**. Estimated Amount: **Open Quotation (Amount to be Quoted)**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **365 days**.

**(7) NIT No.: KMC/LTG/AA/02/24-25/19**

Name of the Work: **Repairing and renovation of street lighting system at bustee areas of Mader Saheb Math, Majer Para Bustee and others in Ward No.- 138**. Estimated Amount: **Rs. 1,49,556.65**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

**(8) NIT No.: KMC/LTG/AA/03/24-25/26**

Name of the Work: **Improvement of bustee lighting system at T-250, Garden Reach Road (Banglar Baari) in Ward No.-138 under KMC, Br.-XV**. Estimated Amount: **Rs. 4,74,346.18**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **03.09.2024 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 to 8]**. The bid forms and other details are available on and from **21.08.2024 (5 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 8].** For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen **[For Sl. No. 1 to 8].**

**The Executive Engineer (Electrical), Ltg/Z-VI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/144/05/24-25**

Name of the Work: **Supply Electrical items of street lighting system on Existing Pole at D. H. Road, Bakrahat Road, Yani Sarani and other areas in Ward No.- 144**. Estimated Amount: **Rs. 4,91,538.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **28.08.2024 at 6 p.m.** Technical Bid open date and time: **30.08.2024 at 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **20.08.2024 (6 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in**

424/24-25

# স্পটলাইট বানিজ্য লিমিটেড

**CIN:-165993WB1981PLCO34252**
২ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১, ই-মেইল ঃ kkothari@hngil.com, ওয়েবসাইট ঃ www.spotlightvanijya.com
ফোনঃ ০৩৩ ২২৫৪৩১০০ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২২৫৪৩১৩০

৩০ জুন ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(প্রতি শেয়ার ডেটা ছাড়া লাখে)

| ক্রম নং. | বিবরণ | স্বতন্ত্র | | | | অস্বতন্ত্র | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত | ৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত | ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত | বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত | ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত | ৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত | ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৩ অনিরীক্ষিত | বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত |
| ১. | মোট আয় কারবার থেকে | ১৬০.০১ | ১৪৬.৬৩ | ২৬১.৭৪ | ৭৩৭.১৭ | ৩৫৬.০৫ | ৫০৮.৮৮ | ৫২১.৯১ | ৩,২৬৫.৯৫ |
| ২. | নিট লাভ সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম) | (৭৪৭.৮৫) | (১৫৩.১৯) | (২৫৭.২০) | (২,৫১০.৭৭) | (৮০৮.৯৯) | ১৩.২৫ | ১৪৫.৮৭ | (১,৮০৪.৭৬) |
| ৩. | নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ব সময়ের জন্য (পরে ব্যতিক্রমী / অথবা অতি অসাধারণ আইটেম) | (৭৪৭.৮৫) | (১৫৩.১৯) | (২৫৭.২০) | (২,৫১০.৭৭) | (৮০৮.৯৯) | ১৩.২৫ | ১৪৫.৮৭ | (১,৮০৪.৭৬) |
| ৪. | নিট লাভ । (ক্ষতি) করের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অতি অসাধারণ আইটেমগুলির পরে) | (৭৯১.৩৪) | (২৯৫.৪৩) | (৩৪১.৯০) | (২,৭৯৮.৪৫) | (৮৫২.৪৮) | (১২৮.৯৯) | ৬১.১৭ | (২,০৯২.৪৪) |
| ৫. | সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)] | ২৩৩.১১ | (১,১৬৪.২৫) | ৪৪২.১৮ | (১,৪৬৯.৩১) | ১৭১.৯৭ | (১,০০২.৫২) | ৮৪৫.২৫ | (৭৬৮.০১) |
| ৬. | পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস মূল্য প্রতিটি ১০ টাকা) | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ | ৭০.৮৪ |
| ৭. | অন্যান্য ইক্যুইটি | | | | ২১,৩৭০.৮৫ | | | | ২১,৩৭০.৮৫ |
| ৮. | শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) মূল ও মিশ্র | (১১১.৭২) | (৪১.৭১) | (৪৮.২৭) | (৩৯৫.০৬) | (১২০.৩৫) | (১৮.২১) | ৮.৬৪ | (২৯৫.৪০) |

নোট ঃ
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ১৪ আগস্ট, ২০২৪-এ অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ আগস্ট, ২০২৪-এ অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরেরটি SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টকে উপলব্ধ এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট www.cse-india.com এ।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ / পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
স্বা / -
(সুনীল কুমার সোমানী)
পরিচালক
DIN: 10594149

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ আগস্ট, ২০২৪

## চাষবাস

# ড্রাগন চাষ করে জঙ্গলমহলে বিকল্প আয়ের দিশা দেখাচ্ছেন এক শিক্ষিত যুবক

জমির মাটিতেই ফলছে ড্রাগন ফল। আর এই ড্রাগন ফলের চাষ করে দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলে বিকল্প আয়ের দিশা দেখাচ্ছেন এক শিক্ষিত যুবক। জঙ্গলমহল রাইপুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের বাসিন্দা রাহুল কর নিজের বাড়ির পাশে জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ করে এখন বিকল্প আয়ের নতুন দিশা দেখাচ্ছেন। শিক্ষিত এই যুবক আয়ের নতুন সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। রাহুলের এই সাফল্যের কাহিনী এখন জঙ্গলমহলে ড্রাগন ফলের চাষে উৎসাহ বাড়াচ্ছে। রাইপুর ব্লকের শ্যামসুন্দরপুর গ্রামের এমএ পাশ রাহুল কর পেশায় গৃহশিক্ষক। টিউশনির ফাঁকে বাড়ির চাষের কাজেও হাত লাগান তিনি। মূলত তাঁরই উদ্যোগে বাড়ির পাশে ফাঁকা খামারবাড়িতে গড়ে উঠেছে ড্রাগন ফলের বাগান। ফুলে ফলে ভরা ড্রাগনের এই বাগান দেখতে চারপাশের গ্রামের বাসিন্দারাও ভিড় জমাচ্ছেন শ্যামসুন্দরপুর গ্রামে। প্রথাগত চাষ ছেড়ে খামারবাড়িতে হঠাৎ কেন এই ড্রাগন ফলের চাষ? রাহুল কর বলেন, "জমিতে ধান বা সবজি চাষ করা হয়। কিন্তু বাড়ির পাশে খামারে ধান চাষ সম্ভব নয়।

রুক্ষ জমিতে তাই বিকল্প ফসলের চাষ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এরসঙ্গে বিকল্প আয়ের খোঁজে তাই রুক্ষ জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ করার ঝুঁকি নিয়েছি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ড্রাগন ফল চাষের বিষয়টি দেখেছি। এরপর কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে পারিবারিক প্রায় ১২ কাঠা খামারবাড়ির জমিতে ড্রাগন চাষ শুরু করেছি। তিনি আরও বলেন, "ড্রাগন ফল চাষের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট দেখেছি। এর পর বাঁকুড়া থেকে

ড্রাগন চারা নিয়ে এসেছিলাম। চারটি করে চারা লাগানো হয়েছে। মত শুরু করা হয় ড্রাগন চারার পরিচর্যা। ১২ কাঠা জমিতে ড্রাগন চারা রোপণ, সার, মজুরি, গাছের জন্য প্রয়োজনীয় খুঁটি বা পিলার লাগানোর জন্য ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। ৩০০টি চারা লাগানো হয়েছে। প্রতিটি পিলারের চারিদিকে চারটি করে চারা লাগানো হয়েছে। গাছ লাগানোর প্রায় দেড় বছর পর থেকে ফলন শুরু হয়েছে। বছরে ৪-৫ বার ফল তোলা যায়। গত দুবছরে ড্রাগন ফল বিক্রি করে

খরচের টাকা ওঠে গিয়েছে। প্রথম বছরে বিঘা প্রতি ১২ কুইন্টাল ড্রাগন হলেও পরবর্তী বছর গুলিতে ফলন প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে। এবার লাভ হচ্ছে। রাহুল জানান, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামে বাজারে ড্রাগন ফল রপ্তানি করা হয়। তবে এলাকায় এখনও সেভাবে ড্রাগন ফলের চাহিদা নেই। এখন স্থানীয় বাজারে ২০০ টাকা কেজি দরে ড্রাগন ফল বিক্রি হচ্ছে। তাঁরই এই ফল বিক্রি করতে পারলে দাম বেশি পাওয়া যেত। তবে আগামী দিনে এই ফলের চাহিদা বাড়বে এবং দামও

মিলবে বলে তিনি আশাবাদী। খাঁতড়া মহকুমা-সহ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) শুভেন্দু হাজরা বলেন, "রুক্ষ জমিতে বিকল্প ফসল হিসাবে ড্রাগন ফলের চাষ কার্যকরী হবে। রাইপুরে ড্রাগন ফলের চাষ শুরু হয়েছে।

আগামীদিনে এই ফল চাষ করে জঙ্গলমহলের চাষিরা লাভবান হবেন। জঙ্গলমহলের ড্রাগন যথেষ্ট সুস্বাদু। এই চাষ করে আয়ের নতুন দিশা খুঁজে পাবেন চাষিরা। এই চাষে এলাকার চাষিরা উৎসাহী হয়ে চাষ করলে আগামীদিনে লাভবান হবেন।

### এসইআর ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত হর ঘর তিরাঙ্গা উদযাপন

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট :** ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত নাগরিকদের তাদের আবাসিক চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে উৎসাহিত করার জন্য স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের অংশ হিসাবে এসইআর হর ঘর তিরঙ্গা অনুষ্ঠানটির আয়োজন করছে। এই উদ্যোগের পিছনের ধারণাটি হল দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগ্রত করা। জনগণের হৃদয়ে এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা। স্বাধীনতার প্রাক্কালে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের ঐতিহ্যবাহী স্টেশন বিল্ডিং, অফিস, লোকোমোটিভ ইত্যাদি ত্রিবর্ণের আলোয় আলোকিত করা হয়েছে। জাতির দেশপ্রেমের উদ্দীপনা উদযাপনের জন্য বিশেষ আলোকসজ্জার আয়োজন করা হয়েছে। এসইআর ১৪ই আগস্ট, ২০২৪-এ পার্টিশন হররস রিমেমব্রেন্স ডে পালন করেছে। দেশভাগের ট্র্যাজেডি এবং দেশভাগের সময় যারা ভোগে তাদের যন্ত্রণা তুলে ধরতে। এই প্রসঙ্গে, এসইআর সদর দফতর এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে ফটো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

আদ্রা বিভাগের আদ্রা, বোকারো স্টিল সিটি, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া স্টেশনে ফটো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। চক্রধরপুর বিভাগের চক্রধরপুর, ঝাড়সুগুড়া, টাটানগর এবং রৌরকেল্লা স্টেশন রাঁচি, হাতিয়া, বানো, পোকলা, গোবিন্দপুর রোড, মুড়ি, রামগড় ক্যান্ট এবং রাঁচি বিভাগের লোহারদাগা স্টেশন খড়গপুর ডিভিশনের খড়্গপুর, শালিমার, সাঁতরাগাছি, মেচেদা, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, বলেশ্বর, ঝাড়গ্রাম এবং ঘাটশিলা স্টেশন এদিন স্টেশনগুলোতেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর সময় দেশাত্মবোধক গান বাজানো হয়েছিল এবং অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য জনসাধারণ এবং যাত্রীদের জন্য বিভিন্ন স্টেশনে সেলফি পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের দ্বারিকনগর প্রাথমিক হাসপাতালের এক প্রসূতি মায়ের হাতে কিছু ফল তুলে দিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মানবদরদি বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা। ১৫-ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই দিনটিতেই প্রতিবছর তিনি গরিব দুঃখী থেকে শুরু করে হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের ফল বিতরণ করে থাকেন।

# আরজি করের মৃত চিকিৎসকের জন্য সুবিচারের দাবি জানিয়ে এবার সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

**দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৬ আগস্ট :** বিচারের আশায় পথে নেমেছিলেন রাজ্যের মহিলারা। স্বাধীনতা দিবসের আগের রাতে অভিনব প্রতিবাদ হয়েছে জেলায় জেলায়। আরজি করের মৃত চিকিৎসকের জন্য সুবিচারের দাবি জানিয়ে এবার সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। গোটা রাজ্য জুড়ে মহিলাদের এই প্রতিবাদকে 'স্যালুট' জানালেন তিনি। আর জি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার প্রতিবাদে উত্তাল গোটা রাজ্য। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন হাজার হাজার মহিলারা। স্লোগান উঠেছে উই ওয়ান্ট জাস্টিস। এবার

সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে প্রতিবাদ জানালেন হুগলির তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি আপনাদের সকলের সামনে এসেছি সাধারণ নাগরিক হিসাবে।

আমি একজনের মা, একজনের মেয়ে। আজ ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস। দেশ আমাদের স্বাধীন হয়েছে। আমরা কতটা স্বাধীন হয়েছি? সত্যিই কি আমরা স্বাধীন হয়েছি? আমরা কি স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারছি?' রচনা জানান, সারা ভারতবর্ষের মহিলারা কি আজ স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারছে? দিল্লি, মধ্যপ্রদেশ,

উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর সেখানে একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে। আমরা মেয়েরা কবে স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারব? সারা রাত ঘুমোইনি দেখেছি, ধন্যবাদ বলার কথা মনে আছে তো? আরজি কর নিয়ে সরব মমতা এরপরেই আরজি করের ঘটনা নিয়েও সরব হন যিনি। রচনা বলেন, 'কলকাতার আর জি করের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ,মুখে আনা যায় না যা ঘটেছে। আমরা প্রতিবাদের সুর তুলেছি, আওয়াজ তুলেছি, আমরা রাস্তায় হাঁটছি, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।' আরজি করকাণ্ডের প্রতিবাদে অরাজনৈতিক মঞ্চ ব্যবহার, সমালোচকদের

জবাব কৌশিকের গোটা রাজ্য জুড়ে মহিলারা বুধবার রাতে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। 'রাত দখল'-এর আওয়াজ তুলে প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই। সেই প্রতিবাদকে 'কুর্নিশ' জানিয়েছেন রচনা। তিনি বলেন, 'এরকম মহিলাদের আওয়াজ আমার মনে হয় না ভারতবর্ষে এর আগে কোথাও উঠেছে। তাই সব মহিলাদের আমি স্যালুট জানাই। আপনারা যা করেছেন তার জন্য আমি মহিলা হিসেবে আপনাদের সঙ্গে আছি। এই আওয়াজ উঠিয়ে রাখবেন যতক্ষণ না সুবিচার পায় ওই নির্যাতিতা। তাঁর বাবা-মা যেন সুবিচার পায়। দোষী যেন শাস্তি পায়।'

# দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সংযোগ ব্যবস্থা, সুরক্ষা ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে বিকাশের প্রদর্শন

**মালিগাঁও, ১৬ আগস্টঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে আড়ম্বরপূর্ণভাবে ও জাঁকজমতার মাধ্যমে দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে। মূল কর্মসূচি মালিগাঁওস্থিত এনএফআরএসএ কমপ্লেক্সে আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব রেলওয়ে পরিবারের সদস্য সহ বিশাল জনসমাবেশের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানে আরপিএফ জওয়ান, টেরিটোরিয়াল আর্মি, সিভিল ডিফেন্স, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং স্কুল পড়ুয়াদের দ্বারা এক আকর্ষণীয় গার্ড অব অনার প্রদর্শন করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েনির্মাণ-এর পক্ষ থেকেও ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েনির্মাণ-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধারী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েনির্মাণ কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন যথা তিনসুকিয়া, লামডিং, রঙিয়া, আলিপুরদুয়ার ও কাটিহারেও স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ডিভিশনগুলিতে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জেনারেল ম্যানেজার ভাষণ প্রসঙ্গে চলিত বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই

মাসের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এবং 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ চলমান পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে গর্বের সাথে আলোচনা করেন। পরিচালনামূলক দক্ষতা, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে এই জোনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি আলোকপাত করেন। নিউ জলপাইগুড়ি ও পাটনার মধ্যে ৩য় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করা, ৮ জোড়া মেলএক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা এবং ৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনের পরিষেবা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার সংযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করেছে। নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা ডাবল লাইন প্রকল্পের নিউ বঙাইগাঁও-আজারা সেকশন সম্পূর্ণ করা এবং ৭১০.৬৬ রুট কিলোমিটার বৈদ্যুতিকীকরণ করা সহ পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। সুরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১১টি স্টেশনে ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেম, ১২টি লেভেল ক্রসিং গেটে ইন্টারলক স্থাপন, ১০টি লেভেল ক্রসিং লুপ্ত করা এবং ২২টি রোড আন্ডার ব্রিজ ও ১৪টি রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। ১,০০০টিরও অধিক এলএইচবি এসি কোচকে ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১,৪১৭ কেডব্লিউপি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট চালু করেছে এবং মালিগাঁওয়ে আবর্জনা ফেলার একটি স্থানকে ইকো-পার্কে রূপান্তর করেছে। যাত্রী সুযোগ-সুবিধাগুলির উন্নতির ক্ষেত্রে ১৩টি স্টেশনে সংহত যাত্রী তথ্য ব্যবস্থার সাথে নতুন ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে, প্ল্যাটফর্ম উঁচু করা হয়েছে এবং টিকিট কাউন্টারগুলিতে ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যাত্রীবাহী ট্রেন থেকে ১৫ শতাংশ এবং পণ্যবাহী ট্রেন থেকে ৮ শতাংশ আয় বৃদ্ধি ঘটেছে। চারটি নতুন পণ্য টার্মিনাল এবং ১৬২.৩ কিলোমিটার সেকশন জুড়ে ঘণ্টা প্রতি ১১০ কিলোমিটার গতিবেগ বৃদ্ধির দ্বারা পরিচালনামূলক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বদা সতর্ক আরপিএফ কর্মীরা ২০৩ জন অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছেন, ২০ কোটি টাকা মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছেন এবং ৬ জনের জীবন রক্ষা করেছেন। পরে জেনারেল ম্যানেজার এনএফআরএসএ স্টেডিয়ামে একটি বক্সিং রিং, কর্মীদের জন্য নবনির্মিত আবাসন, ২৫ শয্যা বিশিষ্ট মহিলা আরপিএফ ব্যারাক, মালিগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে এগজিকিউটিভ কেবিন উদ্বোধন করেন।

এনএফআরডব্লিউডব্লিউও-এর সদস্যরাও মালিগাঁওয়ের কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করে এবং জাগৃতি স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে স্বাধীনতা দিবস পালন করেন। জেনারেল ম্যানেজার (নির্মাণ) ভাষণ প্রসঙ্গে, সংশ্লিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে রেলওয়ে ট্র্যাক ডাবলিং, রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন এবং সংযোগ ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা সম্পর্কিত চলমান একাধিক প্রকল্পের অগ্রগতির প্রশংসা করেন। একবার এই প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে।

## আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে গোরখপুর ট্রেন চলাচল শুরু

**গোরখপুর, ১৬ আগস্টঃ** যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ১৭, ১৯, ১৮, ১৮, ২০১৮ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে গোরখপুর হয়ে ০৪০৩২০৪০৩১ আনন্দ বিহার টার্মিনাস-সহরসা-আনন্দ বিহার টার্মিনাস বিশেষ ট্রেনের চলাচল শুরু করেছে। , ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩১ আগস্ট, ০১, ০২, ০৩, ০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৩ ২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ০১, ০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪, ২৬, ২৭ , ২৯ এবং ৩১ অক্টোবর, ২০২৪। এবং সহরসা থেকে ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১ আগস্ট , ১৩, ১৫, ১৬, ১৭। , ১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ০১, ০২, ০৪, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১৩, ১৪, , ১৬, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ অক্টোবর এবং ০১ নভেম্বর, ২০২৪-এ ৫৫ রাউন্ডের জন্য নিম্নলিখিতগুলি করা হবে। ০৪০৩২ আনন্দ বিহার টার্মিনাস-সহরসা বিশেষ ট্রেনটি আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে ০৫.১৫ টায়, গাজিয়াবাদ থেকে ০৫.৫০ টায়, মোরাদাবাদ ০৮.৩৫ টায়, বেরেলি ১০.১২ টায়, শাহজাহানপুর ১১.২২ টায়, ১৬.১৩ টায় ঘন্টা, বাস্তি এ ১৭.৫০ ঘটিকায়, গোরক্ষপুর থেকে ১৯.৪০ টায়, কাপ্তানগঞ্জ থেকে ২০.৪৭ টায়, বাঘা থেকে ২৩.২০ টায়, নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে ০০.২০ টায়, রাক্সৌল থেকে ০১.১৫ ঘটিকায়, ২.০ টায় ৫ ঘন্টা, থেকে জনকপুর রোড ০৩.১৭ টায়, দারভাঙ্গা থেকে ০৫.২০ টায়, সাক্রি থেকে ০৬.০২ টায়, ঝাঁঝাড়পুর থেকে ০৮.০৫ টায়, নির্মালি থেকে ০৯.০০ টায়, সরাইগড় থেকে ০৯.০০ টায়, এবং ০৯.০০ টায় সকাল ৩ টায়। এবং পৌঁছাবে সহরসা ১০.৩০ টায়।

## মেট্রো রেলওয়ের স্বাধীনতা দিবস পালন

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্ট :** মেট্রো রেলওয়ে আজ ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস পালন করেছেন শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে মেট্রো রেল ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং মেট্রো আরপিএফ-র প্যারেড পরিদর্শন করেন। মহাব্যবস্থাপক তার বক্তব্যে মেট্রো রেলওয়ের বিভিন্ন খাতে অর্জনের কথা তুলে ধরেন। কলকাতা মেট্রো দেশের প্রথম মেট্রো এবং খুব শীঘ্রই এটি যাত্রীদের পরিষেবার ৪০ গৌরবময় বছর পূর্ণ করতে চলেছে। এই ৪০ বছরে, মেট্রো ব্যবস্থা শহরের প্রায় প্রতিটি কোণে পৌঁছেছে এবং এখন দেশে প্রথমবারের মতো হুগলি নদীর তলদেশে ভ্রমণ করছে। তিনি জানিয়েছেন যে খুব শীঘ্রই মেট্রো নতুন গন্তব্যে পৌঁছবে এবং আরও অনেক মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। শ্রী রেড্ডি তার বক্তৃতায় মেট্রো রেলের চমৎকার কর্মক্ষমতা তুলে ধরেন এটি এপ্রিল, ২০২৩ থেকে মার্চ, ২০২৪ সময়কালে ১৯.২৫ কোটি যাত্রী বহন করেছে যা আগের বছরের তুলনায় ৮.৮ বেশি চলতি অর্থবছর ২০২৪-২৫ (জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত), মেট্রো রেলওয়ে ১১৯.৯৫ কোটি টাকা আয় করেছে যা আগের বছরের তুলনায় ১৫.৪১ বেশি চলতি অর্থবছরে কলকাতা মেট্রোর পরিচালন অনুপাতের উন্নতি হয়েছে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের (জুলাই, ২০২৪ পর্যন্ত) পরিচালন অনুপাত ২৪৫ হয়েছে যা আগের বছরের তুলনায় ১১.২৩ উন্নতি এছাড়াও, তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে আরও বেশি সংখ্যক মেট্রো যাত্রীরা ডিজিটাল পেমেন্ট মোড ব্যবহার করছেন যা তাদের টোকেন, স্মার্ট কার্ড, কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কেনার পাশাপাশি স্মার্ট কার্ডগুলি খুব সহজেই রিচার্জ করতে সহায়তা করছে মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।


**Name Change**
I, Soumen Deb (old name) S/O Shambhu Deb, residing at 1/8, Shyama Charan Chakraborty Lane, P.O. & P.S.- Baranagar, Barrackpore, Dist.- North 24 Pgs, Pin-700036, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Somen Deb (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Somen Deb (new name) and Soumen Deb (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Nazmul Islam (old name) S/O Rahim Baks Sardar, residing at Vill.-Kazirati, P.O.- Rajendrapur, P.S.-Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743271, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nazmul Islam Sardar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Nazmul Islam Sardar (new name) and Nazmul Islam (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Jakir Hossain (old name) S/O Abul Hassan, residing at Vill. & P.O.- Ghona, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Jakir Hossain (new name) vide an affidavit sworn before the 1st Class Judicial Magistrate at Basirhat on 06/08/2024. Md Jakir Hossain (new name) and Jakir Hossain (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Munia Bibi & Munia Khatun (old name) W/O Hasanuzzaman Mondal, residing at Vill.- Sonakenia, P.O.- Sonakenia, P.S.- Habra, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743271, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Munia Khatun Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Munia Khatun Bibi (new name) and Munia Bibi & Munia Khatun (old name) all are same identical person.

**Name Change**
I, Dali Bibi (old name) W/O Abbas Ali Khan, residing at Uttar Chakmir Fakir Para, P.O.- Maheshtala, P.S.- Maheshtala, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700142, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Dali Bibi Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Dali Bibi Khan (new name) and Dali Bibi (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Abbas Ali Molla (old name) S/O Aolad Ali Khan, residing at Uttar Chakmir Fakir Para, P.O.- Maheshtala, P.S.- Maheshtala, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700142, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abbas Ali Khan (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Abbas Ali Khan (new name) and Abbas Ali Molla (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Nurnehar Khatun (old name) W/O Esarul Haque Gazi, residing at Vill.- Kandarpapur, P.O.- Srinagar, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743428, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nurnehar Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Nurnehar Bibi (new name) and Nurnehar Khatun (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Mohammad Ehsarul Haque Gazi (old name) S/O Ahid Box Gazi, residing at Vill.- Kandarpapur, P.O.- Srinagar, P.S.- Matia, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743428, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Esarul Haque Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Esarul Haque Gazi (new name) and Mohammad Ehsarul Haque Gazi (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Afchar Molla (old name) S/O Gohor Molla, residing at Vill & P.O.- Belgoria, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Afchhar Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Afchhar Molla (new name) and Afchar Molla (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Sahid Molla (old name) S/O Afchhar Molla, residing at Vill & P.O.- Belgoria, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sahidul Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Sahidul Molla (new name) and Sahid Molla (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I, Rajkamal Jaiswal(old name) S/O Rajkumar Jaiswal , residing at Chakraborty Lodge, Sreekanan Bansdroni, Kolkata Pin-700070, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rajkamal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 16/08/2024. Rajkamal (new name) and Rajkamal Jaiswal(old name) both are same identical person.ROUF

**Name Change**
I, Rita Kothari (old name) W/O Samir Kothari, residing at 182A, N.S.C. Bose Road, Regent Park S.O. Kolkata, 700040, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rita Samir Kothari (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 13/08/2024. Rita Samir Kothari (new name) and Rita Kothari (old name) both are same identical person.

**Name Change**
I,RITUPARNA ROY (OLD NAME), DAUGHTER OF MRINAL KANTI MITRA, RESIDING AT CHAMPAHATI,PS-BARUIPUR, SOUTH24PARGANAS - 743330,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RITUPARNA MITRA(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2024.THAT RITUPARNA ROY AND RITUPARNA MITRA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I,REV DAVID ROY(OLD NAME),SON OF CHHOBINDRA NATH ROY, RESIDING AT ST STEPHENS SCHOOL DOYABARI PASTORATE, PS-RANAGHAT, NADIA-741256,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DAVID ROY(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2024.THAT REV DAVID ROY AND DAVID ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**নাম পরিবর্তন**
আমার ছেলে, ক্ষিতিশ মুরারকা, এস / ও শ্রীমতি ন্যান্সি গুপ্তা, মণি কালা ১ডিএ, ১৫৬সি, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪-এ বসবাসকারী এখন থেকে ক্ষিতীশ গুপ্ত নামে পরিচিত হবেন যা হলফনামা নং ৬৯ এবি ০৬৩৮৩৫ ২২.০২.২০২৪ তারিখের মাধ্যমে কলকাতার প্রথম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষিতীশ মুরারকা এবং ক্ষিতীশ গুপ্ত উভয়ই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

**Name Change**
I, KAMAL SARDAR,SON OF ABDUL MANNAN, RESIDING AT 29 GOPAL MASTER LANE, MAHARANI INDIRA DEVI ROAD, PARNASREE, KOLKATA -700060, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD KAMAL SARDAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2024. THAT KAMAL SARDAR AND MD KAMAL SARDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I,NAFISA KHATUN & NAFISHA KHATOON, DAUGHTER OF MD KAMAL SARDAR, RESIDING AT 128 MAHARANI INDIRA DEVI ROAD,4TH FLOOR, PO&PS-PARNASREE, KOLKATA - 700060,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAFISHA KHATUN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 16/08/2024.THAT NAFISA KHATUN & NAFISHA KHATOON ALSO NAFISHA KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**
I, (Old Name) SUMITRA SATISH CHANDRA BISWAS W/o- SATISH CHANDRA BISWAS, Residing at, Vill- Balurbadh, Post- Surjapur, Ps-Dalkhola, Dist- Uttar Dinajpur, Pin- 733209, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUMITRA SATISH CHANDRA BISWAS To SUMI RANI BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUMI RANI BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, SUMI RANI BISWAS and SUMITRA SATISH CHANDRA BISWAS both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) JAMSED KHAN S/o- ABDULLA HAQUE KHAN, Residing at, Vill- Patpukur, Post- Patpukur, Ps- Nakashipara, Dist- Nadia, Pin- 741154, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JAMSED KHAN To JAMSED ALI KHAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAMSED ALI KHAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, JAMSED ALI KHAN and JAMSED KHAN both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) ASADULLAH S/o- LATE MOHASEN ALI, Residing at, Vill- Jhabra gainpara, Post- Sujapur, Ps- Kaliachak, Dist-Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ASADULLAH To ASADULLA HOQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ASADULLA HOQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, ASADULLA HOQUE and ASADULLAH both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, (Old Name) KAJOLI BIBI W/o- HANIF SK, Residing at, Vill- Faphar, Post- Bil Telkar Dafarpur, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KAJOLI BIBI To MAMDUDATUN BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAMDUDATUN BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, MAMDUDATUN BIBI and KAJOLI BIBI both are Same and one identical person.

**Name Change**
I, Dukhiram Chowdhury S/o. Tarapada Chowdhury R/o. 22, Panchanantala Road, P.O.- Sarat Bose Road, P.S.- Rabindra Sarovar, Kolkata-700029 shall henceforth be known as Dhukiram Chowdhury. I declare that Dhukiram Chowdhury and Dukhiram Chowdhury is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-08-2024.

**Name Change**
I, Asim Saha S/o. Ajit Saha R/o. 24, West Kamalapur Arabinda Sarani, P.O.-Dum Dum Cantonment, P.S.- Dum Dum, Dist.- 24 Pgs.(N), Pin-700028 shall henceforth be known as Ashim Saha I declare that Ashim Saha and Asim Saha is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-08-2024.

**Name Change**
I, Rajibul Saikh S/o. Kasem Shaikh R/o. Vill. – Durgapur, P.O.- Bangaljhi, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin- 741123 shall henceforth be known as Rajibul Shaikh. I declare that Rajibul Shaikh and Rajibul Saikh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 16-08-2024.

**Name Change**
I, Mrs. Chandni Karnani, W/o – Asish Karnani, residing at 9/1, Lower Rawdon Street, Block – A, 3rd Floor, L R Sarani, P.S. – Ballygunge, Kolkata – 700020, do hearby declare and confirm that I have changed my name from Chandni Mohindra to Chandni Karnani and hence forth I shall be known as Chandni Karnani for all intents and purposes and have sworn an affidavit before the First Class Judicial Magistrate at Calcutta, vide Affidavit No. 3810 dated 24th July 2024. Chandni Karnani and Chandni Mohindra is the same and identical person.

# জিআই স্বীকৃতি মিলতেই তৎপরতা, বাড়ছে কালো নুনিয়া চাষের এলাকা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৬ আগস্ট ঃ আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন বর্তমানে যতটা এলাকায় কালো নুনিয়া ধান চাষ হয় এলাকায়, তার চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি পরিমাণ জমিতে ধান চাষে তৎপর হয়েছে বলে খবর মিলেছে। আমনের মরশুম শুরুর অনেক আগে থেকেই এব্যাপারে জেলা কৃষি দপ্তর চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ শুরু করেছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, ' তো সুগন্ধী দেশি জাতের কালো নুনিয়া চালের জিআই স্বীকৃতি মিলেছে। তাই জৈব উপায়ে ওই ধান চাষের এলাকা বাড়াতে চাষিদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। সব ঠিক থাকলে আলিপুরদুয়ারে উৎপাদিত কালো নুনিয়া চাল বিদেশের বাজারেও যাবে। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, জেলায় সাধারণত ১৮০ হেক্টর জমিতে কালো নুনিয়া ধান চাষ হয়। চলতি মরশুমে অন্তত ৫০০ হেক্টর জমিতে এই চাষ হবে বলে জানতে পারা গেছে। এর জন্য ইতিমধ্যেই প্রচার চালিয়েছে কৃষি দপ্তর। এখন মূলত যেটুকু পরিমাণ জমিতে ওই ধানের চাষ হচ্ছে, তা চাষিরা নিজেদের খাওয়ার জন্যই সামান্য পরিমাণে উৎপাদন করেন। পিঠেপুলি থেকে পায়েস, খিচুড়ি, পারিবারিক কোনও অনুষ্ঠানে সুগন্ধী চালের প্রয়োজন হলে নিজেদের চাষের কালো নুনিয়া চালে চাষিরা প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। অধিকাংশ চাষি তাঁদের বেশিরভাগ জমিতে উচ্চফলনশীল ধানের চাষ করে থাকেন। ফালাকাটা-পূর্ব কাঁঠালবাড়ির চাষিদের বক্তব্য, কালো নুনিয়া ধান চাষ করলে প্রতি বিঘা জমিতে পাঁচ মন ধান উৎপাদন হয়। চাষের সময় লাগে প্রায় চার মাস। সুগন্ধী ওই ধান চাষ করে লাভ না হওয়ায় নিজেদের খাবারের জন্য সামান্য একখণ্ড জমিতেই কেউ কেউ চাষ করেন। বাজারে প্রতি কেজি চাল ৯০ টাকায় বিক্রি হলেও চাষিদের ৬০-৭০ টাকা কেজি দরে ওই চাল বিক্রি করতে হয় বলে জানা গেছে। তবে জিআই স্বীকৃতি মেলায় আগামীদিনে চালের দর ও বাজারে চাহিদা বাড়তে পারে মনে করা হচ্ছে। জেলা কৃষি দপ্তরের এক আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এতদিন আলিপুরদুয়ার জেলায় বাণিজ্যিক ভাবে কালো নুনিয়া চাষ হত না। তবে জৈব পদ্ধতিতে কালো নুনিয়া চালের প্রতি কুমারগ্রামের চাষিদের একাংশের মধ্যে আগ্রহ বেড়েছে। তাঁরা এর আগে স্থানীয়ভাবে সেই চাল উৎপাদন করে বিক্রিও করছেন। সেই আগ্রহ জেলার অন্যান্য এলাকার চাষিদের মধ্যেও যাতে ছড়িয়ে পড়ে, প্রশাসনের তরফে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

# জলের ট্যাঙ্ক পরিদর্শনে ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৬ আগস্ট ঃ ১৬ আগস্ট শুক্রবার সকাল ৯ টা নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালীপুর গ্রামের কলোনি পাড়ায় উল্টে ভেঙে পড়া সাবমারসিবল পাম্পের জলের ট্যাঙ্ক পরিদর্শনে আসেন ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার। কয়েকদিন আগেই পাম্পটি বসানো হয় এবং দুদিন আগে জলের ট্যাংক বসিয়ে জল সরবরাহ করা হচ্ছিল। বাসিন্দারা জানান অতি নিম্ন মানের কাজ হয়েছে। গতকাল দুপুর সাড়ে বারোটা হঠাৎ সদ্য নির্মিত জল ভর্তি অবস্থায় হুড়মুড়িয়ে উল্টে ভেঙে পড়ে যায়। ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার জানান এটি আমাদের ব্লকের কাজ নয়, জেলায় আমরা জানাবো বিষয়টি। ভেঙে পড়া প্রসঙ্গে বেলা সাড়ে ১০ টা নাগাদ স্থানীয় বাসিন্দা, ব্লকের সিপিআইএম, বিজেপি ও তৃণমূলের নেতৃত্বরা ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেন। বিডিও রজত রঞ্জন দাস জানান, আমার দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার কে পাঠিয়েছিলাম। উনি সরজমিনে খতিয়ে দেখে এসেছেন। যদিও কাজটি আমাদের নয় আমরা জেলা আধিকারিকদের জানাবো।


**চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস**

ওপেন ই-টেন্ডার

নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in লিঙ্কের অধীনে দেখা যাবে। [illegible]

প্রতিষ্ঠা। (গ) ক্যাব রুফ টপ অ্যান্টেনা সমেত লোকো কবচ সিস্টেম এবং এলটিই রাউটার-এর সম্পূর্ণ ওয়্যারিং, হারনেসিং, কেবেলিং এবং সংযুক্তিকরণ। ত্রুটি সংশোধনের দায়িত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ ১৫ বছরের মেয়াদের জন্য। [ওয়ারেন্টি মেয়াদ : ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]; ১০,০০০.০০ সেট; ₹৫০০০০০০.০০; ০৪.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা।

PR8/576 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways



**জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত**

(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)

গ্রাম + পোষ্ট ঃ- জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর, জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬

**ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি**

প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ NIT - 10/24-25 ,Jau/714 dated 16.8.24.

বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং www.wbtender.com-তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫ টার মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত



**NARUGRAM GRAM PANCHAYAT**
**(Raina-I Panchayat Samity)**
**NOTICE INVITING e-TENDER**
**No.::WB/RAINA-I/NGP/eNIT-12**

E-Tender are invited by the Prodhan, Narugram Gram Panchayat Raina-I Panchayat Samity,for 4(Four)different works. Date of closing of Submission Technical Bid & Financial Bid(Online): **20/08/2024 at 18:00 Hrs**. Bid Opening Date & Time for Technical Bid (online): **22/08/2024 18:00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Narugram Gram Panchayat**



**DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT**

NOTICE INVITING-E.TENDER Office of the Dhulasimla Gram Panchayat Nit no-16 to 20 Bid Submission Start Date- 16/08/2024 at 6.00 PM Bid Submission End Date-23/08/2024 at 6.00 PM http://www.wbtenders.gov.in



**পূর্ব রেলওয়ে**

সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ আসানসোল ডিভিসনে মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিবরণ নিম্নোলিখিত তালিকা অনুযায়ীঃ

১। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-এসএমইউ-২৪-১২। ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং./ক্যাটিগরি; ই-অকশন-এর তারিখ/সময় ও কাজের বিবরণ** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **সিএটিজি-এএসএন-জেএসএমই-এসএমইউ-৮৫-২৪-৩**;২৬-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর অধীনে যসিডী রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি এ) প্ল্যাটফর্ম নং১-এ হ্যান্ড পাম্প নং ২ ও ওয়াটার ট্যাপ নং ১১, ১২ ও ১৩-এর মধ্যবর্তী মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। তপশিলী জাতির (এসসি) জন্য সংরক্ষিত। ২; এএ/১; **সিএটিজি-এএসএন-জেএসএমই-এসএমইউ-৮৭-২৪-২**; ২৬-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য স্পেশাল মাইনর ইউনিট (এসএমইউ)-এর অধীনে যসিডী রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি এ) প্ল্যাটফর্ম নং২-এর মধ্যবর্তী শেডের নীচে ওএইচই পোস্ট নং ৩২২/২৭ ও এফওবি কলাম-এর মধ্যবর্তী মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। অন্যান্য অনগ্রসর জাতির (ওবিসি) জন্য সংরক্ষিত।

২। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-জিএমইউ-২৪-১৩। ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং./ক্যাটিগরি; ই-অকশন-এর তারিখ/সময় ও কাজের বিবরণ** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **সিএটিজি-এএসএন-ওওয়াইআর-জিএমইউ-২২-২৩-১**;২৭-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য জেনারেল মাইনর ইউনিট-এর অধীনে ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি ই) প্ল্যাটফর্ম নং১-২-এ মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। ২; এএ/২;**সিএটিজি-এএসএন-ডিইউজে-জিএমইউ-১৩-২৪-১**;২৭-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য জেনারেল মাইনর ইউনিট-এর অধীনে দুবরাজপুর রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি ই) প্ল্যাটফর্ম নং১-এ ইলেক্ট্রিক স্টোরের নিকটে মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। ৩; এএ/৩; **সিএটিজি-এএসএন-কেজেএমই-জিএমইউ-১৫-২৪-১**;২৭-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য জেনারেল মাইনর ইউনিট-এর অধীনে কাজোড়াগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি ই) প্ল্যাটফর্ম নং১-এ অন্ডাল প্রান্তের প্ল্যাটফর্ম শেডের নিকটে মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। মহিলাদের জন্য চিহ্নিত। ৪;এএ/৪; **সিএটিজি-এএসএন-ওওয়াইআর-জিএমইউ-২৩-২৪-১**;২৭-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য জেনারেল মাইনর ইউনিট-এর অধীনে ওয়ারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি ই) প্ল্যাটফর্ম নং৩-৪-এ মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। ৫; এএ/৫; **সিএটিজি-এএসএন-এমএনএই-জিএমইউ-১৬-২৪-১**;২৭-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য জেনারেল মাইনর ইউনিট-এর অধীনে মানকর রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি ডি) প্ল্যাটফর্ম নং১-২-এ মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। ৬; এএ/৬; **সিএটিজি-এএসএন-সিএএম-জিএমইউ-৬৬-২৪-১**;২৭-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য ছোটা আম্বোনা (ক্যাটিগরি ই) রেলওয়ে স্টেশনে আপ প্ল্যাটফর্মে মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। ৭; এএ/৭; **সিএটিজি-এএসএন-সিএএম-জিএমইউ-৬৭-২৪-১**;২৭-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য ছোটা আম্বোনা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি ই) ডাউন প্ল্যাটফর্মে মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০'x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। ৮; এএ/৮; **সিএটিজি-এএসএন-ইউকেএ-জিএমইউ-১৪-২৪-১**;২৭-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে উখরা রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি ই) প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ সাঁইথিয়া প্রান্তে প্ল্যাটফর্ম শেডের নিকটে মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।

৩। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-জিএমইউ-২৪-১৪। এসইকিউ নং; লট নং./ক্যাটিগরি; ই-অকশন-এর তারিখ/সময় ও কাজের বিবরণ** নিম্নরূপঃ এএ/১; **সিএটিজি-এএসএন-ইউএলটি-জিএমইউ-৭২-২৪-২**; ৩০-০৮-২৪, দুপুর ১২টা ও ৫ বছর সময়কালের জন্য জেনারেল মাইনর ইউনিটের অধীনে কুলটি রেলওয়ে স্টেশনে (ক্যাটিগরি ডি) প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ এসএম স্টোরের নিকটে মডিউলার ক্যাটারিং স্টল ১০' x৬' (৬০ বর্গফুট)-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা। সম্পূর্ণ বিবরণ ও প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য সকল সম্ভাব্য বিডারদের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

(ASN-148/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter



**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজিডব্লু-২৭২-২৫২-টি১-৫৭, তারিখঃ ১২.০৮.২০২৪।** চিফ সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট/এইচকিউ, পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনুরূপ ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং ন্যূনতম যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণকারী অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত কন্ট্রাক্টরদের থেকে নির্ধারিত ফর্মে 'ওপেন' ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের কবচ সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কিত ২০৯৩ কিমি সম্পূর্ণ যাত্রাপথে স্টেশন, এলসি গেট, আইবি/অটো হাট জুড়ে ড্রোনের মাধ্যমে জরিপসহ ল্যাটিস/মোনোপোল টাওয়ার স্থাপনের জন্য রেডিও সিগন্যাল স্ট্রেস্থ ইন্ডিকেটর (আরএসএসআই) ও প্রাথমিক জরিপ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬,১৬,২৩,০০৮.১০ টাকা। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে ঃ** ৪,৫৮,১০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার নথিপত্র অনলাইন জমার (বন্ধের) শেষ তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৯.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ৯০ দিন। **ওয়েবসাইটের ঠিকানা, তারিখ ও সময় যখন থেকে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এ ১২.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে। **খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৯.২০২৪ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিট। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার বিড জমা দেওয়া যাবে ঃ** ১) বিড শুধুমাত্র অনলাইনে জমা দেওয়া যাবে। ২) টেন্ডারদাতাদের ই-টেন্ডার সিস্টেমে অংশগ্রহণের জন্য ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ইপ্রোকিওরমেন্ট সিস্টেম (আইআরইপিএস) সাইটে অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এ নাম রেজিস্টার করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধনী/সংযোজনী, যদি থাকে, শুধুমাত্র সাইটে পোস্ট করা হবে। ৩) বিডারগণ তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড শুধুমাত্র বন্ধের তারিখ ও সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। ৪) এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল বিড/প্রস্তাবের অনুমোদন নেই। কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা অগ্রাহ্য করা হবে।

(CON-47/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজ পূর্ণ মর্যাদায় ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হল জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি এর করণ প্রাঙ্গণে। পতাকা উত্তোলন এবং কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করলেন জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি শমা পারভিন, আই.এ.এস । দেশাত্মবোধক সংগীত, নাচ, গান ও আবৃত্তি সহযোগে অনুষ্ঠানটি এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করল।

# খেলা হবে দিবস উদ্‌যাপন মালদায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ আগস্ট ঃ এদিন শুক্রবার দুপুরে মালদা টাউন হলে খেলা হবে দিবস উদ্‌যাপন করা হয় মালদা জেলা প্রশাসন এবং জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতির লিপিকা বর্মন, বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, সাবিত্রী মিত্র, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরীর সহ জন প্রতিনিধি ও আধিকারিকেরা। এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ক্ষুদে খেলোয়াড়রা মালদা টাউন হলে উপস্থিত হয়ে খেলা হবে দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে শামিল হয়। সারা রাজ্যের পাশাপাশি মালদা জেলাতেও খেলার মানকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে তা নিয়েও আলোচনা করেন অনুষ্ঠানে আগত আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা।

# অস্থায়ীভাবে বন্ধ হল নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ১৬ আগস্ট ঃ নকশালবাড়ি গ্রামীন হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের ঔষধ সেবা কেন্দ্র অস্থায়ীভাবে বন্ধ হল। নোটিশ ঝুলিয়ে পরিষেবা বন্ধ করার ঘোষণা দোকানের সামনে! পরিষেবা বন্ধ হতেই সমস্যায় রোগী ও রোগীর পরিজনেরা। ওষুধ নিতে এসে ঘুরে যেতে হচ্ছে সকলকেই। ২০১৪ সালে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই ন্যায্যমূল্যের ওষুধ সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। ৬০ শতাংশ কম দামে ওষুধ পাওয়া যেত। পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় অসুবিধা বাড়বে, মত সকলকের! দ্রুত এই সেবা চালু করার দাবি জানান রোগীর পরিজনেরা। তবে টেন্ডার শেষ হওয়ার জন্য এই পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমাধান হবে এবং ন্যায্যমূল্যের ওষুধ সেবা কেন্দ্র চালু হবে টেলিফোনে জানান নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ কুন্তল ঘোষ।

# রোড সেফটির জন্য ১০০ টি ব্যারিয়াল প্রদান গাজোল পুলিশকে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৬ আগস্ট ঃ মালদার গাজোলে রোড সেফটির জন্য গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে গাজোল থানার পুলিশের হাতে ১০০ টি ব্যরিয়াল তুলে দিলেন ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিধানচন্দ্র রায় সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এবং গাজোল থানার আইসি চন্দ্রশেখর ঘোষাল , গাজোল কদুবাড়ি মালদা জেলা হাইওয়ে ট্রাফিক পুলিশ দপ্তরের ইনচার্জ মনসুর আলী সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা । এইদিন বিধানচন্দ্র রায় বলেন আমরা লক্ষ্য করছি গাজোলের বিভিন্ন জায়গায় দিন দিন পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে । তাই রোড সেফটির জন্য গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে গাজোল থানার পুলিশ প্রশাসনের হাতে ১০০ টি বেড়িয়াল তুলে দেওয়া হল ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে। তিনি আরো বলেন জনসাধারণকে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ আইন মেনে চলতে হবে, আস্তে গাড়ি চালান জীবন বাঁচান , হেলমেট পড়ে মোটরবাইক চালান জীবন বাঁচান। সময়ের চেয়ে.জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তাই 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ' আইন মেনে চলুন।


**ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE**
**SNIT No.-EE/MID/SNIT-13/ 2024-25**

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **20/08/ 2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in**

**Sd/- Executive Engineer**
**Malda Irrigation Division**
**Green Park, Malda**



**জে আর ডি ফাইন্যান্স লিমিটেড**

রেজি অফিসঃ ১ / ২ এ , বিপ্লবী অনুকুল চন্দ্রা স্ট্রিট, ৫ম তলা, রুম নং ৫ জি, কলকাতা - ৭০০ ০৭২

টেলিফোনঃ ৯১ ৩৩ ৪০০৬ ৬০৬২

ইমেইল আইডি ঃ in.jrd@gmail.com

ওয়েবসাইটঃ www.jrdfinance.com

CIN: L65999WB1993PLCO58107

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির ৩১ তম বার্ষিক সাধারণ সভা বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এ দুপুর ১.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ১ / ১ এ, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রীট, ৫ম তলা, রুম নং ৫জি, কলকাতা - ৭০০ ০৭২।

আরও, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে এর অধীনে প্রাসঙ্গিক নিয়ম এবং সেবি এর রেগুলেশন ৪২ এর সাথে পড়ুন (সেবিআই এবং লিস্টিং ডিসক্লোজার প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫, কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয়দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।

জে আর ডি ফাইন্যান্স লিমিটেডের জন্য
স্বা /- পৃথা সিনহা পান্ডে
(কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৩.০৮.২০২৪



**E-TENDER INVITING NOTICE**
**Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-07(2nd call)/ 2024-25**
**(Memo No. : 1863/Dev. Dated : 16.08.2024)**

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of Two (2) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in https://wbtentlers.gov.in & https://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

**Sd/-**
**Executive Officer**
**Bally Jagacha Panchayat Samity**



**NOTICE INVITING e-TENDER**

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-10/2024- 25(2 nd Call) of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 04(Four) nos. works/ Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_7735091_1 to 2024_DM_735091_4. Document download/ sell starting from 16.08.2024 up to 22.08.2024 16.00 PM. Bid submission starting from 16.08.2024 up to 22.08.2024 at 16:00 PM. And Opening on 24.08.2024 at 16:05 A.M. For details please visit website.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**



**OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY**
**At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213**
**Memo. No. 644/EO/JLD-II, Dated: 16/08/2024**
**Notice**

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as 2 nd Call follows: NIeT No.-02(e)/EO/JLD- II/2024-25 for 6 nos. scheme (Tender ID 2024_ZPHD_709771_10 to 2024_ZPHD_709771_15) within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 23.08.2024 up to 5-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Executive Officer**
**Jhalda-II Panchayat Samity**



**Office of The Executive Officer**
**Purbasthali-I Panchayat Samity**
**SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN**
**NOTICE INVITING e-TENDER**

1.e-Tender Reference No-P-I/23/864/EO/2024-25, Dated-13/08/2024 Tender ID: 2024_ZPHD_733722_1 to 6 has been floated 6nos tender at different place under Purbasthali-I Panchayat Samity. Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/- Executive Officer
**Purbasthali-I Panchayat Samity**
**Srirampur, Purba Bardhaman**



Tender ID: 2024_ZPHD_733941_1, 2024_ZPHD_734036_1, 2024_ZPHD_734124_1, 2024_ZPHD_734189_1, 2024_ZPHD_734212_1, 2024_ZPHD_734240_1 2024_ZPHD_734262_1, 2024_ZPHD_734369_1, 2024_ZPHD_734408_1, 2024_ZPHD_734742_1, 2024_ZPHD_734748_1, 2024_ZPHD_734755_1, 2024_ZPHD_734759_1. Bid submission starting from 16.08.2024. Bid submission end date: 24.08.2024. Date Opening of Bid: 28.08.2024. For details visit office of the undersigned.

**Sd/-Prodhan**
**Simulpur Gram Panchayat**



**PUBLIC NOTICE**

**NOTICE** is hereby given that Share Certificate No. 517 for 1020 shares bearing Folio No. BIB0223, and distinctive nos. 153715 to 154734 (both inclusive) of Balmer Lawrie Investments Ltd, having its registered office at 21, Netaji Subhash Road, Kolkata, West Bengal, 700001, registered in the name of late Mrs. Manijeh Nowrojee Burjorjee has been lost. The shares have been transferred to the Investor Education & Protection Fund (IEPF) Authority.

I, being the Claimant shall be applying to the IEPF Authority/Company for re-credit of the shares transferred as per the IEPF rules. Any person having any objection to the re-credit of the shares covered in the said original share certificates to the applicant/claimant, is requested to lodge his/her objection thereto with the company at the above address or with their registrars, C B MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LTD., Rasoi Court, 5th Floor, 20, Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata, West Bengal, 700001 in writing, within 15 days from the date of publication of this notice.

**Name Applicant:**
**Mrs. Zenobya Sarosh Burjorjee,**
**& Address: 288, 18th D Main,**
**6th Block, Koramangala,**
**Bangalore South, Bangalore 560095**
**Place: Kolkata, Date: 17.08.2024,**



**JANGIPUR MUNICIPALITY**
**P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad**
**e-TENDER NOTICE**

**NIeT No: MAD/ULB/JM/DEV/NIeT1/24-25(1st Call)**, e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 06 Nos Construction of C.C Road in ward no 10, 11, 12, 19, 20 & 21 within Jangipur Municipality, **Tender ID: 2024_MAD_734785_1 to _6**, Publish Date: **17/08/2024 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **17/08/2024 at at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **31/08/2024 at 18:00 IST.** The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-Chairman**
**Jangipur Municipality**



**হাওড়া পৌরনিগম**

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

ফোন - ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্স - ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩

আমাদের দেখুন www.,nyhme.in

সংরক্ষণ বিভাগ

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি

এইচএমসির নির্বাহী প্রকৌশলী নীচে দেওয়া হিসাবে ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের জমা দিতে হবে। বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, ১৩, টি, আইটিআর, ট্রেড লিউসিজ এবং শংসাপত্র সহ।

| ক্রম নং | কাজের নাম | টেন্ডার নং এবং তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী এবং এর কাঠামো অপসারণ গঙ্গা ঘাটের বিভিন্ন ৮ নম্বর সরস্বতী মূর্তি এবং আই ও নং পুকুরের সংখ্যা এবং তোলা, কানের দুল এবং ডাম্পিং ছাপ এবং পূজার নৈবেদ্য সম্পর্কিত বিজিটি-এর উপকরণ নদী ও পুকুরের ঘাটের পাশে উপকরণ ডাম্পিং ২০২৪-২০২৫ সালের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ওয়ার্ড নং-০১ থেকে ৫০ পর্যন্ত এইচএমসি-র অধীনে | নং -০০৫ / কনস / ২২-২৩ তারিখ - ১৪/ ০৮ / ২০২৪ |

বিড জমা দেওয়ার শেষ (অনলাইন) তারিখঃ ০২ / ০৯/ ২০২৪ **বিকাল ৫.০০** পর্যন্ত অনুগ্রহ করে দেখুন ঃ https://wbtenders.gov.in.

৩৫ (৩) ২৪-২৫
১৬ / ০৮ / ২৪

নির্বাহী প্রকৌশলী
হাওড়া পৌরনিগম



**পাবলিক ঘোষণা**

**(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ১০২ এর অধীনে)**
**এর ক্রেডিটরদের মনোযোগের জন্য**
**এম আর গোপাল পোদ্দার ব্যক্তিগত গ্যারান্টর / দেনাদার**

| ক্রম নং | প্রাসঙ্গিক বিবরণ | |
|---|---|---|
| ১ | ব্যক্তিগত গ্যারান্টারের নাম | শ্রী গোপাল পোদ্দার |
| ২ | ব্যক্তিগত গ্যারান্টারের ঠিকানা | At- 25A, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় তলা, 'দ্য লিগ্যাসি' কলকাতা-৭০০০ ১৭ এছাড়াও- ১৪, অশোকা রোড, কলকাতা-৭০০০২৭ |
| ৩ | আবেদনপত্র গ্রহণের আদেশের বিবরণ | মাননীয় NCLT-কলকাতা বেঞ্চ CP(IB) No-161(KB) ২০২১-এ ১৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে- লিমটেক্স টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত গ্যারান্টর মিঃ গোপাল পোদ্দার-এর বিরুদ্ধে দেউলিয়াতা সমাধান প্রক্রিয়া স্বীকার করেছে |
| ৪ | IBC, ২০১৬ এর অধীনে ব্যক্তিগত গ্যারান্টারের ক্ষেত্রে সলভেন্সি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার তারিখ | ১৩ আগস্ট ২০২৪ |
| ৫ | রেজোলিউশন প্রফেশনাল হিসেবে কাজ করা দেউলিয়া পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর | নামঃ রাকেশ কুমার আগরওয়াল রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ IBBI/IPA-001/IP/P-00443/2017-18/10786 |
| ৬ | বোর্ডের সাথে নিবন্ধিত রেজোলিউশন প্রফেশনালের ঠিকানা এবং ই-মেইল | ঠিকানা ঃ ২০, এন.এস. রোড, ব্লক-এ, ১ম তল, রুম নং-১৫ কলকাতা-৭০০০০১ ইমেইলঃ rakesh202@hotmail.com |
| ৭ | রেজোলিউশন প্রফেশনালের সাথে চিঠিপত্রের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেইল ব্যবহার করা হবে | ঠিকানা ঃ ২০, এন.এস. রোড, ব্লক-এ, ১ম তল, রুম নং-১৫ কলকাতা-৭০০০০১ ইমেইলঃ gopalpoddaribc@gmail.com rakesh202@hotmail.com |
| ৮ | দাবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ | ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
| ৯ | প্রাসঙ্গিক ফর্ম উপলব্ধ | https://ibbi.gov.in/en/home/downloads |

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ ১৩.০৮.২০২৪ তারিখে গোপাল পোদ্দার ব্যক্তিগত গ্যারান্টারের দেউলিয়াত্ব সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। গোপাল পোদ্দারের পাওনাদারদের এতদ্বারা ০৭.০৯.২০২৪ তারিখে বা তার আগে Insolvenry and Bankruptcy Board of India-এর রেগুলেশন ৭(১) এর অধীনে নির্ধারিত ফর্ম 'ফর্ম বি'-তে প্রমাণ সহ তাদের দাবি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (ব্যক্তিগত গ্যারান্টারদের জন্য সলভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া) কর্পোরেট ঋণদাতাদের কাছে) রেগুলেশনস, ২০১৯ আইটেম নং ৭ এর বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় রেজোলিউশন পেশাদারের কাছে। পাওনাদাররা তাদের দাবিগুলি প্রমাণ, দাবির বিশদ বিবরণ এবং ব্যক্তিগত তথ্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে বা স্পিড পোস্ট বা নিবন্ধিত চিঠির মাধ্যমে জমা দেবেন। দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা হবে।

(রাকেশ কুমার আগরওয়াল)
মিঃ গোপাল পোদ্দারের রেজোলিউশন প্রফেশনাল
রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ IBBI/IPA-001/IP/P-00443/2017-18/10786
এএফএ নম্বর ঃ নং AA1/10786/02/240125/106812 (২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত বৈধ

তারিখঃ ১৭ আগস্ট ২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা



**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/এমসিকে/২০২৪ তারিখঃ ১৩.০৮.২০২৪**

সিনিয়ার ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রি নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ বাণিজ্যিক প্রচার স্বত্বের চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-এমসিকে-২৪। অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.০৮.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা। **এসইকিউ নংঃ** এএ/১। **লট নংঃ এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএসএন-১২৭-২৪-১। বিবরণ ঃ** হাওড়া স্টেশনে বিজ্ঞাপনের পরিধি (নন-ডিজিট্যাল-স্ট্যাটিক/ ব্যাকলিট) সহ ১৬টি মোবাইল চার্জিং কিয়স্কের (ওল্ড কমপ্লেক্সে ১২টি মোবাইল চার্জিং কিয়স্ক ও নিউ কমপ্লেক্সে ০৪টি মোবাইল চার্জিং কিয়স্ক) স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান।

(HWH-228/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter



**JANGIPUR MUNICIPALITY**
**P.O.Raghunathganj, Dist Murshidabad**
**e-TENDER NOTICE**

**NIeT No: MAD/ULB/JM/15th FC/NIeT1/24-25(1st Call)**, e-Tender are invited by the Executive Officer,Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 02 Nos Construction of Godown, 07 Nos Rejuvenation of water bodies, 01 No Construction of Boundary Wall and 02 Nos Installation of Water ATM, **Tender ID: 2024_MAD_734656_1 to _12**, Publish Date: **17/08/2024 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **17/08/2024 at at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **31/08/2024 at 18:00 IST**. The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-Chairman**
**Jangipur Municipality**



**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e–TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (C)/Br.-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/56/42/23-24/B**
Name of the work: **Improvement of bustee passages at 97, Debendra Chandra Dey Road and its surroundings disturbed by laying new sewer line in Ward No. 56,** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,82,511.57.** Earnest Money: **₹ 9,700.00.** Period of Completion: **60 Days.**

**(2) NIT No.: KMC/EEC/VII/56/2/24-25/B**
Name of the work: **Removal of chockage drain at Bibi Bagan Lane, Kamardanga road etc. and its surroundings of bustee area in Ward No. 56,** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,91,128.04.** Earnest Money: **₹ 5,900.00.** Period of Completion: **120 Days.**

**(3) NIT No.: KMC/EEC/VII/58/23/24-25/D**
Name of the work: **Maintenance of footpath and passage which disturbed by CESC and natural wear-tear at 56 D. C. Dey Rd., B/47/H/43 Christopher Rd., 2 Chingrighata Ln and other surrounding areas in Ward No. 58,** Estimated Cost (incl. GST & CESS): **₹ 2,94,136.23.** Earnest Money: **₹ 5,900.00.** Period of Completion: **60 Days.** Last date and time of submission of Bid : **28.08.2024 upto 12 noon (for Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on : **30.08.2024 at 12 noon (for Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **14.08.2024 (6.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

**The Executive Engineer (Civil), Br.-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/XIV/131/07/24-25/CH (1st Call)**
Name of the work: **Maintenance of Agomoni Community Hall by various civil works at Sarat Chatterjee Road in Ward No. 131 under BR-XIV.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,87,686.99.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(2) NIT No.: KMC/XIV/131/10/24-25/BUSTEE (1st Call)**
Name of the work: **Improvement of concrete passage at the slum area of Swamiji Road near Pr. No. 10/3, 17/2, 10/5, 25/A, etc. in Ward No. 131.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 2,15,131.43.** Earnest Money: **₹ 4,350.00.** Period of Completion: **25 Days.**

**(3) NIT No.: KMC/XIV/131/09/24-25/BUSTEE (1st Call)**
Name of the work: **Construction of sanitary latrines at different slum areas of M.I.D. Road, Parnasree Pally, Panchanantala Road, etc. in Ward No. 131.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,98,250.68.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **28.08.2024 upto 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on : **30.08.2024 at 5 p.m. (for Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **20.08.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 3).**

**The Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

**(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/125/017/24-25**
Name of the work: **Maint. of C.C. Road at Paschim Para near Pr. No. 164 in Ward No. 125.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,89,365.12.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/125/018/24-25**
Name of the work: **Dev. of C.C. Road at Sabuj Park near L.P. No. 180/32 in Ward No. 125.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 3,98,824.99.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/143/015/24-25**
Name of the work: **Maint. of road with C. Conc. at 22 Bigha Bye Lane, 12 Feet near Pr. No. 39/10 in Ward No. 143.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,45,975.68.** Earnest Money: **₹ 9,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/143/013/24-25**
Name of the work: **Dev. of C. Conc. Road at Kalua Paul Para near Pr. No. 180 in Ward No. 143.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,10,023.48.** Earnest Money: **₹ 8,500.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(5) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/124/011/24-25**
Name of the work: **Maint. of C.C. Road at Borobagan near Pr. No. B17 & Das Para near Pr. No. 176 in Ward No. 124.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,94,768.09.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(6) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/123/021/24-25**
Name of the work: **Maint. of C. C. Road at Nabalia Para Road near Pr. No. 9/1 in Ward No. 123.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,87,443.51.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(7) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/142/017/24-25/PARK**
Name of the work: **Maintenance of Park by Plantation and Carried Earth and Minor Civil Work at Rabindra Kanan in Ward No. 142.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,95,633.42.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(8) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/144/029/24-25/PARK**
Name of the work: **Maintenance of Road Side Park at New Anny Sarani beside Bakrahat Road in Ward No. 144.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,86,708.57.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **35 Days.**

**(9) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/144/023/24-25**
Name of the work: **Maint. of road with cement concrete at Green Park near Pr. No. 55/7 in Ward No. 144.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,90,288.19.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **35 Days.**

**(10) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/143/019/24-25**
Name of the work: **Construction of U.G. Sewer at Arabindanagar-I Bye Lane near Pr. No. 41/14 in Ward no. 143.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 4,98,594.98.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

**(11) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/143/016/24-25**
Name of the work: **Const. of road by laying hot-mix at 22 Bigha ESR connecting road near Pr. No. 57/1 in Ward No. 143.** Estimated Cost (incl. GST and CESS): **₹ 3,86,053.20.** Earnest Money: **₹ 8,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**

Last date and time of submission of Bid: **28.08.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 5), 30.08.2024 - 12 noon (for Sl. No. 6 to 9) & 31.08.2024 - 12 noon (for Sl. No. 10 & 11).** The Tender will be opened on: **30.08.2024 - 12 noon (for Sl. No. 1 to 5), 02.09.2024 - 12 noon (for Sl. No. 6 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **16.08.2024 (5 p.m.) (for Sl. No. 1 to 5), 22.08.2024 (5 p.m.) (for Sl. No. 6 to 9) & 21.08.2024 (5 p.m.) (for Sl. No. 10 & 11).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 to 11).**

421/24-25

# এনসিএর দরজা খোলা এ বার নীরজদের জন্যও, বড় ঘোষণা বিসিসিআই সচিবের

**মুম্বই, ১৬ আগস্টঃ** কয়েকদিন আগে প্যারিস অলিম্পিক শেষ হয়েছে। গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থের এই সংস্করণ থেকে ভারতকে ৬টি পদক দিয়েছেন দেশের অ্যাথলিটরা। ভারতের সকলের অ্যাথলিটদের লক্ষ্য এ বার লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে। হাতে রয়েছে ৪টে বছর। দেশের অ্যাথলিটরা এ বার নেবে পড়বেন এলএ২৮-এর প্রস্তুতির জন্য। এ বার ভারতের অ্যাথলিটদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ জানিয়েছেন, নীরজ চোপড়ার মতো দেশের অলিম্পিক ক্রীড়াবিদরা এ বার চাইলে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করতে পারবেন। দেশের ক্রিকেটাররা জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনেক সুযোগ সুবিধা পান। উন্নতমানের অনুশীলন পরিকাঠামো রয়েছে সেখানে। সঙ্গে কোচ, ফিজিয়োদের পরামর্শ সব সময় পাওয়া যায়। অলিম্পিকের মতো ইভেন্টে ভারতীয় অ্যাথলিটরা যেন আরও ভালো পারফর্ম করতে পারেন, সে কথা ভেবেই হয়তো সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে বিসিসিআই। শুধু তাই নয়। আগামী অলিম্পিকে থাকছে ক্রিকেট। সেখান থেকে ভারতের সোনা যে কার্যত নিশ্চিত, তা ধরে নিয়েছে দেশের ক্রীড়া মহল। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিসিসিআই সচিব জয় শাহ এই প্রসঙ্গে বলেন, ''নীরজ চোপড়ার মতো অলিম্পিক খেলোয়াড়দের জন্য আমরা এনসিএতে অনুশীলনের ব্যবস্থা করছি।'' প্যারিস অলিম্পিকে যখন ভারতীয় অ্যাথলিটরা গিয়েছিলেন, সেই সময় তাঁদের আর্থিক সহায়তা করেছিল বিসিসিআই। নর্থ-ইস্টে জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির সুযোগ-সুবিধা আরও বিস্তার করতে চায় বিসিসিআই। এনসিকে আরও উন্নত করার বিষয়ে জয় শাহ বলেন, ''যখন আমি বিসিসিআই সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হই, ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে সেই সময় করোনার জন্য তিন-চার মাস সবকিছু স্তব্ধ ছিল। সেই সময় আমাদের লক্ষ্য ছিল কী ভাবে আইপিএল ও ঘরোয়া ক্রিকেট আয়োজন করা যায়। প্রায় ২ বছরের জন্য বিসিসিআই অফিস বন্ধ ছিল। এর পর দ্বিতীয় মেয়াদের সময় আমরা এই কাজগুলি করার সিদ্ধান্ত নিই। নর্থ-ইস্টে ক্রিকেটের ব্যবস্থা উন্নত করার কাজ করি।''

# তুমি তো সেলিব্রিটি হয়ে গিয়েছ!

## লক্ষ্যকে দেখে মন্তব্যে মোদির, উত্তর দিলেন শাটলারও

**নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্টঃ** সদ্য সমাপ্ত প্যারিস অলিম্পিক্সে শেষ মুহূর্তে পদক পাননি লক্ষ্য সেন। তিনি ব্রোঞ্জের ম্যাচেও হেরেছেন। সেই নিয়ে গর্জে উঠেছিলেন লক্ষ্য সেনের কোচ প্রকাশ পাড়ুকোন। তিনি প্রিয় ছাত্রের হার নিয়ে পাড়ুকোন জানান, আরও দায়িত্ববোধ দেখানো উচিত ছিল ওর। সেই নিয়ে ব্যাডমিন্টনের কিছু তারকা সমালোচনাও করেছিলেন পাড়ুকোনের। অশ্বিনী পোনাপ্পার মতো তারকা জানিয়েছিলেন, প্রকাশ স্যারেরও এক্ষেত্রে দায় নেওয়া উচিত। কারণ সাফল্যে যেমন কোচরা নিজেদের কৃতিত্ব নেন, তেমনি ব্যর্থতাও তাঁদের মাথা পেতে নিতে হয়। লক্ষ্য সেনের বংশধর একসময় কলকাতায় থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁদের সঙ্গে বাংলার আর কোনও সংযোগ নেই। লক্ষ্য সেনরা

থাকেন লখনউতে। তাঁর বাবা দিলীপ সেনও জন্মসূত্রে কলকাতার হলেও থেকে গিয়েছেন মধ্যপ্রদেশেই। লক্ষ্য সেন যে দেশের মানুষদের মধ্যে সমীহ জাগাতে পেরেছিলেন, সেটি স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সঙ্গে দিল্লিতে কথা হয়েছে মোদির। সেই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দেশের নামী তারকাকে বলেন, ''আরে তুমি তো সেলিব্রিটি হয়ে গিয়েছ!'' সেইসময় লক্ষ্য সেন জানান, ''না, না আমি সেলিব্রিটি হয়ে যাইনি, তা হলে তো প্রকাশ স্যার আমার ফোন কেড়ে নিতেন না! তিনি আমার মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে অলিম্পিক্সের সময় নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন।'' সেইসময় মোদি জানান, ''বা! তা হলে তো ভালই। এরকম যদি উনি (প্রকাশ পাড়ুকোন) করে থাকেন, তা হলে তো বলতে হয়, আগামীবারও ব্যাডমিন্টনের কোচ হিসেবে প্রকাশ স্যারকেই পাঠানো উচিত!'' এই কথা শুনে লক্ষ্যও হেসে ফেলেছেন। তিনি মনে করছেন, প্যারিস অলিম্পিক্সে পদক হারানোর ঘটনায় তিনি শিক্ষা নিয়েছেন। সামনের বার এই শিক্ষা তাঁর কাজে আসবে।

# সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরতে পারে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

**দুবাই, ১৬ আগস্টঃ** বাংলাদেশে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা আগামী সেপ্টেম্বরে। তবে সেখানকার পরিস্থিতি উদ্বেগ বৃদ্ধি করছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) কর্তাদের। বিকল্প হিসাবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কথা ভাবছে আইসিসি। প্রয়োজনে সেখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে প্রতিযোগিতা। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়ার কথা মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ বারের প্রতিযোগিতার আয়োজক বাংলাদেশ। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সে দেশের পরিস্থিতি অস্থির। তদারকি সরকার দায়িত্ব নিলেও অনেক কিছুই স্বাভাবিক হয়নি এখনও। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে প্রতিযোগিতা আয়োজন ঝুঁকির হতে পারে বলে মনে করছেন আইসিসি কর্তারা। ক্রিকেটারদের নিরাপত্তাকে সবচেয়ে প্রাধান্য দিচ্ছেন তাঁরা। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কর্তারা প্রতিযোগিতা আয়োজনের ব্যাপারে আশাবাদী। তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন আইসিসি কর্তাদের সঙ্গে। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পরিকল্পনা তৈরির জন্য আইসিসির কাছে পাঁচ দিন সময় চেয়েছেন বিসিবি কর্তারা। অন্য দিকে, অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখে বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখতে চাইছেন আইসিসি কর্তাদের একাংশ।

# আরজি কর কাণ্ডে সরব বুমরা-জেমিমারা

**নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্টঃ** সারা দেশে বিতর্কের ঢেউ উঠেছে আরজি কর হাসপাতালে প্রয়াত তরুণী চিকিৎসকের ওপর নির্যাতন ও খুনের ঘটনায়। দেশের নানা স্তরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। এবার ভারতীয় দলের নামী তারকা যশপ্রিৎ বুমরা জানিয়ে দিয়েছেন, আরজি কর কাণ্ডে যা ঘটেছে, তা সারা দেশকে দুলিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'অনেকেই বলছেন, মহিলাদের পথ বদলের দরকার রয়েছে। আমি তার আগে জানাব, এ দেশের পরিবেশ বদলের প্রয়োজন রয়েছে।' বুমরা শুধু নন, ভারতীয় দলের আরও এক নামী পেসার মহম্মদ সিরাজও বলেছেন, 'আবারও জঘন্য একটা ঘটনা, কী অজুহাত দেওয়া হবে এবার? পুরুষ তো পুরুষই, তাই না?' সোচ্চার হয়েছেন জেমিমা রডরিগেজও। বলেছেন, 'এই ঘটনায় প্রমাণ হয়, আমাদের দেশে মহিলাদের নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। একটা সরকারী হাসপাতালে কর্মরতা এক চিকিৎসকের যদি এমন হতে পারে, তা হলে বাকিদের সুরক্ষা কে দেবে?'

# এএফসি'তে কঠিন গ্রুপে মোহনবাগান

## প্রতিপক্ষ ইরান, কাতার এবং তাজিকিস্তানের ক্লাব

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ** এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় টায়ারের ম্যাচে কঠিন গ্রুপে রয়েছে মোহনবাগান। যে দলগুলির বিরুদ্ধে খেলবে হোসে মোরিনার দল, সব দলই কঠিন প্রতিপক্ষ। সেই বিদেশি দলগুলির বাজেটও মোহনবাগানের দ্বিগুণ কিংবা তার বেশি। দিমিত্রি পেত্রাতোসরা তাঁদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ঘরের মাঠে যুবভারতীতেই। ১৭ কিংবা ১৮ সেপ্টেম্বর ওই ম্যাচে বাগানের প্রতিপক্ষ পূর্ব আজারবাইজানের ট্র্যাকটস এফসি। যে দলের মোট বাজেট ১১৪ কোটি টাকা। যেখানে ২০২৪-২৫ মরশুমের জন্য মোহনবাগানের বাজেট ৬১ কোটি টাকা। মোহনবাগানের এই লিগে দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ এফসি তাজিকিস্তানের রাভসান এফসি, এই দলটি অবশ্য কমজোরি, তাদের বাজেট মাত্র ১১ কোটির। ওই ম্যাচটি খেলবে ১ কিংবা ২ অক্টোবর। শুধু এই দলটিই গ্রুপে কমজোরি, না হলে বাকি দলের বিরুদ্ধে জিততে গেলে কালঘাম ছুটবে বাগানের। মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলবে। তারপর দুটি ম্যাচ বাইরের মাঠে হবে। ২২ কিংবা ২৩ অক্টোবর মোহনবাগান লিগের তৃতীয় ম্যাচ খেলবে কাতারের আল ওয়াকরাহ দলের বিরুদ্ধে। কাতারের দলের বাজেট ১৭৩ কোটি টাকা। ওই দলের বিরুদ্ধে ম্যাচ হবে ২২ ও ২৩ অক্টোবর। মোহনবাগান ৫ ও ৬ নভেম্বর আল ওয়াকরাহের বিরুদ্ধে খেলবে ঘরের মাঠে। তারপর সবুজ মেরুন দলটি ২৬ কিংবা ২৭ নভেম্বর ট্র্যাকটর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলবে অ্যাওয়ে ম্যাচে। ঘরের মাঠে এফসি রাসভানের বিরুদ্ধে ৩ ও ৪ ডিসেম্বর খেলবেন জেসন কামিন্সরা।

# মনে হয়েছিল, মেয়েটা হয়তো মরে যাবে বিনেশ ফোগাটকে নিয়ে মুখ খুললেন কোচ

**নয়াদিল্লি, ১৭ আগস্টঃ** সারা রাত জেগে কাটিয়েছিলেন মুখে তোলেননি খাবারের একটা দানা, বিন্দুমাত্র জলও ক্রমাগত করে গিয়েছিলেন সাইক্লিং, স্কিপিং, জগিং ও আরও নানা জিনিস। যা দিয়ে ওজন কমানো যায়। কিন্তু শেষ অবধি ১০০ গ্রাম ওজন বেশি থাকায় প্যারিস অলিম্পিকে পদকের শেষ লড়াইয়ে নামা হয়নি বিনেশ ফোগাটের। ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির বিনেশ ফোগাট প্যারিস গেমসে মেয়েদের ৫০ কেজি কুস্তি বিভাগের ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু সেমিফাইনালের পর তাঁর ২ কেজি ওজন বেড়ে যায়। সারা রাত বিনেশ অনেক চেষ্টা করেন ওজন কমানোর। শরীর থেকে তাঁর রক্ত বের করা হয়েছিল, চুল ছোট করে কাটা হয়েছিল, জামাও কাটা হয়েছিল। সব চেষ্টা করেও ১ কেজি ৯০০ গ্রাম কমাতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১০০ গ্রাম পারেননি। এই ঘটনায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল দেশবাসী। সামনে থেকে সেই সময় বিনেশকে যিনি দেখেছিলেন, তাঁর কোচ এ বার জানালেন, ভারতীয় কুস্তিগিরকে দেখে মনে হয়েছিল, তিনি মারাই যাবেন। প্যারিস অলিম্পিকে বিনেশের সঙ্গে তাঁর যে কোচ ছিলেন, উলার আকোস তিনি এক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ''সেমিফাইনালের পর ২.৭ কেজি ওজন বেড়েছিল। আমরা এক ঘণ্টা ২০ মিনিট অনুশীলন করেছিলাম বাড়তি ওজন কমানোর জন্য। এরপরও ১.৫ কেজি ওজন বেশি ছিল। ৫০ মিনিট সনার পরও ওর শরীর থেকে এক

বিন্দু ঘাম বেরোয়নি। আর কোনও উপায় ছিল না। মধ্যরাত থেকে ভোর ৫.৩০ অবধি ও একাধিক কার্ডিয়ো মেশিনে সময় কাটায়। প্রচুর কুস্তির প্যাঁচ অনুশীলন করে। দু'তিন মিনিট বিশ্রাম নিয়ে ও আবার ওজন কমানোর চেষ্টা করতে থাকে। একবার তো মাথা ঘুরিয়ে পড়েও যায়। কোনওরকমে আমরা ওকে তুলি। এরপর ১ ঘণ্টা সনা চলে। এই পুরো বিষয়টা জানিয়ে আমি কোনও নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছি না। শুধু এটাই বলতে চাই, ও কিন্তু মারা যেতেও পারত।'' এত চেষ্টা সব বিফলে গিয়েছে। বিনেশকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছিল। তাঁকে ফ্লুইড দিতে হয়েছিল। পরবর্তীতে নিজের কোচকে কাঁদতে কাঁদতে বিনেশ জানান, তিনি যে বিশ্বের সেরা কুস্তিগিরকে হারাতে পেরেছেন, তা দিয়েই মনে করছেন নিজের লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে বিনেশ আবেদন করেছিলেন, তাঁকে যেন রুপোর পদকের জন্য বিবেচনা করা হয়। ক্রীড়া আদালত বিনেশের আবেদন খারিজ করেছে। কোনও পদকই পাচ্ছেন না ইতিহাস গড়া কুস্তিগির। অনেক ক্রীড়াবিদই বিনেশের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, আপনি চ্যাম্পিয়ন।

# তেন্ডুলকরকে ছাড়াতে পারেন রুট, মনে করেন পন্টিং

**মেলবোর্ন, ১৬ আগস্টঃ** সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড জো রুট ভেঙে দিতে পারেন বলে মনে করেন রিকি পন্টিং। প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক বলেছেন, টেস্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে তেন্ডুলকরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সব রকম সুযোগই আছে রুটের সামনে। সম্প্রতি ১২ হাজার রান পূর্ণ করা রুট এ মুহূর্তে আছেন টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকের তালিকায় সাত নম্বরে। সবার ওপরে থাকা তেন্ডুলকরের (১৫৯২১) চেয়ে ৪ হাজার রানের কম ব্যবধান রুটের। অন্যদিকে দুইয়ে থাকা পন্টিংয়ের (১৩৩৭৮) চেয়ে রুট পিছিয়ে ১৩৫১ রানে। সম্প্রতি আইসিসি রিভিউ অনুষ্ঠানে রুটের প্রশংসা করেন পন্টিং। টেন্ডুলকারের রেকর্ড প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ভাঙতে পারবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে পন্টিং বলেন, ''করতেই পারে। তার বয়স ৩৩ বছর। ৩০০০ রানের (চেয়ে বেশি) পিছিয়ে। তারা (ইংল্যান্ড) আর কয়টি টেস্ট খেলছে, আসলে তার ওপর নির্ভর করছে।'' পন্টিংয়ের মতে, ''তারা যদি বছরে ১০-১৪টি টেস্ট খেলে এবং (রুট) যদি বছরে ৮০০ থেকে ১ হাজার রান করে, তাহলে ধরেন তার তিন থেকে চার বছর লাগবে সেখানে পৌঁছাতে। ফলে তখন তার ৩৭ বছর হবে।'' পন্টিং বলেন, ''যদি তার রানের ক্ষুধাটা থাকে তখনো, তাহলে রেকর্ড ভাঙার সব রকমের সুযোগই থাকবে তার সামনে।'' সর্বশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নটিংহামে

ক্যারিয়ারের ৩২তম সেঞ্চুরি করেন রুট। অবশ্য সেঞ্চুরির দিকে তেন্ডুলকর (৫১) এখনো অনেকটাই এগিয়ে। তবে সম্প্রতি ভালো শুরুগুলোকে বড় ইনিংসে বেশি করে রূপ দিচ্ছেন রুট, এমন করেন পন্টিং। রুটের এই পরিবর্তনকে বড় করেই দেখছেন পন্টিং, ''সে এমন একজন যে গত কয়েক বছরে আরও বেশি উন্নতি করেছে। ত্রিশের পরপরই ব্যাটারদের (ফর্মের) শিখরে পৌঁছানোর কথা সব সময়ই বলা হয়। সে নিশ্চিতভাবেই এমন করছে। বড় ব্যাপারটি হচ্ছে তার ফিফটিকে সেঞ্চুরিতে রূপ দেওয়া। চার-পাঁচ বছর আগে সে ফিফটির পর এগোতে গিয়ে ধুঁকছিল, সেঞ্চুরি করতেও। এখন সে উল্টো পথে যাচ্ছে। এখন প্রায় প্রতিবারই সে ৫০ করলে ১০০-ও করে। এটা আসলে তার খেলা ঘুরিয়ে দিয়েছে।''

# রিটেনশন প্রক্রিয়া, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে বার্তা শাহের

**মুম্বই, ১৬ আগস্টঃ** ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে নানা মত রয়েছে। কোনও কোনও টিম একে ভালো নিয়ম হিসেবেই দেখে। আবার অনেকের মতে, ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের কারণে অলরাউন্ডারের গুরুত্ব কমেছে। বা নেই বললেও চলে। এই নিয়ম থাকা উচিত কিনা, তা নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের মধ্যে। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা নিজে অবশ্য এই নিয়মের বিপক্ষে বলেছিলেন। অলরাউন্ডারদের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম, এমনটাই মনে করেন রোহিত। তেমনই আগামী আইপিএলের মেগা অকশন এবং রিটেনশন প্রক্রিয়া নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। কী বলছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ? সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ের মধ্যে ছিল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম প্রশ্নও। বোর্ড সচিব বলেন, ''সম্প্রতি ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। এর নেতিবাচক দিক, অলরাউন্ডারের গুরুত্ব কমছে। কিন্তু এর ইতিবাচক দিক হল, ভারতীয় ক্রিকেটাররা আরও বেশি করে দক্ষতা প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছেন। ব্রডকাস্টারদের দিকটাও ভাবতে হয়। তবে আমার কাছে খেলাটাই আসল। এই বিষয়টা নিয়ে দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেব।'' প্লেয়ার রিটেনশন নিয়ে জয় শাহ বলছেন, ''মিটিংয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের কথা শুনেছি। সিদ্ধান্ত এখন আমাদের হাতে। প্রত্যেকের মতই গুরুত্বপূর্ণ। যারা একটা টিম গড়ে তুলেছে, কেউই মেগা অকশন চাইছে না। আবার যাদের টিম সেভাবে গোছানো নয়, তারা মেগা অকশন চাইছে। ক্রিকেটের একজন সমর্থক হিসেবে আমি মনে করি ধারাবাহিকতা জরুরি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অদলবদল প্রয়োজন। তাতে খেলারই উন্নতি হবে।''

আইপিএল

# ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে অভিষেক রাহুল দ্রাবিড়-পুত্র সমিতের

**তিরুঅনন্তপুরম, ১৬ আগস্টঃ** ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে সমিত দ্রাবিড়। কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার মহারাজা টি-টোয়েন্টি লিগের এ মরসুমে নিলামে তাঁকে নিয়েছে মাইসোর ওয়ারিয়র্স। টুর্নামেন্টে তাদের দ্বিতীয় ম্যাচেই অভিষেক হল তরুণ পেস বোলিং অলরাউন্ডার সমিত দ্রাবিড়ের। বয়স ভিত্তিক স্তরে প্রচুর খেলেছেন। ধারাবাহিক পারফরম্যান্সও করেছেন। নিলামে তাঁকে ৫০ হাজার টাকায় নিয়েছিল মাইসোর ওয়ারিয়র্স। তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশার চাপ অনেক অনেক বেশি। তার অন্যতম কারণ, সমিতের

বাবার নাম রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র সমিতের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি অভিষেক কেমন হল? টস জিতে মাইসোরকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় শিবামোগা লায়ন্স। দলীয় ২৫ রানে প্রথম উইকেট হারায় মাইসোর। পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে দ্বিতীয় উইকেট। চার নম্বরে ক্রিজে আসেন দ্রাবিড়-পুত্র সমিত। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচ। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে অভিষেক। নার্ভাস থাকারই কথা। দ্রাবিড় পুত্র ক্রিজে নামতেই সমর্থকদের মধ্যে বাড়তি উচ্ছ্বাস। একটি বাউন্ডারিও মারেন। তবে ইনিংস দীর্ঘ হয়নি। অভিষেক ম্যাচে হার্দিক রাজের বোলিংয়ে ৯ বলে ৭ রানে ফেরেন সমিত। অধিনায়ক করুণ নায়ারও ব্যাট হাতে ব্যর্থ। শেষ দিকে ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচিত মুখ কৃষ্ণাপ্পা গৌতম (২১) এবং মনোজ ভান্ডাগের ১৬ বলে ৪২ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে ৮ উইকেটে ১৫৯ রান করে মাইসোর ওয়ারিয়র্স। ৪টি ছয় মেরেছেন মনোজ। বৃষ্টির কারণে ভিজেডি পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিপক্ষ শিবামোগা লায়ন্স ৯ ওভারে ৮০ রানে পাঁচ উইকেট হারায়। ভিজেডি পদ্ধতিতে ৭ রানে জয় মাইসোরের। অভিনব মনোহর ২৯ বলে ৫২ রানে অপরাজিত থাকলেও কাজে দেয়নি সেই ইনিংস। সমিতকে অবশ্য শুধু ব্যাটার হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও তিনি অলরাউন্ডার।


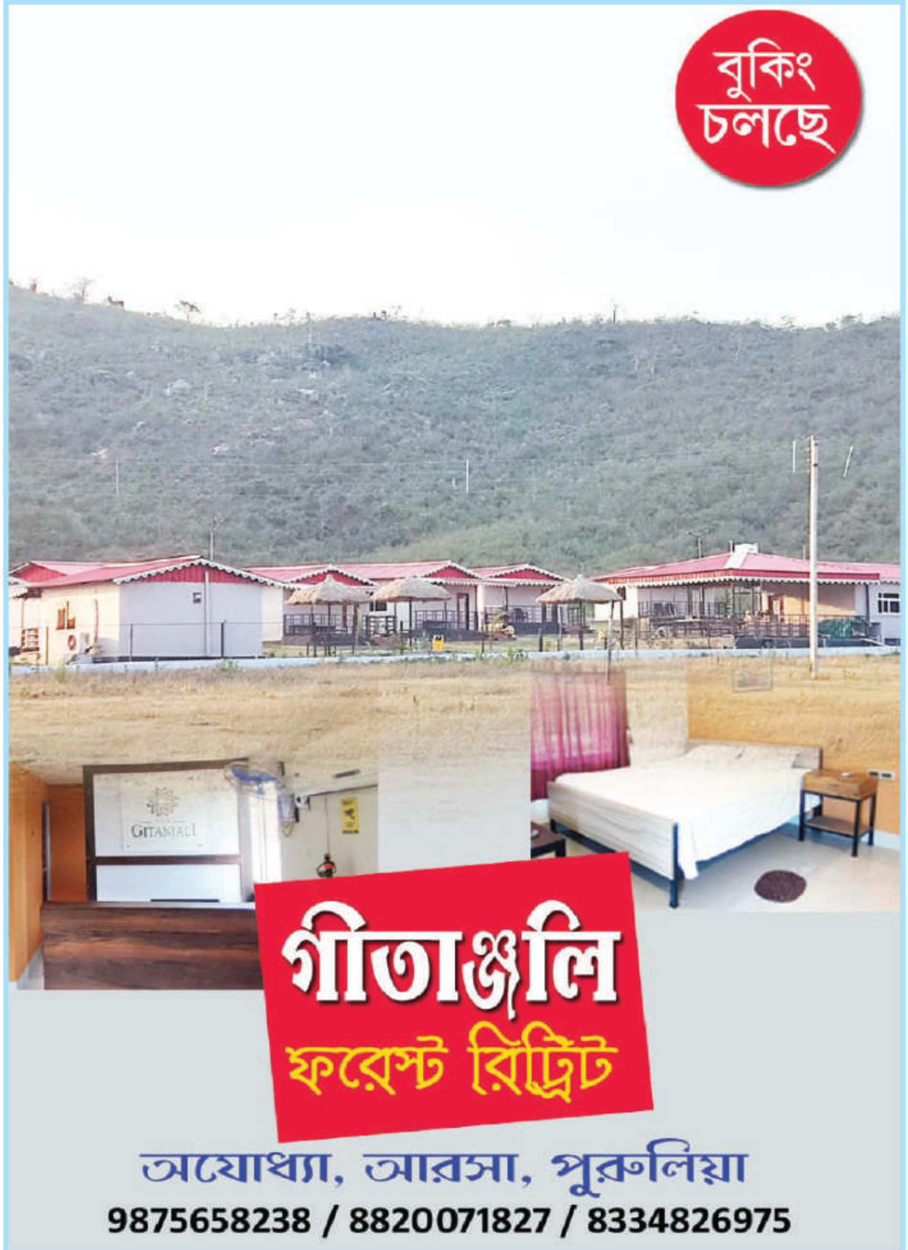




# বিশ্বজয়ী কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের মতো হতে চান হকি কিংবদন্তি শ্রীজেশ

**দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন**

কিংবদন্তি পিআর শ্রীজেশ এখন প্রাক্তন। প্যারিস অলিম্পিকে ভারতীয় পুরুষ হকি টিম ব্রোঞ্জ পাওয়ার পর তিনি আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টেনেছেন। কিন্তু তাঁকে হকি থেকে দূরে থাকতে দিচ্ছে না হকি ইন্ডিয়া। ভারতের জুনিয়র হকি টিমের নতুন হেড কোচের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে শ্রীজেশকে। তিনি জানিয়েছেন, বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের মতো হতে চান শ্রীজেশ। ভারতের সিনিয়র টিমের দায়িত্ব নেওয়ার আগে রাহুল দ্রাবিড় জুনিয়রদের কোচিং করাতেন। টিম ইন্ডিয়ার তরুণ প্রজন্মকে তৈরি করার নেপথ্যে দ্রাবিড়ের বড় অবদানও ছিল। অনূর্ধ্ব-১৯ টিমের ক্রিকেটারদের প্রতি পদে পদে সাহায্য করতেন দ্রাবিড়। পরবর্তীতে রবি শাস্ত্রীর পর ভারতের হেড কোচের দায়িত্ব আসে রাহুল দ্রাবিড়ের কাঁধে। দীর্ঘদিন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের কোচের দায়িত্ব সামলেছেন ভারতীয় ক্রিকেটের দ্য ওয়াল। কয়েকদিন আগে ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর টিম ইন্ডিয়ায় দ্রাবিড় সভ্যতার অবসান হয়। ভারতের সদ্য প্রাক্তন হকি তারকা পিআর শ্রীজেশ মনে করেন, কোচ

হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের দর্শন মেনে চলার চেষ্টা করবেন তিনি। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে এক সাক্ষাৎকারে পিআর শ্রীজেশ বলেন, ''আমি কোচ হতে চাই। আমার বরাবর এটা পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন আছে। আমার অবসরের পর পরিবারই আমার কাছে সবার প্রথমে। তাই পরিবারের সদস্যদের থেকে জানতে হবে, ওদের এই বিষয়ে আপত্তি রয়েছে কিনা। অবসর নিয়েছি, এ বার তো স্ত্রীর কথাও একটু শুনতে হবে।'' কোচের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলে রাহুল দ্রাবিড়কে অনুসরণ করতে চান শ্রীজেশ। তিনি বলেন, ''রাহুল দ্রাবিড় যে ভাবে কাজ করতেন, আমি তেমন ভাবেই জুনিয়রদের সঙ্গে কাজ করতে চাই। কাজটা ঠিক একঝাঁক জুনিয়র প্লেয়ারদের পরিণত হতে সাহায্য করার মতো। তারপর ওরাই সিনিয়র টিমে জায়গা করে নেবে।'' এ বছরই শ্রীজেশের ভারতের জুনিয়র হকি প্লেয়ারদের দায়িত্ব নেওয়ার পালা। তিনি বলেন, ''আগামী বছর রয়েছে জুনিয়র বিশ্বকাপ। পরের দু'বছরের মধ্যে সিনিয়রদের বিশ্বকাপও রয়েছে। তাই ২০২৮ সালের মধ্যে আমি হয়তো ২০ বা ৪০ জন প্লেয়ারকে তৈরি করতে পারব। আর ২০২৯ সালের মধ্যে আমি হয়তো ১৫-২০ জন প্লেয়ারকে সিনিয়র টিমের জন্য তৈরি করতে পারব। ২০৩২ সালে আমি সিনিয়র টিমের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য তৈরি হতে পারব। যদি ভারত ২০৩৬ অলিম্পিক গেমসে খেলে, তা হলে সেখানে আমি ভারতের কোচ হতে চাই।'' এরই মাঝে পিআর শ্রীজেশের জার্সি ১৬-কে অবসরে পাঠিয়ে দিল হকি ইন্ডিয়া। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই খবর জানানো হয়েছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com